মাসুদ রানা

বুমেরাং

কাজী আনোয়ার হোসেন

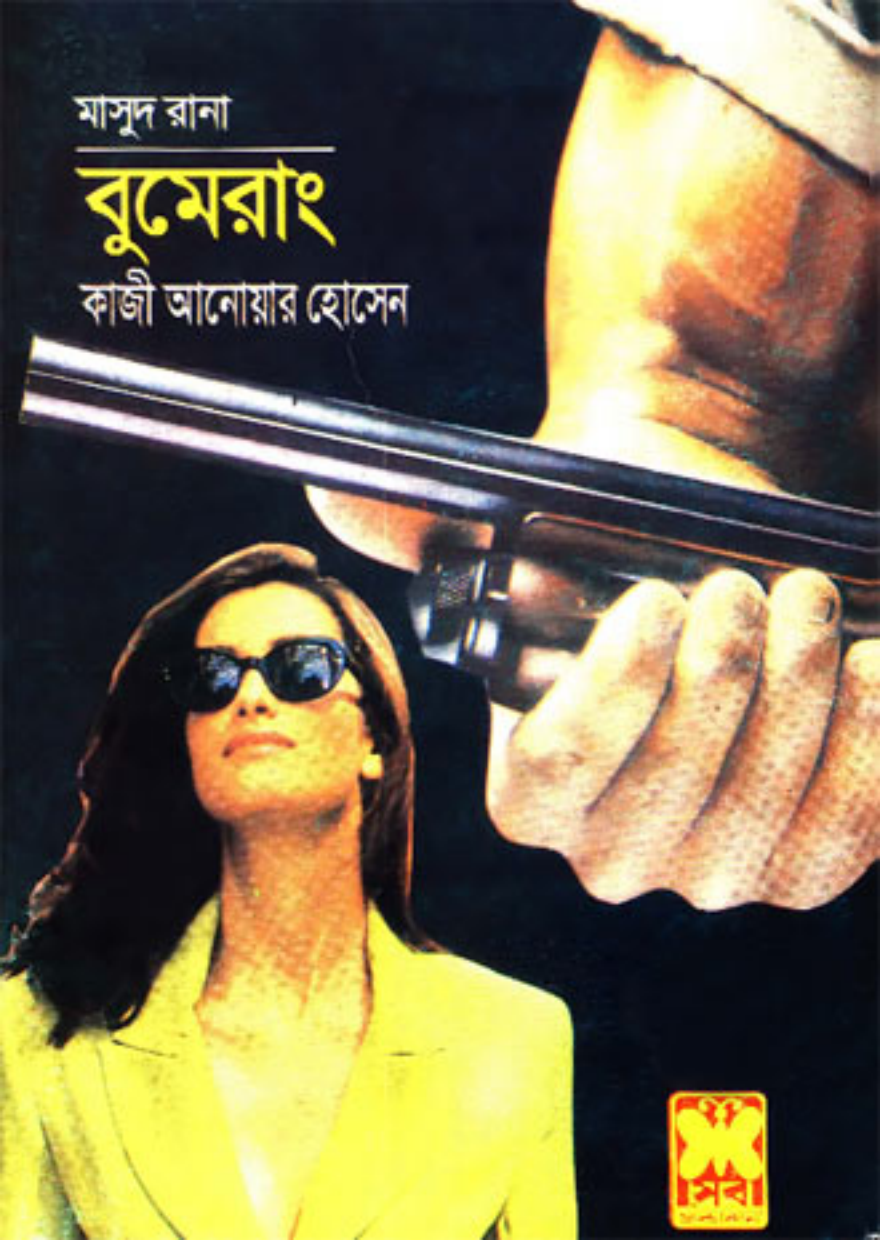

বুমেরাং

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৯

এক

কালো নতুন গোঁফ বেশ ভালই গজাতে শুরু করেছে। পুরো এক হপ্তার সবটুকু আগুনে রোদ দিয়ে পুড়িয়ে নিয়েছে চামড়া, বিশ্রামহীন পথচলা আর বিরতিহীন সতর্কতা চেহারায় এনে দিয়েছে রুক্ষ-কঠোর একটা চণ্ডাল ভাব। শুধু চোখ জোড়া শ্বাপদের মত ঠাণ্ডা, যেন ওগুলোর পিছনে মগজ কোন কাজ করছে না।

টেক্সাসের ওপর দিয়ে আসার সময় সাদা কনভার্টিবল-এর ছাত নামিয়ে দিয়েছিল সে। ভেবেছিল বাতাস পেলে রোদ একটু সহনীয় হবে। আরও একটা কারণ ছিল। যে লোক উন্মুক্ত গাড়িতে থাকে তার ওপর হঠাৎ কারও নজর পড়ে না। টেক্সাসে ভয়ে ভয়ে ছিল সে। কিন্তু সীমান্ত পেরিয়ে আসার পর বিপদের ভয়টা কমে আসে, তবে রোদ হয়ে ওঠে সর্বাঙ্গের জ্বলন, কাজেই এবার সে রাস্তার পাশে ধুলোর মধ্যে গাড়ি থামিয়ে ছাত তুলে মাথা ঢাকে। তোবড়ানো পানামা হ্যাটটা খুলে নামিয়ে রাখে সীটের পাশে, কিনারার ঘামটুকু শুকিয়ে যাক। ছোট্ট একটা ধন্যবাদ দিল সে নিজেকে, স্ট্র হ্যাটের বদলে মনে করে পানামাটা এনেছিল বলে। শত্রুপক্ষ কোন আমেরিকানকে খুঁজছে না, যদিও জানে একজন আমেরিকানের ছদ্মবেশ নিয়েই পালাচ্ছে সে।

আঙুলের ডগা দিয়ে নতুন গোঁফ জোড়ার স্পর্শ নিল সে। রিয়ার ভিউ মিররে চোখ। মুচকি হাসল একটু।

শহরের অনেক ওপরে পাহাড়শ্রেণীর চূড়াগুলো আঁকাবাঁকা রেখা টেনেছে আকাশের গায়ে, রোদ লেগে লালচে কুয়াশার মত লাগছে দেখতে। মনে আশা, শীতল আশ্রয় মিলবে ওখানে, ভদ্র একটা হোটেল খুঁজে নিতে পারবে সে, যদি থাকে।

গির্জাটা প্লাজা সিভিকার মাথায়। রাস্তা পেরিয়ে খানিক দূর এগোতেই পাওয়া গেল—হোটেল ডিসেম্বর। লাল ইঁটের বিল্ডিং, আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতির জাজ্বল্যমান সাক্ষ্য দিচ্ছে সর্বাঙ্গে বুলেটের ক্ষতচিহ্ন নিয়ে।

হোটেলের সামনে শেভ্রোলে কনভার্টিবল থামাল সে, আগেই দেখেছে পার্ক থেকে কয়েক জোড়া চোখ লক্ষ করছে তাকে। কে জানে, হয়তো ওপরের জানালাগুলো থেকেও। তবে কি এদিককার বেশিরভাগ লোকের মত তারও সাদার বদলে কালো গাড়ি ব্যবহার করা উচিত ছিল? গাড়িটা পুরানো মডেলের, কিন্তু এরইমধ্যে তার মন জয় করে নিয়েছে। ধুলোয় ঢাকা পড়ে আছে ওটার চকচকে ভাব, কিন্তু জানে একবার হাত পড়লেই ঝলমলে হাসি উপহার দেবে তাকে। শুনলে লোকে পাগল ভাববে, কিন্তু কথাটা সত্যি, এই

কয়দিনেই গাড়িটার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেছে তার।

জ্যাকেটটা পরে নিল আগন্তুক, হাতে নিল একটা মাত্র সুটকেস। বাকি সব গাড়ির ট্রাঙ্কের মধ্যে নিরাপদে আছে।

হোটেলের সামনে বেঞ্চে বসা বুড়ো লোকটাকে দেখল, কিন্তু পাত্তা দিল না। তিন আঙুলের ভেতর আড়াল করে ধরা সিগারেট টানছে, সম্ভবত এইমাত্র কারও ফেলে যাওয়াটা কুড়িয়ে নিয়েছে।

তাকে পাশ কাটিয়ে যাচ্ছে, বুড়ো মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'হাই!' যেন কতকালের পরিচিত।

দাঁড়াল সে। নোংরা, ভাঁজহীন স্যুট পরা বুড়োকে আগে কখনও দেখেনি, নাকি দেখেছে কিন্তু চিনতে পারছে না? তীক্ষ্ণ, কঠিন দৃষ্টিতে তাকাল আগন্তুক। বুড়োর চেহারায় কঠিন পরিশ্রমের ছাপ। চোখ দুটো দীন পোশাক আর কর্কশ অবয়বের সাথে একেবারেই বেমানান। দৃষ্টিতে কৌতুক আর সারল্য মিলেমিশে আছে। মুখটা চওড়া, তবে হাড় বেরুনো, নাক আর চোখ বাদে গোটা মুখই ঢাকা পড়ে আছে আধ ইঞ্চি লম্বা কাঁচা-পাকা দাড়িতে।

স্প্যানিশ ভাষা জানে সে, কিন্তু এদিকে আঞ্চলিক ভাষারই একচেটিয়া চল। হাই বলেই বুড়ো থামেনি, তাকে দাঁড়াতে দেখে যোগ করল; 'এক-আধটা ডলার হবে নাকি, সিনর?'

সুটকেসটা নামাল সে। 'তুমি জানলে কিভাবে আমি ইংরেজী বুঝব?'

'আপনার হাঁটা, সিনর। মাটিতে পা আমরা সবাই ফেলি, কিন্তু সুন্দর আর মার্জিত হয় ক'জনের? তাছাড়া, ও-ধরনের ফ্যান্সি জিনিস এখানে কেউ চালায় না।' সাদা কনভার্টিবলের দিকে ইঙ্গিত করল বুড়ো। 'একটা ডলার যদি হাতছাড়া করেন, ওটার ওপর নজর রাখব আমি।'

'নজর রাখার দরকার হবে কেন?'

'আপনি হোটেলে ঢোকার তিন সেকেন্ডের মধ্যে ছোকরারা ওটাকে ছেঁকে ধরবে। আমার পকেট খালি, একটা ডলার পেলে কাউকে ধারেকাছে ঘেঁষতে দেব না।' হাসল বুড়ো।

মানিব্যাগ বের করে বুড়োর হাতে পাঁচ ডলারের একটা নোট গুঁজে দিল আগন্তুক। 'ধরে নেব কাজটা ঠিকমত করবে, ঠিক তো?'

নোটটা ভাল করে দেখল বুড়ো, জাল কিনা পরীক্ষা করছে। হঠাৎ আনন্দে আটখানা হলো তার চেহারা, যেন এইমাত্র বড় অঙ্কের একটা লটারী জিতেছে। 'থ্যাঙ্ক ইউ,' বলল সে, শেষ শব্দটা টেনে লম্বা করল।

আবার সুটকেসটা তুলছে আগন্তুক, শুনতে পেল বুড়ো বলছে, 'আপনাকে আমি আগে কখনও দেখেছি নাকি, সিনর? লারেডোতে ছিলেন কখনও?'

'না।' আগন্তুকের পেশীতে টান পড়ল।

'সান আন্তনয়ে?'

'না,' বলল সে, ধাপ বেয়ে উঠে যাচ্ছে হোটেলের দিকে।

'সিনর, আমি জানি আপনি কার মত দেখতে···,' পিছন থেকে চেঁচিয়ে বলল বুড়ো।

সিঁড়ির দুই ধাপে দুই পা, পাথর হয়ে গেল আগন্তুক। ধীরেধীরে ঘুরল সে, নেমে এল। দ্রুত একবার চারদিকে চোখ বুলিয়ে এরইমধ্যে দেখে নিয়েছে আশপাশে কেউ আছে কিনা। রাস্তার ওপারে আপনমনে হেঁটে যাচ্ছে মোটা এক মেক্সিকান মহিলা, তাছাড়া শুনতে পাবার মত কাছাকাছি আর কেউ নেই। তবু বুড়োর কাছে ফিরে এল সে, কিন্তু কথা না বলে অপেক্ষা করতে লাগল।

বুড়োর চেহারায় ঠিক ভয় নয়, কেমন যেন ইতস্তত ভাব আর সংশয়। আগন্তুকের শীতল দৃষ্টির সামনে অস্বস্তিবোধ করতে লাগল সে। আমতা আমতা করে বলল, 'না, মানে, ফটো দেখেছি কিনা···এদিকে এক লোক এসে কয়েকজনকে দেখিয়ে গেছে! আপনি ঠিক সেই ফটোর লোকটার মত দেখতে, সিনর। মাসুদ রানা···হ্যাঁ, ঠিক তার মত। আপনি সে-ই লোকই নন তো, সিনর?'

চক্কর দিয়ে উঠল রানার মাথা। এখানে, এতদূরেও ওর ফটো পাঠিয়েছে হার্মিস? 'তুমি ভুল করছ, ফ্রেন্ড। আমার নাম রড—পিটার রড।' জ্যাকেট একটু ফাঁক করল ও, বুড়ো যাতে কোল্ট পিস্তলের বাঁটটা দেখতে পায়—ওর বাম বগলের নিচে হোলস্টারে রয়েছে। 'তবু বলি, তোমার সাবধান হওয়া উচিত, ওল্ড-টাইমার। জায়গা বুঝে জোট বাঁধতে হয়, তাই না? তুমিও বিদেশী, আমিও বিদেশী, অন্যান্য মিল থাক বা না থাক, কি বলো?'

'জ্বী, সিনর, ঠিক বলেছেন—আমার বোধহয় ভুলই হয়েছে। সত্যি দুঃখিত।'

'অমন দু'একটা ভুল আমি নিজেও রোজ করছি,' বলে হোটেলে ঢুকে পড়ল রানা। জানতে হবে এদিকে কে কে তার ফটো দেখেছে, তবে এখুনি কৌতূহলী হলে বুড়োর মনে যে-টুকু সংশয় আছে তাও আর থাকবে না, নিশ্চিতভাবে ধরে নেবে সে-ই মাসুদ রানা।

ডিসেম্বরের সামনের একটা ঝুল-বারান্দায় বসে ওদের কথাবার্তা শুনল লোকটা। সবটুকু না হলেও, যতটুকু শুনেছে, তার মত লোকের মাথায় কুবুদ্ধি গজানোর জন্যে তা যথেষ্ট। ঝুল-বারান্দার কিনারায় নয়, রোদ এড়াবার জন্যে দেয়াল ঘেঁষে বসেছে সে। বারান্দা সহ তিন কামরার সুইট, প্রায় সারা বছর রিজার্ভ থাকে তার জন্যে। আগন্তুকের শুধু হাঁটা নয়, হাবভাব আর কথাবার্তাও আকৃষ্ট করেছে তাকে, সব মিলিয়ে যেন ব্যক্তিত্ব আর কর্তৃত্বের উৎকৃষ্ট নমুনা প্রত্যক্ষ করল সে। মালাক্কা ছড়িটা নিয়ে চেয়ার ছাড়ল, সিধে হয়ে মাথায় হ্যাট চাপাল, নিচের লবিতে নামবে। চেহারায় আত্মবিশ্বাস, বড়বড় চোখে ধূর্ত দৃষ্টি, জানে লোক চিনতে তার ভুল হয় না।

ডেস্কের সামনে দাঁড়িয়ে চাবির জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, আয়নায় চোখ পড়তেই দেখতে পেল লোকটাকে। দীর্ঘদেহী, চওড়া নিরেট কাঁধ, শুধু কপালের ওপর ইঞ্চিখানেক সোনালি চুল, ফিতের মত ঘিরে আছে মাথাটাকে, লম্বাটে ভরাট মুখে ভাঙা নাকটা ভারি বেমানান। স্বচ্ছন্দভঙ্গিতে হেঁটে আসছে সে,

মনেই হয় না কোন বোঝা বহন করছে, অথচ ওজন হবে আড়াই কি পৌনে তিন মণ। হাতের ছড়িটা মেঝেতে ঠোকার মধ্যে নৃত্যের একটা ছন্দ আছে, আভিজাত্যের পরিচয়বাহী। মাথা উঁচু করে আসছে সে, গর্বে যেন মাটিতে পা পড়ে না। ডেস্ক ক্লার্ক রানাকে তেমন গ্রাহ্য করেনি, কিন্তু লবিতে লোকটাকে দেখেই সটান দাঁড়িয়ে পড়ল, হাত কচলাচ্ছে।

লম্বা চুরুটটা ঠোঁট থেকে নামিয়ে রানার দিকে পিস্তলের মত তাক করল লোকটা। 'সিনর রড?' সবিনয় ভদ্রতার সাথে, নির্ভুল উচ্চারণে, ইংরেজীতে প্রশ্ন করল সে।

স্থির হয়ে গেল রানা। ওর পাসপোর্টের নাম জানল কিভাবে লোকটা? অস্বীকার করে লাভ নেই। ডেস্ক ক্লার্ক জানে, জানে বাইরে বসা বুড়োটা। 'হ্যাঁ।'

'পরিচয় ঘোষণার সুযোগ দিন আমাকে, প্লীজ, সিনর। ডন হোসে স্যামুয়েল দ্য হোমায়রা।'

দু'জন ওয়েটারকে পিছনে নিয়ে লবিতে ঢুকল হোটেল ম্যানেজার, হোমায়রাকে দেখে তিনজনই তারা কুর্নিশের ভঙ্গিতে মাথা নোয়াল। দয়া করে মুচকি একটু হাসল হোমায়রা, হাত নেড়ে তফাতে থাকার নির্দেশ দিল সে। সন্দেহ নেই, ভাবল রানা, এদিকের চাকাগুলো এই লোকই ঘোরায়।

'আপনার সাথে আমার কিছু কথা ছিল, সিনর,' রানার পা থেকে মাথা পর্যন্ত চোখ বোলাল হোমায়রা, ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে ঠোঁটে। 'কথা দিচ্ছি আপনার কোন ক্ষতি হবে না।'

'ক্ষতি?' ঘাড় ফিরিয়ে লোকটার দিকে সরাসরি তাকাল রানা।

'সম্ভবত আপনার সাথে আপনার কামরায় যেতে পারি আমি, সিনর?' পাল্টা প্রশ্ন করল হোমায়রা, তারপর জবাব দিল, 'লাভ না হওয়ার মানেই ক্ষতি, আমার একটা প্রিয় দর্শন, সিনর। আপনি কাপড় ছাড়বেন, সুটকেস খুলবেন, সেই ফাঁকে আমরা কথা বলব, সিনর?'

'কি কথা? এখানে, এই লবিতে বললেই তো পারেন,' অদূরে সাজানো বেতের চেয়ার আর টেবিলের দিকে ইঙ্গিত করল রানা।

'ওহ্ নো! আমি ডন হোসে স্যামুয়েল দ্য হোমায়রা, সিনর—একজন অভিজাত ভদ্রলোক। প্রকাশ্য জায়গায় আমি তো কারও সাথে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে কথা বলতে পারি না। হয় আপনার কামরায়, নাহয় আমার সুইটে, প্লীজ, সিনর।'

'দুঃখিত,' ডেস্ক ক্লার্কের দিকে ফিরে হাত পাতল রানা। 'আমার সময় হবে না।'

চাবি দেবে কি, ডেস্ক ক্লার্কের চেহারায় অবিশ্বাস ফুটে উঠল, রানার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকল সে। পিছন থেকে কথা বলে উঠল হোটেল ম্যানেজার, ওয়েটার দু'জনকে নিয়ে একটু তফাতে এতক্ষণ মূর্তি হয়ে ছিল সে। 'সিনর, এক্সকিউজ মি, আপনার নিদারুণ ভুল হচ্ছে। উনি ডন হোমায়রা—এই এলাকার গর্ব।'

'নিদারুণ ভুল হচ্ছে?' ডেস্ক ক্লার্কের হাত থেকে চাবিটা ছোঁ দিয়ে নিজেই নিয়ে নিল রানা। 'হলে আর কি করা যাবে, হোক। আমি এই মুহূর্তে নিদারুণ ক্লান্ত, কারও সাথে কথা বলার ইচ্ছে নেই।' সিঁড়ির দিকে এগোল ও, পিঠটা শক্ত হয়ে আছে।

ঠিক তখুনি চিৎকারটা হলো। 'বেজন্মা কুত্তারা! হারামীর বাচ্চারা! ভাগ! গেলি!'

থামল রানা, ঘুরল, হন হন করে এগোল হোটেলের দরজা লক্ষ্য করে। যা ধারণা করেছিল তাই, হোঁৎকা চেহারার তিনজন যুবক, গায়ে শার্ট নেই, সাদা শেভ্রোলে-র ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। আমেরিকান বুড়োটা অস্থিরভাবে ছুটোছুটি করছে শুধু, সাহস করে যুবকদের কাছে ঘেঁষতে পারছে না। অবশ্য রানাকে দোরগোড়ায় দেখে তার সাহস বেড়ে গেল। এক যুবকের পিছনে চলে এল সে, কাঁধ ধরে টান দিল। গাড়ির দরজা খুলে ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে দিয়েছিল যুবক, মাথা বের করে সিধে হলো সে, দুম করে একটা ঘুসি বসিয়ে দিল বুড়োর চোয়ালে। 'মাগো, মেরে ফেল্লো!' বলে আর্তনাদ করে উঠল বুড়ো, চিৎ হয়ে পড়ল রাস্তার ওপর।

ধীরেসুস্থে সিঁড়ি বেয়ে নামল রানা। 'এই যে, শোনো তোমরা!' মৃদু কণ্ঠে ডাকল ও।

স্থির হয়ে গেল ছোকরার দলটা। ধীরে ধীরে ঘুরল তারা, দেখল রানাকে। প্রথমে একজন, তারপর বাকি দু'জন কেঁপে কেঁপে হাসতে শুরু করল।

'জানি তোমরা পালাবে,' বলল রানা, আগের মতই মৃদুকণ্ঠ। 'কিন্তু তার আগে লোকটার কাছে মাফ চেয়ে নাও।' যেন গুরুজন হিসেবে কোমল সুরে উপদেশ দিচ্ছে ও। 'তা না হলে মারব আমি।'

ছোকরার দল হাসতে ভুলে গেল। কাঁদতে ভুলে গেল ব্যথায় কাতর বুড়োটাও। ওদের সবার কাছে আগন্তুকের আচরণ হাস্যকর আর অবাস্তব লাগছে।

মাত্র দুই কি তিন সেকেন্ড, তারপর তিনজন আবার এক সাথে হেসে উঠল ওরা। শান্ত ভাব, নরম সুর দুর্বলের মিনতি বলে ধরে নিয়েছে তারা। একজন তো রানার দিকে খেয়াল রাখারও প্রয়োজন বোধ করল না, আবার জানালা দিয়ে মাথা গলিয়ে দিল গাড়ির ভেতর। বাকি দু'জন এগিয়ে এল। বোকা হাবা অজ্ঞাত পরিচয় কালেভদ্রে কপালে জোটে, হাতের সুখ মেটাবার এই সুযোগ ছাড়া যায় না। হোটেলের দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছেন ডন হোমায়রা, দেখতে পাচ্ছে তারা, ঠোঁটে প্রশ্রয়ের হাসি।

বুড়োর দিকে হাত তুলল রানা, বলল, 'আমার দিকে নয়, ওদিকে যাও—মাফ চাও।'

'তুই মাফ চা,' প্রথম যুবক বলল, সে-ই সামনে। 'প্রথমে দু'পা ধরে, তারপর মাঝখানের ঠ্যাংটা ধরে।' রানার সামনে দাঁড়াল সে, ডান হাতের পেশী ফুলিয়ে দেখাচ্ছে। হঠাৎ তর্জনী দিয়ে রানার তলপেটে খোঁচা মারার ভঙ্গি করল সে, ভেবেছিল আত্মরক্ষার জন্যে আঁতকে উঠে পিছিয়ে যাবে রানা।

কিন্তু তার প্রতিপক্ষ নড়ল না, চেহারাতেও কোন ভাবান্তর ঘটল না। মুহূর্তের জন্যে অপ্রস্তুত বোধ করল যুবক, আর তখুনি তৎপর হলো রানা।

তাকে ঠেলে একপাশে সরিয়ে দিল ও। খুব জোরের সাথে নয়, ভিড় ঠেলে এগোবার ভঙ্গিতে। এগোলও এক পা, হাত লম্বা করে দ্বিতীয় যুবকের চুল ধরল মুঠোর ভেতর, টান দিল হ্যাঁচকা—ঠিক নিজের দিকে নয়, একপাশে। মাথা নিচু করে দ্বিতীয় যুবক তীরবেগে ছুটে এসে গুঁতো দিল প্রথম যুবকের বুকে। দু'জন ভারসাম্য ফিরে পাবার চেষ্টা করছে, এক লাফে ওদের সামনে ফিরে এল রানা। শুরু হলো যন্ত্রণাদায়ক, প্রাণ-সংহারী, নিরেট ঘুসির তুমুল বর্ষণ।

সব কিছু ভুলে গেল ওরা। নিজেকে বাঁচাবার জন্যে মানুষ এতটা ব্যস্ত হয়ে ওঠার ক্ষমতা রাখে, চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না। যুবক দু'জনের শরীরে বিদ্যুৎ খেলে যাচ্ছে, চোখ-কান-নাক সহ মুখটাকে রক্ষার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করছে ওরা, কিন্তু পারছে না। কে মারছে ভুলে গেছে ওরা, কিভাবে বা কোত্থেকে আসছে আঘাতগুলো তা-ও এখন আর কোন গুরুত্ব বহন করে না, শুধু ব্যর্থ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ঠেকাবার। ব্যথায় বিষিয়ে উঠল পেট, কাঁধ থেকে নেমে যাওয়া হাতে কোন সাড় নেই, দু'জনেরই ফুলে উঠে বন্ধ হয়ে গেছে একটা করে চোখ, নাকের ফুটো যেন রক্ত নিষ্কাশনের নর্দমা। দু'একটা মার চিনতে পারল বোধহয়, ঘুসি নয়, ভাঁজ করা কনুই থেকে এল। মাথায় লোহার আঙটা আটকানোর মত একটা অনুভূতি হলো, আগন্তুক এক হাত দিয়ে একজনের চুল ধরে রেখেছে, একই সাথে ভাঁজ করা হাঁটু দেবে গেল পেটের ভেতর।

ফোঁপাতে শুরু করল, কিন্তু বেশিক্ষণ নয়। মাফ চাইবে সে অবকাশও পাচ্ছে না। তৃতীয় যুবক আওয়াজ শুনে মাথা বের করেছে গাড়ির ভেতর থেকে, সিধে হয়েছে। ঠিক সেখানেই দাঁড়িয়ে আছে সে, ভুলে গেছে পালানোর কথা। আগন্তুকের হাত আর পা বিশ্রাম বা বিরতি কাকে বলে জানে না, দৃষ্টি দিয়ে ওগুলোর বিদ্যুৎগতি অনুসরণ করাও সম্ভব নয়। হঠাৎ সংবিৎ ফিরে পেয়ে চম্পট দিল সে।

অবশেষে দয়া হলো রানার। মনে হলো একটু বোধহয় বাড়াবাড়িই করে ফেলেছে। কিন্তু রাগটা তখনও আছে। দু'জনকে ঠেলে বুড়োর দিকে পাঠাল। 'মাফ চাও।'

ফোঁপাতে ফোঁপাতে মাফ চাইল রক্তাক্ত ছোকরা দু'জন। বিদায় হচ্ছে তারা, বুড়ো উঠে দাঁড়াল, ছুটে গেল ওদের দিকে, চিৎকার করছে, 'লাদরন! লাদরন!'

'মানে?' ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞেস করল রানা।

'চোর!'

হেসে ফেলল রানা, আর তখনই প্রথমবারের মত লক্ষ করল দোর-গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ডন হোমায়রা।

'ব্রাভো, সিনর রড,' বলল সে, নিঃশব্দে হাততালি দিল।

কোন মন্তব্য না করে ধাপ ক'টা বেয়ে উঠতে শুরু করল রানা। ভেবেছিল

পথ করে নিতে হবে, কিন্তু না, নিজেই দোরগোড়া থেকে সরে গেল ডন হোমায়রা।

রানার পিছু নিয়ে সিঁড়ির গোড়ায় পৌঁছুল বুড়ো আমেরিকান, হাতে পাঁচ ডলারের নোটটা। 'সিনর, এটা রাখুন, প্লীজ।'

ঘাড় ফিরিয়ে তাকাল রানা।

'জানি ফেরত চাইবেন, মারের যা নমুনা দেখলাম···তার আগেই দিয়ে দিচ্ছি, সিনর,' করুণ মুখে বলল বুড়ো। 'যে দায়িত্ব নিয়েছিলাম সেটা আমি পালন করতে পারিনি।'

'ঠিক যা চেয়েছিলাম তাই করেছ তুমি। চিৎকার।' হাসল রানা। 'গাড়িতে ন্যাকড়া আছে, মুছে পরিষ্কার করে দেবে?'

'অবশ্যই, একশোবার,' এক গাল হেসে গাড়ির দিকে হাঁটা দিল বুড়ো, নোটটা তাড়াহুড়ো করে চালান করে দিল পকেটে।

রানার পিছু পিছু লবিতে ঢুকল ডন হোমায়রা। 'দৃশ্যটা দেখে আমি আপনার ভক্ত হয়ে গেছি, সিনর। আমরা বন্ধু হতে পারি, তাই না? চলুন না, প্লীজ আমার সাথে বসে দু'ঢোক খাবেন?'

'আপনি দেখছি ভারি নাছোড়বান্দা,' দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছ থেকে সুটকেসটা হাতে নিয়ে বলল রানা। কৌতূহল বোধ করছে ও। কি বলতে চায় লোকটা? 'বেশ, চলুন। তবে দু'মিনিটের মধ্যে সারতে হবে আপনাকে। আমার কামরায়।'

'ধন্যবাদ, অসংখ্য ধন্যবাদ,' বলে পথ দেখিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠতে শুরু করল ডন হোমায়রা। 'দু'মিনিটই যথেষ্ট, সিনর।'

কাঠের দোতলা। করিডরের শেষ মাথার দরজাটা খুলে নিজের কামরায় ঢুকল রানা, পিছু পিছু ডন হোমায়রা। কামরাটা তন্দুরের মত গরম, যদিও সিলিঙে একটা ফ্যান ঘুরছে ফুলস্পীডে।

'মেক্সিকোর এদিকটায় ভদ্রলোকেরা খুব কমই আসে, সিনর,' দুটো চেয়ারের একটায় বসল ডন হোমায়রা। 'এয়ারকন্ডিশনিঙের তেমন কদর নেই। তবে আমার স্যুইটে এয়ারকুলার আছে।'

বসল না রানা, একটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে গিয়ে দাঁড়াল। নিচু টেবিল থেকে গ্লাস আর বরফের পাত্রটা নিজের দিকে টেনে নিল ডন হোমায়রা। দুটো গ্লাসে বরফ আর পানি ঢালল সে।

'প্লীজ, সিনর রড!' টেবিলের দিকে চলে আসার ইঙ্গিত করল রানাকে।

'আপনি যদি বসতে চান তো বসুন, মি. হোমায়রা,' বলল রানা। 'আমি শাওয়ারটা সেরে নিই।'

সানন্দে মাথা ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'অপেক্ষা করতে আপত্তি নেই।'

জ্যাকেটটা খুলল রানা, আগ্রহের সাথে হোলস্টার আর পিস্তলটা দেখল ডন হোমায়রা। ভাবল, বোঝা গেল কর্তৃত্বের উৎসটা কি। সবই তার প্ল্যানের অনুকূলে।

নাগালের কাছাকাছি পিস্তলটা রাখল রানা। ডন হোমায়রা লোকটাকে

প্রথম দর্শনেই পছন্দ হয়নি বটে, কিন্তু লোকটা যে ধনী তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর ধনীরা গরীবদের চেয়ে অনেক বেশি ঠাণ্ডা ও বিবেচক হয়, অন্তত নিজের ভাল বোঝার ক্ষেত্রে। হুট করে কিছু একটা করে বসবে, তেমন লোক না হবারই কথা।

বাথরুমে ঢুকে দিগম্বর হলো রানা, শাওয়ারের নিচে দাঁড়াল, দরজাটা বন্ধ করেনি। আয়নার দিকে মুখ করে দাঁড়িয়েছে ও, ডন হোমায়রার মাথা আর গলা দেখতে পাচ্ছে। লোকটা বাথরুমের দিকে তাকিয়ে আছে, টেবিলে রাখা পিস্তলের দিকে নয়। দু'জন যদি একই সময়ে লাফ দেয়, রানাই আগে ওটার নাগাল পাবে।

'আপনাকে একটা পরামর্শ দিই, সিনর,' চেয়ার থেকে বলল ডন হোমায়রা। 'এদিকে যতদিন থাকবেন, পানির বদলে বিয়ার বা হুইস্কি খাবেন। তা না হলে জীবাণু আপনার বারোটা বাজিয়ে দেবে। বোতলের পানি খেতে পারেন, কিন্তু সব সময় পাবেন না।'

শাওয়ার সেরে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এল রানা, একটা তোয়ালে কোমরে, আরেকটা দিয়ে মাথার চুল মুছছে। ডন হোমায়রার দিকে পিছন ফিরে ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর সামনে দাঁড়াল ও। মান্ধাতা আমলের একটা ট্রেন হুইসেলের ভোঁতা আওয়াজ তুলে কাছ থেকে দূরে চলে গেল, পাহাড় থেকে ফিরে আসতে লাগল প্রতিধ্বনিগুলো। স্টেশনের দিকে কালো ধোঁয়া দেখা গেল, অলসভঙ্গিতে আকাশ পাড়ি দিচ্ছে।

পানির গ্লাসটা টেবিলে নামিয়ে রেখে ডন হোমায়রা বলল, 'আপনার জন্যে একটা কাজের প্রস্তাব আছে, সিনর রড।'

'কি ধরনের কাজ?' কৌতুক বোধ করল রানা। লোকটা তাহলে ওর পরিচয় জানে না।

'হারমোজার কাছে আমার পুরানো খনিটা আবার খুলেছি,' বলল ডন হোমায়রা। 'উত্তরের পাহাড়ী শহর হারমোজা, সিয়েরা মাদ্রের নিচে, আমেরিকান সীমান্তের কাছাকাছি। হারমোজা আর আশপাশের এলাকা ভারি দুর্গম। চাষাগুলোকে পশুই বলতে পারেন আপনি, আর খনিতে যারা কাজ করে, ইন্ডিয়ানরা···' বিরক্তিসূচক ভঙ্গিতে কাঁধ ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'পরের মুখে শুনে কাজ কি, নিজের চোখেই তো সব দেখতে পাবেন। আমার আসলে রাশভারি একজন লোক দরকার, সিনর। দেখলেই শ্রদ্ধা জাগে মনে, ভয় লাগে, নত হয়ে আসে মাথা, এমন একজন লোক। কাজ? তেমন কিছুই নয়, শুধু দেখতে হবে শৃঙ্খলা বজায় থাকছে কিনা। কি বলছি বুঝতে পারছেন তো, সিনর?'

অদ্ভুত লোক তো, ভাবল রানা। 'তা এই মুহূর্তে কে আপনার শৃঙ্খলা বজায় রাখছে, মি. হোমায়রা?'

'আহ্, সে-কথা আর বলবেন না! ভাল এক লোক ছিল, সে-ও আমেরিকান, অত্যন্ত শক্তিশালী, অত্যন্ত লম্বা। আমেরিকায় ফেরার কোন ইচ্ছেও তার ছিল না, পুলিসের সাথে ঝামেলা বাধিয়ে পালিয়ে এসেছিল কিনা।

কিন্তু মন্দ ভাগ্য আমার, দুঃখজনক একটা দুর্ঘটনায় তাকে আমি হারালাম। আবার মন্দ ভাগ্যই বা বলি কি ভাবে, তাকে হারিয়েছি ঠিক, কিন্তু আপনাকে তো পেলাম!'

'এককথায়,' বলল রানা, 'আমাকে আপনি পাননি।'

হাসল ডন হোমায়রা। 'আপনার এই জিনিসটা, সিনর, আমার ভাল লাগল—এরইমধ্যে আপনি আমার বাচনভঙ্গি রপ্ত করে নিয়েছেন। দাঁড়ান, এখনও আপনি আমার টার্মস সম্পর্কে শোনেননি। ছ'মাস পাবেন পাঁচ-ছয়ে ত্রিশ হাজার ডলার, নিখাদ সোনায়। বছরের বাকি সময়টা প্রতি মাসে দশ হাজার ডলার, সে-ও ওই নিখাদ সোনায়। কি, লোভনীয় নয়, সিনর?'

কথাগুলো শোনার ধৈর্য হওয়ায় নিজের প্রশংসা করল রানা। খুব আগ্রহের সাথে পাল্টা একটা প্রস্তাব দিল ও, 'মেক্সিকোর এদিকটায় আগে কখনও আমি আসিনি, মি. হোমায়রা। যে ক'টা দিন থাকব আমার একটা চাকরি করবেন, প্লীজ? কাজ? তেমন কিছুই নয়, চারদিকটা একটু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখাবেন আমাকে, ছোটখাট দু'একটা ফাই-ফরমাশ খাটবেন। বেতন?' অমায়িক হাসল রানা। 'আপনি যা চান, যুক্তিসঙ্গত যে-কোন একটা অঙ্ক। কি, লোভনীয় নয়, সিনর?'

ডন হোমায়রার কালো চোখে লালচে আগুন জ্বলে উঠল। এবড়োখেবড়ো কাটা দাগটা, এতক্ষণ লক্ষ করেনি রানা, হঠাৎ যেন ডান চোখের নিচে থেকে চিবুক পর্যন্ত চামড়া ফুঁড়ে জেগে উঠল। বুক পকেট থেকে লম্বা একটা চুরুট বের করল ডন হোমায়রা, ধরাল সেটা। তার হাত কাঁপছে। আবার যখন মুখ তুলে তাকাল সে, সম্পূর্ণ শান্ত দেখাল তাকে। 'আমি জানি, আপনি আমাকে অপমান করতে চাননি, সিনর। আমি আরও বুঝতে পারছি, মেক্সিকোর ধরন-ধারণ, বিশেষ করে মেক্সিকোর এই এলাকার ধরন-ধারণ সম্পর্কে জানা নেই আপনার।' আলতোভাবে চুরুটে টান দিল সে, যেন আদর করে সস্নেহে চুমো খাচ্ছে। 'যদি কিছু চাই, সিনর রড, সাধারণত সেটা পাই আমি। আমাদের এখানে একটা প্রবচন চালু রয়েছে—অতীত পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যে অবশ্যই তৈরি থাকতে হবে তোমাকে। বেশ, আপনার বেতন আমি দ্বিগুণ করে দিলাম। তাহলে সে-কথাই রইল, কেমন? আমার সাথে হারমোজায় যাচ্ছেন আপনি। এটাই আমার ফাইনাল অফার।'

'থ্যাঙ্কস, বাট, নো থ্যাঙ্কস,' নরম সুরে বলল রানা। 'আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন আমি বলেছিলাম দু'মিনিটের বেশি সময় দিতে পারব না।'

ছড়ি হাতে চেয়ার ছাড়ল ডন হোমায়রা। 'এটাই কি আপনার শেষ কথা, সিনর?'

'হ্যাঁ, প্রথম কথাও তাই ছিল।' মৃদু হাসল রানা। 'দুঃখিত, কেউই আমরা পরস্পরের চাকরি করতে পারলাম না।'

দরজা পর্যন্ত হেঁটে গেল ডন হোমায়রা। 'দুঃখিত আমিও, সিনর রড, দুঃখিত আমিও।'

করিডর পেরিয়ে এসে পিছনের দরজাটা বন্ধ করে দিল ডন হোমায়রা,

চওড়া কাঠের সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল লবিতে, সেখান থেকে বেরিয়ে গেল হোটেলের বাইরে, গভীর চিন্তায় মাথাটা ঝুঁকে আছে সামনের দিকে। দেখল বেঞ্চে বসে আগন্তুকের সাদা গাড়িটা পাহারা দিচ্ছে বুড়ো আমেরিকান, হাতে মদের একটা ছোট বোতল। তার মানে পাঁচ ডলার থেকে এরইমধ্যে কিছু খরচ করে ফেলেছে।

'ওহে, ট্যালবট, যদি ভেবে থাকো তোমাকে আমি চিনতে পারিনি তাহলে ভুল করবে। তোমার বোধহয় দুঃসময় যাচ্ছে, তাই না?'

চেহারায় তিক্ততা নিয়ে মুখ তুলল বুড়ো ট্যালবট। 'তাতে আপনার কি?'

'দেখো বন্ধু, বেয়াড়াকে শিক্ষা দেয়া, অশিষ্টকে ভদ্রতা শেখানোই আমার কাজ।' হাসছে ডন হোমায়রা। 'তবে কি জানো, অতীতের কথা আমি মনে রাখতে চাই না। যা হবার হয়েছে, ইচ্ছে করলে আবার তুমি খনিতে কাজ করার জন্যে আমার সাথে হারমোজায় যেতে পারো।'

'ওটাকে কাজ বলে না, মি. হোমায়রা। বলে ক্রীতদাসত্ব।'

কাঁধ ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'উপকার করতে চাইলাম, এখন তোমার ইচ্ছে। ভাল কথা, সিনর রড লোকটা আসলে কে বলো তো?'

'রড?' ভাবশূন্য দৃষ্টিতে তাকাল ট্যালবট। 'আমি কোন রডকে চিনি না।'

'খানিক আগে যার সাথে কথা বলছিলে তুমি। গাড়িটার মালিক। কে ও? ওর খেলাটা কি?'

'আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তর দিতে বাধ্য নই।'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে রাস্তা পেরোল ডন হোমায়রা, পার্কের কিনারায় একটা বেঞ্চে দু'জন লোককে বসে থাকতে দেখে সেদিকেই এগোল সে। লোক দু'জন একটা বোতল থেকে পালা করে মদ খাচ্ছে, দু'জনের হাতেই সস্তা সিগারেট। একজন বিশালদেহী ইন্ডিয়ান, কদাকার চেহারা, জ্যাকেট ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে থলথলে চর্বি। দ্বিতীয় লোকটা ছোটখাট মেক্সিকান, চেহারায় ক্লান্তির স্থায়ী ছাপ, বাদামী রঙের গ্যাবার্ডিন স্যুট পরে আছে, সারা মুখে বসন্তের দাগ। কে আসছে চিনতে পেরে ছেড়ে দেয়া স্প্রিঙের মত লাফ দিয়ে দাঁড়াল সে, মদের বোতল আর সিগারেট লুকিয়ে ফেলল পিছনে, স্যুটের আস্তিন দিয়ে মুখ মুছল দ্রুত। 'ডন হোমায়রা!'

'আহ্, আমার প্রিয় বন্ধু, সার্জেন্ট মানটু!' তার সামনে দাঁড়িয়ে কাঁধের ওপর দিয়ে পিছন দিকে, বুড়ো ট্যালবটের দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ভাবছি আমার একটা উপকার করার সুযোগ তুমি নেবে কিনা।'

সাগ্রহে মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট মানটু। 'শুধু বলে দিন কি করতে হবে, সিনর। বলেন তো নিজের গলায় ছুরি চালিয়ে দিতে পারি।'

মানটুর পিঠ চাপড়ে দিল ডন হোমায়রা। 'আমি জানতাম! আমি জানতাম!'

বিশ মিনিট পর, মাথায় তিন বালতি পানি ঢালা শেষ হতে, জ্ঞান ফিরে পেতে শুরু করল ট্যালবট। মুখের একটা দিক, চোখ থেকে চোয়াল পর্যন্ত ব্যথা

করছে। থানার একটা সেলে, মেঝেতে পড়ে রয়েছে সে। সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে প্রকাণ্ডদেহী ইন্ডিয়ান লোকটা। ট্যালবটের মনে পড়ল, সার্জেন্ট মানটু কথা দিয়েছিল তার গায়ে সে হাত তুলবে না। কারণ, কাউকে মারতে গেলে হাত নয়, পা চলে তার।

দ্বিতীয়বার চোখ মেলে সার্জেন্ট মানটুকে সেলের একপাশে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখল। হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে গেল তার। 'কেন, আমাকে সেলে আনা হয়েছে কেন?' ব্যথায় ফুঁপিয়ে উঠল বুড়ো। 'আমার অপরাধ কি?'

'অপরাধ, তুমি একটা বোকা,' সহাস্যে বলল সার্জেন্ট মানটু।

'আমি একজন আমেরিকান। আমাকে সেলে আটকে রাখার কোন অধিকার নেই আপনার।'

'আমাদের চাল-চলন যদি তোমার এতই অপছন্দ, আমেরিকায় চলে যাচ্ছ না কেন? তুমি বললে সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছে দিতে পারি, তুলে দিতে পারি মার্কিন পুলিসের হাতে।'

চুপ করে থাকল ট্যালবট। শুধু মুখ নয়, শরীরের একটা পাশও ব্যথা করছে তার।

'তুমি এখানে, তার কারণ ওখানে ফিরে গেলে পনেরো বছর জেল খাটতে হবে, তাই না?' খ্যাক খ্যাক করে হাসল সার্জেন্ট মানটু।

ট্যালবটের দিকে সামান্য এগিয়ে এল বিশালদেহী ইন্ডিয়ান, পা দিয়ে নাগাল পাবার জন্যে।

'একটা ব্যাপারে সত্যি আমি দুঃখিত,' গোঁফে তা দিয়ে বলল সার্জেন্ট মানটু। 'আমি তোমার গায়ে হাত তুলিনি, কারণ আমার হাত নয়, পা চলে। দুঃখের বিষয় হলো, আমার ইন্ডিয়ান সহকারীরও ওই একই অভ্যেস। শুধু লাথি মারতে জানে।'

গড়িয়ে ইন্ডিয়ান লোকটার কাছ থেকে সরে গেল ট্যালবট, ফলে সার্জেন্টের কাছাকাছি চলে এল সে।

তার দিকে ঝুঁকে ফিসফিস করে মানটু বলল, 'আমি চাই এবার তুমি চালাক হবে। বুদ্ধিমান হওয়া তোমার জন্যে লাভজনক, বুঝতে পারছ না?'

'আমাকে যেতে দিন, প্লীজ! আমি তো কারও সাতে-পাঁচে থাকি না, সার্জেন্ট।'

'সেটাই তোমার অপরাধ। এই এলাকায় থাকতে হলে সাতে-পাঁচে জড়াবে না, তা কি হয়! এবার বলো···তুমি জানো কি জানতে চাই আমি।'

মাথা নাড়ল বুড়ো। 'ওই ভদ্রলোক সম্পর্কে আমি কিছু জানি না।'

'জানো না, নাকি জানলেও বলবে না?' জিজ্ঞেস করল সার্জেন্ট মানটু।

চুপ করে থাকল ট্যালবট। আড়ষ্টভঙ্গিতে মাথা নাড়ল শুধু।

কিছু বুঝতে না দিয়ে ঝেড়ে একটা লাথি মারল মানটু, ছিটকে ইন্ডিয়ানের পায়ের কাছে গিয়ে পড়ল ট্যালবট। ইন্ডিয়ানের লাথি খেয়ে আবার সে ফিরে এল সার্জেন্টের কাছে। একটা করে লাথি খায় বুড়ো, ফোঁস করে সব বাতাস বেরিয়ে যায় ফুসফুস থেকে। গলা থেকে আওয়াজ বেরোয় না, শুধু গোঙায়।

'আহ্, করো কি তোমরা!' দরজা খুলে সেলে ঢুকল ডন হোমায়রা। 'এভাবে কেউ কাউকে মারে? ও আমার পুরানো লোক, খনিতে এক সময় কাজ করত—সরো, দেখি আমি ওর কোন উপকারে আসি কিনা। ট্যালবট, মাই ফ্রেন্ড?'

বুড়োর শরীর মোচড় খাচ্ছে, জবাব দেয়ার শক্তি নেই তার।

'লোকটা যদি মারা যায়,' সার্জেন্ট মানটুকে চোখ রাঙাল ডন হোমায়রা, 'আগামী উৎসবে তোমার কপালে নতুন কাপড় নেই।'

একগাল হাসল মানটু। 'আপনি বললে এখুনি ওকে আমি বাঁচিয়ে তুলতে পারি, সিনর।' ট্যালবটের দিকে ঝুঁকে পড়ল সে। 'ওহে, শুনতে পাচ্ছ? এখনও কি তুমি বোকা থাকতে চাও?'

অসহায় বুড়ো মাথা নাড়ল।

'ধরে নিতে পারি, তোমার সুমতি হয়েছে?'

মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে রক্তাক্ত মুখটা মুছল সে।

'শোনো তাহলে। সিনর হোমায়রা তোমাকে কয়েকটা প্রশ্ন করবেন। উনি তোমার উপকার করতে এসেছেন, বুঝলে। এ এক ধরনের বিনিময় ব্যবসা। তুমি ঠিক ঠিক জবাব দেবে, আমরা তোমাকে রেহাই দেব। ঠিক আছে তো?'

আবার মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। সহ্যের শেষ সীমায় অনেক আগেই পৌঁছে গেছে সে।

'চমৎকার,' বলে সেলের একমাত্র চেয়ারে ধীরে ধীরে বসল ডন হোমায়রা। 'তাহলে শুরু করা যাক আবার। এই লোকটা, যার নাম পিটার রড। কে সে?'

জানালার পর্দা উড়ছে, গরম বাতাসের সাথে ভেতরে ঢুকছে মিহি ধুলো। ঘরের ভেতর গুমোট একটা ভাব, দুনিয়া জুড়ে সস্তা হোটেল কামরায় যেমন থাকে, যেন কেউ কোন কালে এখানে বাস করেনি। মাথার পিছনে হাত দিয়ে বিছানায় শুয়ে রয়েছে রানা, ঢং ঢং করে বাজছে গির্জার ঘণ্টা। চোখ বুজল রানা, মনে মনে জিজ্ঞেস করল, এখানে কি করছি আমি?

সও মং বান্না বেলাডোনা, মলিয়ের ঝান, পিয়েরে ল্যাচাসি, রিটা হ্যামিলটন এবং রাহাত খান, এক এক করে সবার কথা মনে পড়ে গেল ওর। উ সেনের মেয়ে বান্না সও মং মারা যাবার পর স্বভাবতই ও ধরে নিয়েছিল হার্মিস ধ্বংস হয়ে গেছে। তাই অ্যাডমিরাল জর্জ হ্যামিলটন সাবধান করে দিলেও তেমন গায়ে মাখেনি। তারপর ঢাকা থেকে টেলিফোন করলেন মেজর জেনারেল (অবসরপ্রাপ্ত) রাহাত খান। কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পরামর্শ দিলেন তিনি। রানার প্ল্যান ছিল রিটা হ্যামিলটনকে নিয়ে কোথাও ছুটি কাটাতে যাবে, গা ঢাকা দেয়ার পরামর্শ ভাল লাগেনি ওর। কিন্তু অফিশিয়াল নির্দেশ, অমান্যও করতে পারেনি। চেহারা যতটা সম্ভব বদলে আমেরিকাতেই থেকে যায় ও। কিন্তু সাতদিনের মধ্যে টের পেয়ে যায়, বান্না সও মং সহ নেতৃস্থানীয় কয়েকজন মারা গেলেও, আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যে ছড়িয়ে থাকা হার্মিসের

শাখাগুলো ওর খোঁজে হন্যে হয়ে উঠেছে। সি.আই.এ.-র কথা জানা না গেলেও, প্রমাণ পাওয়া গেল এফ.বি.আই. আর ফেডারেল পুলিস বাহিনীতে হার্মিসের নিজস্ব লোক আছে। একটু দেরিতে হলেও, রানা উপলব্ধি করল কেন তাকে গা ঢাকা দিতে বলেছেন বস্।

পালানো ছাড়া পথ দেখল না রানা। নিউ অর্লিয়ান্সে একটুর জন্যে, বলতে গেলে ভাগ্যের জোরে, ধরা পড়েনি ও। প্ল্যান করার সময় পায়নি, টেক্সাস হয়ে সীমান্ত পেরিয়ে চলে এসেছে মেক্সিকোয়। এখানে পৌঁছুনোর পর দেখা যাচ্ছে এদিকেও ওর খোঁজ করেছে হার্মিস।

পালিয়ে বেড়ানো স্বভাব নয় রানার। বসের কথায় গা ঢাকা দিতে রাজি হয়েছিল, ব্যাপারটাকে সাময়িক ও রণকৌশল হিসেবে ধরে নিয়ে। কিন্তু এখন দেখছে, পালানো কোন সমাধান নয়। বিপদের স্বভাব পিছু ধাওয়া করা, বাঁচার একমাত্র উপায় রুখে দাঁড়ানো।

কাজেই আর কোথাও যাচ্ছে না রানা। নিজের পরিচয় ফাঁস হয়ে যাবে, সে ভয়ে অস্থির হতেও রাজি নয় সে এখন। যা থাকে কপালে, মেক্সিকোর এই অনুন্নত এলাকাতেই হার্মিসের জন্যে অপেক্ষা করবে। আসে যদি তো আসুক ওরা, সে-ও তৈরি। আর যদি না আসে, সময় কাটানো কোন সমস্যা হবে বলে মনে হয় না। এরই মধ্যে রোমাঞ্চ আর উত্তেজনা, গোলযোগ আর অন্যায়-অত্যাচার ওর চোখের কোণে ধরা পড়েছে। চিকিৎসার প্রয়োজন এমন কিছু রোগ সব সমাজেই থাকে, ডন হোমায়রা সম্ভবত সে-ধরনেরই একটা দুষ্ট ক্ষত। দেখা যাক। ওর ধারণা যদি সত্যি হয়, দাওয়াই দেয়ার একটা সুযোগ পাওয়া যাবে।

দরজায় নক হলো। ঘণ্টাখানেক হলো বোতলের পানি চেয়েছিল রানা। সম্ভবত বেলবয় এসেছে। সার্ভিস বটে! 'ঢুকে পড়ো,' বলল ও। 'দরজা খোলাই।'

বেলবয় নয়, মুখে বসন্তের দাগ নিয়ে ক্লান্ত চেহারার এক ছোটখাট লোক ঢুকল ভেতরে। 'পুলিস, সিনর,' বলল সে। 'আমি সার্জেন্ট মানটু। আপনার পাসপোর্টটা দেখতে পারি, প্লীজ?'

টেবিলের ওপর রাখা কোল্ট অটোমেটিকটার দিকে চট্ করে একবার তাকাল রানা, নাগালের বাইরে। ওর দৃষ্টি অনুসরণ করে সার্জেন্টও তাকাল সেদিকে।

বিছানা থেকে স্যাঁৎ করে পা নামাল রানা, সিধে হয়ে দাঁড়াল মেঝেতে। সরে টেবিল আর ওর মাঝখানে চলে এল সার্জেন্ট। খোলা দরজা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা, খাকি ইউনিফর্ম দেখা গেল আরও কয়েকটা। হ্যাঙ্গারে টাঙানো জ্যাকেটের সামনে এসে দাঁড়াল ও, পকেট থেকে বের করল পাসপোর্টটা।

রানার হাত থেকে সেটা নিয়ে পাতা ওল্টাল সার্জেন্ট মানটু। নির্লিপ্ত চেহারা। মুখ তোলার পর দেখা গেল তার চোখে কঠোর দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করল, 'কাকে দিয়ে করিয়েছেন, সিনর? পুরো টাকাটাই জলে গেছে। যাকে দিয়েই করিয়ে থাকুন, পাসপোর্ট জাল করা তার নতুন পেশা।'

'বাজে কথা বলবেন না···,' শুরু করল রানা।

বাধা দিল সার্জেন্ট. 'প্লীজ, সিনর। এখানে কোন কথা নয়। আমাদের সাথে আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে।'

'ব্যাপারটা কি নিয়ে ব্যাখ্যা করবেন কি?' শান্ত সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

বুক টান টান করল মান্টু, ফলে ফাঁক হয়ে গেল জ্যাকেট, হোলস্টার থেকে রিভলভারটা বের করে হাতে নিল সে। 'কোন রকম চালাকি নয়, কেমন, সিনর? হোটেলটার সুখ্যাতির কথা ভাবতে হবে, তাই না?' টেবিলের দিকে পিছিয়ে গেল সে, হোলস্টার থেকে বের করে রানার কোল্টটা নিজের পকেটে ভরল। 'আমি গাড়ি নিয়ে এসেছি। ইচ্ছে করলে আপনারটায় চড়েও থানায় যেতে পারেন আপনি, আপনাকে অনুসরণ করবে আমার ড্রাইভার। কথাটা বলছি, কারণ, আপনার গাড়িটা হোটেলের সামনে অযত্নে পড়ে আছে। বুড়ো ট্যালবট ওটার ওপর নজর রাখছিল, তাই না? সে এখন জেলে, সিনর। আপনার মত সে-ও, সিনর, সীমান্ত পেরিয়ে আমেরিকায় যেতে চায় না।'

দুই

থানার সামনে খোলা উঠান, একদল অশ্বারোহী পুলিস ব্যায়ামে ব্যস্ত। সাদা শেভ্রোলে নিয়ে ভেতরে ঢুকল রানা, পাশে সার্জেন্ট মান্টু। কোন প্রশ্ন করা হয়নি, সম্ভবত রানার চোখে বিস্ময় লক্ষ করে কথাটা বলল সার্জেন্ট, 'দুর্গম এলাকা, সিনর। অনেক দেন-দরবার করে অশ্বারোহী পুলিস আনানো হয়েছে। রেললাইনের পাশে রাস্তা আর কতটুকু, ট্রেন-ডাকাতদের পিছু নেয়ার জন্যে গাড়ি তেমন কোন কাজে আসে না।'

উঠানের একধারে গাড়ি থামাল রানা, ওর সামনে একটা হাত পাতল সার্জেন্ট। ট্রাঙ্কের চাবি বাদ দিয়ে রিঙ থেকে শুধু ইগনিশন কী-টা বের করছে রানা, বাধা দিল সে। 'দুটোই নেব আমি, সিনর, ইফ ইউ প্লীজ।'

বাড়াবাড়ি না করাই ভাল, ভাবল রানা। ট্রাঙ্কের ভেতর এমন কিছু আছে, ওদিকে ওদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা উচিত হবে না।

সাদা চুনকাম করা করিডরে কাঠের লম্বা একটা বেঞ্চ, বসতে বলা হলো রানাকে। পাহারায় থাকল বিশালদেহী এক ইন্ডিয়ান। খোলা জানালা দিয়ে অশ্বারোহীদের দেখতে পেল রানা, কমান্ডারের হেঁড়ে গলার হাঁক-ডাক ভেসে আসছে। ঢেঁকি স্বর্গে গিয়েও ধান ভানে, বসে থাকতে থাকতে রানাও পালানোর কৌশল নিয়ে ভাবছে। এখনও বোঝা যাচ্ছে না পুলিস কতটুকু ঝামেলা বাধাবে, তবে যদি শেষ পর্যন্ত পালাতেই হয় ওকে, গাড়িটা ফেলে যাবে না। প্রথমে দরকার হবে চাবি, সেটা ফেরত না পেলে তার জোড়া দিয়ে এঞ্জিন চালু করবে। পরবর্তী সমস্যা, উঠান থেকে গাড়িটাকে বের করা। এক এক করে বোকামিগুলো ধরা পড়ল। উঠানে না এনে, গাড়িটাকে রাস্তায় রেখে

আসা উচিত ছিল। উচিত ছিল দ্বিতীয় এক সেট চাবি থাকা বাম্পারের নিচে।

গাড়িটায় কেউ হাত দিচ্ছে কিনা দেখা দরকার. উঠে দাঁড়াল রানা। কাঁধে আধ মণ ওজনের চাপ পড়ল, ভারী হাতের ঠেলায় আবার ওকে বসিয়ে দিল ইন্ডিয়ান লোকটা।

'কোন্ সাহসে তুমি আমার গায়ে হাত দিলে?' বৃথাই বলল রানা, লোকটা ওর কথা বুঝল না। 'জানো, ইচ্ছে করলে তোমার মত দু'চারটেকে পিটিয়ে তক্তা বানিয়ে দিতে পারি?' প্রতিপক্ষের গম্ভীর চেহারায় কোন ভাবান্তর ঘটল না।

করিডরের শেষ মাথা থেকে গলার আওয়াজ ভেসে এল। কোণ থেকে উঁকি দিল সার্জেন্ট মানটু, হাতছানি দিয়ে ডাকল রানাকে। তার পিছু পিছু অনেকগুলো দরজা পেরোল ও, পিছনে থপ্ থপ্ আওয়াজ তুলে ইন্ডিয়ানটা আসছে। অবশেষে একটা দরজার ভেতর ঢুকে থামল ওরা। একপাশে সরে দাঁড়াল সার্জেন্ট মানটু।

অফিসটায় দুটো চেয়ার আর একটা টেবিল, মেঝেতে বেতের তৈরি মাদুর। বিলাস উপকরণ বলতে মান্ধাতা আমলের একটা সিলিং ফ্যান ঘুরছে মাথার ওপর।

টেবিলের পিছনে বসা লোকটা তরমুজ খাচ্ছিল, তার ঘন কালো চওড়া গোঁফে এখনও তরমুজের লাল বিচি আটকে রয়েছে। টেবিলের ওপর আধ খাওয়া ফলটায় ভন্ ভন করছে মাছি। লোকটার পরনে খাকি ইউনিফর্ম, বয়স পঁয়তাল্লিশের বেশি হবে না, মাথাভর্তি টাক। রানাকে দেখে হাসল লোকটা, সবগুলো দাঁত সোনা দিয়ে বাঁধানো।

'আমি দুবালিয়র পেরন, চীফ অভ পুলিস,' ইংরেজীতে বলল সে। 'প্লীজ সীট ডাউন, সিনর রড।' তার সামনে টেবিলের ওপর রানার মানিব্যাগ আর পাসপোর্ট রয়েছে।

'জানতে পারি আসলে কি ঘটছে?' জিজ্ঞেস করল রানা। ধীরে ধীরে খালি চেয়ারটায় বসল, শিরদাঁড়া খাড়া।

মার্জিত ভঙ্গিতে মৃদু মাথা ঝাঁকাল চীফ অভ পুলিস দুবালিয়র পেরন। 'আমাদের বেশিরভাগ সমস্যাই টাকা নিয়ে,' বলল সে। 'এখানেও তাই দেখতে পাচ্ছি।' আবার মাথা ঝাঁকাল সে, এবার সার্জেন্ট মানটুর উদ্দেশে।

সার্জেন্ট মানটু কালো একটা সুটকেস রাখল টেবিলের ওপর, তারপর ঢাকনি খুলল। ভেতরে ডলারের অনেকগুলো বান্ডিল সাজানো রয়েছে।

'বত্রিশ হাজার ডলার, সিনর রড। বলাই বাহুল্য, আমেরিকান ডলার। আপনার গাড়ির ট্রাঙ্কে পাওয়া গেছে।'

'শালা!' বেআইনী কাজ, কাজেই বিড়বিড় করে গালটা নিজেকেই দিল রানা। হোগার্থ প্রিন্ট বিক্রি করে মলিয়ের ঝানের কাছ থেকে মোটা টাকা পেয়েছিল, সবই রিটা হ্যামিলটনের মাধ্যমে সি.আই.এ.-কে ফেরত দিয়েছিল ও। কিন্তু রিটা সি.আই.এ. হেডকোয়ার্টারের সাথে টেলিফোনে কথা বলার পর টাকাগুলো ফিরিয়ে দিয়ে যায় রানাকে, সি.আই.এ. চীফ কলিন ফর্বস নাকি

পুরো দশ লক্ষ ডলারই ওর ফী হিসেবে রাখতে বলেছেন। বসের অনুমতি নিয়ে এক লক্ষ ডলার নিজের খরচের জন্যে রাখে রানা, বাকি টাকা ঢাকায় পাঠিয়ে দেয়। গাড়ি, পাসপোর্ট, ইত্যাদি খাতে খরচ হবার পর ওই বত্রিশ হাজার ছিল, এখন তাও গেল। শুধু গেলে কথা ছিল না, জটিল এই ঝামেলা থেকে উদ্ধারের পথ কি?

'বলবেন কি, সিনর রড, এই টাকা আপনি কিভাবে আয় করলেন?'

'আমার এক কাকা তিনমাস হলো মারা গেছেন, আমার জন্যে ক্যানসাসে ছোট্ট একটা ফার্ম রেখে গেছেন তিনি। আমি সেটা বিক্রি করে দিয়েছি।' অবলীলায় মিথ্যে বলে গেল রানা।

জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছোট্ট একটা ছুরি দিয়ে নখের ময়লা বের করছে সার্জেন্ট মানটু। স্থির হয়ে গেল সে, মুখ তুলে তাকাল। চেয়ারের পিছনে ইন্ডিয়ান লোকটার উপস্থিতি সম্পর্কেও রানা সচেতন। মাথার ওপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ করছে ফ্যানটা।

দুবালিয়র পেরন বলল, 'এ-দেশে ফরেন কারেন্সি আনতে হলে সরকারকে ট্যাক্স দিতে হয়, জানেন তো, সিনর রড?'

'তাই নাকি!'

'আশ্চর্য! আপনার পাসপোর্ট বলছে, আপনি সোলেরনা সীমান্ত দিয়ে মেক্সিকোয় ঢুকেছেন। যদি ঘোষণা করতেন সাথে টাকা আছে তাহলে ওখানকার কাস্টমস্ অফিসাররা আইনটা জানিয়ে দিত আপনাকে।'

রানা নিরুত্তর। নিস্তব্ধতা নেমে এল কামরার ভেতর। নখ পরিষ্কারের কাজ শেষ করল সার্জেন্ট, ছুরিটা বন্ধ করে পকেটে ভরল। একটা বিউগল বেজে উঠল বাইরে। কাঁকর ছড়ানো উঠান থেকে প্লাজায় বেরিয়ে যাচ্ছে অশ্বারোহীরা।

রানা কিছু বলবে তার অপেক্ষায় রয়েছে পুলিস চীফ। 'ছোট্ট একটা ভুল বোঝাবুঝির ব্যাপার,' বলল ও। 'সত্যি আমি দুঃখিত। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রাপ্য ট্যাক্স দিতে আমার কোন আপত্তি নেই।'

'কিন্তু জরিমানার একটা ব্যাপার আছে,' দুবালিয়র পেরন বলল।

'বেশ তো, অভিজ্ঞতার বিনিময়ে নাহয় কিছু জরিমানাও দিলাম।'

'সত্যি আমি দুঃখিত, সিনর, এখন আর তা সম্ভব নয়,' শান্তভাবে বলল পেরন। 'এ-ধরনের কেসে সাধারণত পুরো টাকাটাই বাজেয়াপ্ত করা হয়, এবং তারপরেও জরিমানার প্রশ্নটা থাকে।'

টাকাটা যদি সরকার বাজেয়াপ্ত করে, বলার কিছু থাকে না রানার। কিন্তু মেক্সিকোর পুলিস অফিসাররা কি পরিমাণ দুর্নীতিপরায়ণ জানা আছে ওর, বিশেষ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে। চীফ অভ পুলিস পেরন হয়তো পুরো টাকাটাই নিজে মেরে দেয়ার পাঁয়তারা কষছে। সেক্ষেত্রেও ওর তেমন কিছু করার আছে বলেও মনে হয় না। যাই ঘটুক না কেন, শান্ত থাকতে হবে ওকে। 'জরিমানা কত হতে পারে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'আপনার বেলায় প্রশ্নটা জটিল, সিনর। কারণ, বুঝতেই পারছেন, শুধু

আছে বদ্ধ বাতাসের গুমোট ভাব আর ঘামের দুর্গন্ধ। পিঠে ধাক্কা দিয়ে কামরার ভেতর রানাকে ঢুকিয়ে দিল ইন্ডিয়ান লোকটা ঘটাং শব্দে বন্ধ হয়ে গেল লোহার দরজা।

বেশিরভাগ কয়েদী মেক্সিকান। রুক্ষ চেহারা, লাল চোখে আহত পশুর দৃষ্টি। পরনে ছেঁড়া-ফাটা ট্রাউজার, কারও জ্যাকেটে বোতাম নেই, অনেকেই খালি গায়ে। এক কোণে দাঁড়িয়ে ট্রাউজারের বোতাম খুলে পেচ্ছাব করছে একজন, ঘাড় ফিরিয়ে তাকিয়ে আছে নতুন আগন্তুকের দিকে, লজ্জা-শরমের বালাই নেই। হুড়মুড় করে ছুটে এল কয়েকজন রানাকে কাছ থেকে দেখার জন্যে। একজন ওর জ্যাকেট ধরে টান দিল। আরেকজনের একটা হাত ঢুকে গেল ওর পকেটে। ফজিটা ধরে অনায়াস ভঙ্গিতে মোচড় দিল রানা, ঘন ঘন হোঁচট খেয়ে কামরার আরেকদিকে ছিটকে পড়ল লোকটা। বাকি সবাই ভদ্রস্থ দূরত্বে সরে গেল। বেঞ্চের ওপর টিনের একটা গামলা, পা দিয়ে সেটা ফেলে দিয়ে সেখানটায় বসল রানা, ধীরেসুস্থে সিগারেট ধরাল, আশা, ধোঁয়ায় দুর্গন্ধ খানিকটা কমবে।

খালি চোখে ধরা না পড়লেও পুলিস চীফের আচরণে গভীর একটা তাৎপর্য আছে। টাকাগুলো মেরে দেয়াই তার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। তা যদি হত, ওকে আটকে না রেখে ছেড়ে দিত সে।

প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেয়ার জন্যে সদ্য খালি কোণটায় আরেক লোক হাজির হলো। ট্রাউজার খুলে ওদের দিকে পিছন ফিরল সে, বসে পড়ল টিনের একটা গামলার ওপর। উৎকট দুর্গন্ধ বিদ্যুদ্বেগে ছড়িয়ে পড়ল কামরার চারদিকে। দু'হাঁটুর মাঝখানে মুখ গুঁজল রানা।

'সিগারেটের শেষ টানটা পাব, সিনর রানা?'

মুখ তুলে রানা দেখল হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে আসছে বুড়ো আমেরিকান লোকটা। তার সারা মুখে অনেক কাটাকুটির দাগ, সবই তাজা ক্ষত। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে অনেক কষ্টে বেঞ্চের ওপর নিজেকে তুলল সে। প্যাকেট থেকে বের করে তাকে একটা সিগারেট দিল রানা। 'কি ব্যবহার করেছে ওরা, হাতুড়ি?'

'এই এলাকার অত্যাচারীদের সম্পর্কে আপনার কোন ধারণা নেই, সিনর রানা,' ব্যথা সহ্য করার জন্যে মুখে একটা হাত চাপা দিয়ে কথা বলছে বুড়ো। 'সার্জেন্ট মানটু আর তার এক ইন্ডিয়ান সহকারী কাস্ত্রো, ওরা হাত দিয়ে মারতে জানে না। শুধু পা চালাতে পারে।' রানার বাড়ানো লাইটার থেকে সিগারেট ধরাল সে।

'তুমি ওদেরকে বলেছ আমি মাসুদ রানা।' অভিযোগ বা প্রশ্ন নয়, মন্তব্যের সুরে বলল রানা। বুড়োর দিকে শান্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ও।

'ওরা আমাকে বাধ্য করেছে, সিনর। চেহারা দেখে বুঝতে পারছেন না, একেবারে শেষ মুহূর্তে বলেছি?'

দূর থেকে কয়েদীরা তাকিয়ে আছে রানার দিকে, ফিসফাস করছে নিজেদের মধ্যে।

খুক্ করে কাশল বুড়ো। 'আমার নাম ট্যালবট, সিনর। আপনাকে আমি হোমায়রার সাথে কথা বলতে দেখেছি। আপনি জানেন লোকটা কে?'

হঠাৎ কামরার আরেক প্রান্তে দুই কয়েদীর মধ্যে মারামারি বেধে গেল। বক্সিং, কুস্তি, কারাতে, সব একসাথে চালাচ্ছে ওরা। বিশ-বাইশজন লোক সবাই চিৎকার জুড়ে দিল, হুটোহুটি করে কয়েক দলে ভাগ হয়ে যাচ্ছে তারা। সটান দাঁড়াল রানা, মহা শোরগোলের মধ্যে চাবুকের মত সপাং আওয়াজ বেরিয়ে এল কণ্ঠ ফুঁড়ে। 'শাট আপ!'

কেউ বুঝল না কি মানে, কিন্তু কি চাওয়া হচ্ছে বুঝতে অসুবিধেও হলো না, মুহূর্তেই স্তব্ধ হয়ে গেল কামরা। যে যার জায়গায় ফিরে এসে বসল সবাই, সবার আগে যারা লড়াই করছিল। রানার দিকে তাকিয়ে আছে কয়েদীরা। অবাক কাণ্ড, পুলিস চীফও তো এমন কর্তৃত্বের সাথে কথা বলে না!

নড়েচড়ে বসল কয়েদীরা, তবে সাবধানে। কথাও বলল, একদম নিচু স্বরে।

'হ্যাঁ, কোন গোলমাল নয়,' বলে বেঞ্চের ওপর আবার বসল রানা।

'সিনর!'

'হ্যাঁ,' বুড়ো ট্যালবটের দিকে তাকিয়ে বলল রানা। 'ডন হোমায়রার সাথে আমার কথা হয়েছে। তার খনিতে আমাকে কাজ করতে বলে সে।'

'ওই লোক দু'পেয়ে বেজন্মাদের চীফ, সিনর। লেজে পুলিস বাধিয়ে আমি যখন প্রথম মেক্সিকোয় ঢুকি, হোমায়রার খনিতে দিনকতক কাজ করতে হয়েছিল আমাকে। ঈশ্বর সাক্ষী, এত খারাপ লোক নরকেও নিতে চাইবে না।'

'তাকে তুমি আমার পরিচয় জানিয়ে দিয়েছ।'

'ছোট্ট একটা ভুল থেকে এতদূর গড়াল ব্যাপারটা। হোমায়রা প্রশ্ন করাতে বলেছিলাম, আমি তাকে আপনার সম্পর্কে কিছু জানাতে বাধ্য নই। জানাতে চাই না, এ-কথাটাই সব নষ্টের মূল হয়ে দাঁড়াল। হোমায়রা বুঝে ফেলল, তারমানে জানাবার কিছু আছে।'

'ফটো, ট্যালবট,' মৃদু গলায় বলল রানা। 'কে এনেছিল? কাদের দেখিয়েছে?'

'লোকটা নিজের পরিচয় দিল এফ.বি.আই. বলে, সিনর। কিন্তু আমার সন্দেহ আছে। পরিচয়-পত্র দেখতে চাইলাম, দেখাল না। ফটোর সাথে আপনার চেহারা খুব যে মেলে তা নয়, তবে বেশ খানিকটা মেলে। লোকটা বলল, শুধু আমেরিকানদেরই দেখানো হচ্ছে, কারণ ফটোর লোকটা আমেরিকান, সাহায্যের দরকার হলে সে একজন আমেরিকানের কাছেই আসবে। এই এলাকায় আমিই একমাত্র আমেরিকান, সিনর।'

'অদ্ভুত, তাই না? শুধু আমেরিকানদের ফটো দেখানো?'

'অদ্ভুত বৈকি। ব্যাখ্যাটা মনে ধরেনি আমার, তাই তাকে পরামর্শ দিলাম সে বরং থানায় গিয়ে অফিসারদের সাথে কথা বলুক। কিন্তু গেল না। আমাকে একটা টেলিফোন নম্বর দিয়ে গেছে, আপনাকে চিনতে পারলে ওয়াশিংটনে ফোন করতে হবে। বিনিময়ে মোটা টাকা পুরস্কার পাব আমি।'

'ফোন করতে হবে কার কাছে?'

'জন হপকিন্স।'

নামটা মনে গেঁথে নিল রানা। সময় আর সুযোগ হলে প্রথমেই হার্মিসের বেতনভুক লোকটার ব্যবস্থা করতে হবে। 'তুমি ঠিক জানো, আর কাউকে ফটোটা দেখানো হয়নি?'

'ঠিক জানি, সিনর। স্টেশনে নেমেই আমার খোঁজ করল লোকটা, আমার সাথে কথা বলে পরবর্তী ট্রেনে চড়ে চলে গেল।'

'ধন্যবাদ, ট্যালবট। এবার তোমার কথা বলো। হোমায়রার সাথে তোমার কথা হবার পর কি ঘটল? পুলিস ধরে নিয়ে এল থানায়?'

'হ্যাঁ। দ্বিতীয় বার মারধর করছে, এই সময় সেলে ঢুকল হোমায়রা। মানটু বলল, আমাকে মুখ খুলতে হবে, তা না হলে লাথি বন্ধ হবে না। যখন দেখলাম বাঁচব না, বলে ফেললাম। শুধু তাই নয়, হারমোজায় আবার কাজ করতেও রাজি করিয়েছে আমাকে।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল ট্যালবট। 'উপায় কি, বলুন!'

'হ্যাঁ, তা ঠিক।' প্যাকেটে আর একটা মাত্র সিগারেট রয়েছে, সেটা ভেঙে দু'টুকরো করল রানা, একটা ট্যালবটকে দিল। ট্যালবট সেটা তার মানিব্যাগে ভরে রাখল। 'কি হলো; রেখে দিলে যে?'

'কখন কি ঘটে, কে কোথায় ছিটকে পড়ি, আর হয়তো আপনার সাথে না-ও দেখা হতে পারে—স্মৃতি হিসেবে থাক এটা।' হাসতে গিয়ে মুখে ব্যথা পেল বুড়ো, পানিতে ভরে গেল চোখ দুটো। ওটা যে কান্না এবং শুধু ব্যথার কান্না নয়, বুঝেও না বোঝার ভান করল রানা।

'ওটা কি?' জিজ্ঞেস করল রানা, ট্যালবটের খোলা মানিব্যাগের দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও। মানিব্যাগের ভেতরে সুন্দর একটা পিকচার পোস্টকার্ড।

পোস্টকার্ডের ভাঁজ খুলল ট্যালবট। হারমোজার একমাত্র হোটেলের বিজ্ঞাপন ওটা। হোটেলের সামনে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে, এমন তাজা আর জ্যান্ত তার চেহারা যেন এখুনি কথা বলে উঠবে। মেয়েটাকে দেখামাত্র ছ্যাঁৎ করে উঠল রানার বুক। ক'বছর হলো? হ্যাঁ, তা সাত কি আট বছর তো হবেই। হংকঙে পরিচয়, অল্পদিনের, কিন্তু অসম্ভব ভাল লেগে গিয়েছিল। বলা যায় না, পরস্পরের জন্যে এমনই পাগলপারা হয়ে উঠেছিল ওরা, শেষ পর্যন্ত হয়তো বিয়েই করে ফেলত। কিন্তু দুর্ভাগ্য রানার, কার অ্যাক্সিডেন্টে মারাত্মকভাবে আহত হলো মেয়েটা, দুটো পা-ই কেটে ফেলে দিতে হলো। খবর পেয়ে রানা যখন হাসপাতালে পৌঁছুল, তখন সব শেষ। ঠিক যেন সেই মেয়েটাই। এমন হুবহু মিল হয়? আশ্চর্য তো!

'কে ও?' গলা বুজে গেছে বুঝতে পেরে নিজেই লজ্জা পেল রানা।

'ও হচ্ছে শীলা। মা-বাবা মারা যাওয়ায় ওই তো এখন হোটেলটা চালাচ্ছে।'

'মেক্সিকান? তাহলে চেহারাটা এরকম কেন?'

'বুঝতে পেরেছি, আপনি চোখ দুটোর কথা বলছেন, সিনর। শীলা হাফ চাইনীজ, হাফ স্প্যানিশ।'

'ফটোতে যেমন দেখছি, মেয়েটা কি সামনে থেকেও সেরকম দেখতে?'

'আরও অনেক, অনেক, অ-নে-ক সুন্দর, সিনর। শুধু সুন্দর নয়, এমন গুণবতী মেয়ে জীবনে আমি আর দেখিনি। বিশ্বাস করা কঠিন, শীলা হোমায়রার ভাইঝি। শীলার বাবা আর হোমায়রা, দু'জনের সাপে-নেউলে সম্পর্ক ছিল—একজন ভালমানুষের গাছ, আরেকজন শয়তানের হাড্ডি। চীনা মহিলাকে বিয়ে করেছিল বলে ভাইকে দু'চোখে দেখতে পারত না হোমায়রা। ভাই বিয়ে করুক, এটাই সে চায়নি। বিয়ে না করলে শীলা আসত না। শীলা না এলে হোটেলটার মালিক বনে যেত সে। গত বছর শীলার বাবা মারা গেল, কিন্তু হোমায়রা কবর দিতে গেল না। কিন্তু শীলাও কম যায় না, কি করলে চাচার অন্তর্জ্বালা বাড়বে ভালই বোঝে সে। নতুন একটা সাইনবোর্ড টাঙিয়েছে হোটেলে।'

'নতুন সাইনবোর্ড? কি লেখা আছে তাতে?'

'শীলা হংকং।'

হেসে উঠল রানা।

'যতবারই শহরে যায় হোমায়রা, সাইনবোর্ডটা তাকে দেখতে হয়। ওহ্, সিনর, আমাদের শীলা সত্যি একটা মেয়ে বটে!'

'তুমি তার খুব ভক্ত, বোঝা যায়,' মন্তব্য করল রানা।

'শুধু আমি, সিনর? বলতে পারেন, এই তল্লাটে এমন কেউ আছে যে শীলামণির ভক্ত নয়? এক হোমায়রা বাদে? শীলা শীলাই, সিনর, তার তুলনা মেলা সম্ভব নয়। হারমোজায় সে-ই তো রাজকন্যা। কবে রাজপুত্র আসবে তার জন্যে অপেক্ষা করছে।'

অনেকটা সময় কেটে গেল। রানা ভাবছে, এখনও ওরা আসছে না কেন! ইতোমধ্যে খানিকটা ঝিমিয়ে নিয়েছে ট্যালবট, হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে চোখ রগড়াচ্ছে এখন। রানা তাকে জিজ্ঞেস করল, 'হারমোজার খনিতে লোক পেতে এত অসুবিধে হয় কেন?'

'খনি নয়, ওটা একটা মৃত্যুফাঁদ। ক'দিনই বা এসেছি আমি, এরই মধ্যে বড় ধরনের পাঁচটা ধস নেমেছে। ছোটখাট ধস তো প্রতিমাসেই লেগে আছে। কত ইন্ডিয়ান যে মারা গেছে তার কোন লেখাজোখা নেই, সিনর। হোমায়রা ওখানে অ্যাপাচীদের ব্যবহার করে।'

'অ্যাপাচী ইন্ডিয়ান?' বিস্মিত হলো রানা। 'কি বলছ! ওরা তো পুরানো ওয়েস্ট-এর সাথে গত হয়েছে।'

'সিয়েরা মাদ্রেতে ওরা ইতিহাস নয়, সিনর, জলজ্যান্ত বর্তমান। অতীতে ওই জায়গাতেই ওদের সবচেয়ে শক্তিশালী ঘাঁটি ছিল। এখনও ওখানে প্রচুর আছে ওরা।'

'খনিটা যদি অতই বিপজ্জনক, আবার তুমি ফিরে যেতে রাজি হলে কেন? পুলিস ছেড়ে দেয়ার পর পালিয়ে গেলেই তো পারো।'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট। 'কোথায় যাব, সিনর? কোথায় কে আছে

আমার? বাজ পড়া এই দেশে নড়তে গেলে টাকা লাগে…' অসহায় একটা ভঙ্গি করে চুপ মেরে গেল সে।

দরজা খুলে ভেতরে উঁকি দিল সার্জেন্ট মানটু। 'সিনর রড, দয়া করে এদিকে আসবেন, প্লীজ?'

মেক্সিকানদের ভিড় ঠেলে এগোল রানা, পিছু নিল সার্জেন্টের। পাথুরে সিঁড়ি বেয়ে উঠল ওরা, চুনকাম করা করিডর পেরোল, সবশেষে থামল অফিস কামরার দরজার সামনে। নক করল মানটু, একপাশে সরে দাঁড়িয়ে ভেতরে ঢোকার ইঙ্গিত দিল রানাকে।

দামী চুরুটের মিষ্টি গন্ধে ঘরের বাতাস ভরে আছে। বসে নয়, টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিস চীফ দুবালিয়র পেরন, দাঁতের মাঝখানে জ্বলন্ত চুরুট। সেটা হাতে নিয়ে সহাস্যে রানাকে বলল সে, 'এই যে, আসুন মি. রড, আসুন, আসুন। বসুন, প্লীজ। কথাটা বলতে পারায় কি যে আনন্দ হচ্ছে আমার। ইয়েস, সিনর, আপনার সব সমস্যা আমরা মিটিয়ে ফেলেছি!'

পেরনকে রানা লক্ষ করল কি করল না, ওর চোখ স্থির হয়ে আছে ডন হোসে স্যামুয়েল দ্য হোমায়রার ওপর। ধীরে ধীরে ঘুরে জানালার দিকে পিছন ফিরল লোকটা, বলল, 'আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো, কি বলেন, সিনর রড?'

'তাই তো দেখছি।'

'শুনে আমি খুশি হলাম যে ডন হোমায়রা আপনাকে কাজ করার প্রস্তাব দিয়েছেন,' গালভরা হাসি নিয়ে বলল পেরন। 'উনি মহৎপ্রাণ, সজ্জন ব্যক্তি, সেজন্যেই তো আপনার জরিমানার সব টাকা নিজের পকেট থেকে দিতে রাজি হলেন।'

'হোটেলে ছিলাম, সিনর রড,' বলল ডন হোমায়রা। 'যেই শুনলাম আপনি অ্যারেস্ট হয়েছেন অমনি হন্তদন্ত হয়ে ছুটে এলাম। এলাকার হর্তাকর্তাবিধাতা, সে যেই হোক, আমি বা আর কেউ, তাকে না জানিয়ে সম্মানীয় একজন বিদেশীকে গ্রেফতার করে থানায় নিয়ে আসা হবে, এ কেমন কথা?' পেরনের দিকে তাকিয়ে চোখ রাঙাল সে। 'খবরদার, আর যেন কখনও এ-ধরনের অনাসৃষ্টি কাণ্ড না হয়।' ফিরল রানার দিকে। 'আপনাকে যদি কোনভাবে অপমান করা হয়ে থাকে, সিনর, দয়া করে স্রেফ ক্ষমা করে দিন এবং ভুলে যান। চীফ অভ পুলিস এরইমধ্যে আমার কাছে দুঃখ প্রকাশ করেছেন।'

'ধন্যবাদ,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা। 'আপনি আমার জন্যে অনেক করলেন।'

'সিনর পেরনের সাথে কথা বলার পর মনে হলো এবার বোধহয় আপনি আমার কাজের প্রস্তাবটা নতুন আলোকে বিবেচনা করবেন…'

'হ্যাঁ, আপনি ঠিকই ধরেছেন।' সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে রানা। প্রচুর কাঠখড় পুড়িয়ে বাঁশ কিনতে চাইছে ডন হোমায়রা, টের পাবে বাছাধন!

'তাহলে সন্ধের ট্রেনে আমি যদি হারমোজায় যাই, আপনি আমার সঙ্গী হবার জন্যে উৎসাহী?'

'এক পায়ে খাড়া। কিন্তু আমার গাড়ির কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

পেরনের দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ওটা ওর গর্ব।'

'মেক্সিকো হৃদয়হীন নয়,' বলল দুবালিয়র পেরন। 'সিনর রড তাঁর সুন্দর শেভ্রোলে সাথে নিতে পারবেন, অবশ্যই অস্ত্র ইত্যাদি বাদে।'

টেবিল থেকে রানার পাসপোর্টটা তুলে নিল ডন হোমায়রা। 'এটা যাতে সুবিধেজনক সময়ে সিনর রড ফেরত পান সেদিকে খেয়াল রাখব আমি।'

'অবশ্যই, ডন হোমায়রা। তাহলে কথা হয়ে গেল, বাজেয়াপ্ত করা টাকার কথা কেউ আমরা মনে রাখছি না। সিনর রডের সাথে অবৈধ কোন টাকা ছিল, এ অভিযোগ তোলাই হয়নি। আর যেহেতু সিনর রড আপনার জিম্মায় থাকছেন, জরিমানার প্রশ্নটাও আপাতত আর উঠছে না।'

টাকাটা দু'ভাগ হয়েছে, কিন্তু আধাআধি কিনা সন্দেহ আছে রানার। কম বেশি যে যাই নিয়ে থাকুক, সুদে আসলে সব আদায় করা হবে, প্রতিজ্ঞা করল ও। 'আমি যদি আপনার সাথে যাই, হারমোজায় গাড়িটা কিভাবে পৌঁছুবে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'যেভাবে আমারটা পৌঁছায়,' বলল ডন হোমায়রা। 'রেলরোড কারে অটোমোবাইলের জন্যে রিজার্ভ করা ফ্ল্যাটবেড আছে। আপনি তাহলে তৈরি, সিনর রড?'

হ্যাঁ, তোমার দৌড় দেখার জন্যে, ভাবল রানা। সামনে থেকে শীলাকে দেখার জন্যেও তৈরি ও। ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটার সাথে আসলে তার চেহারা কতটুকু মেলে জানতে হবে ওকে। আর শীলা যদি ওর মতই ঘৃণা করে ডন হোমায়রাকে, দুঃশাসনের বিরুদ্ধে একটা দল গঠনে বাধা কোথায়?

তিন

আসলে ওকে ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, ভাবতেই কৌতুক বোধ করল রানা। স্টীম রেলকারে চড়ে এতটা পথ আগে কখনও পাড়ি দেয়নি ও। পাহাড়ী এলাকাটা যে দুর্গম তাতে কোন সন্দেহ নেই, দ্রুতগতি ট্রেনের বাইরে যতদূর দৃষ্টি যায় রুক্ষ পাথর ছাড়া আর কিছু চোখে পড়ে না। এক ঘণ্টাও হয়নি, গাড়িটার কথা ভেবে খুঁত খুঁত করছিল মন, তাই দেখতে এসেছে। নিরাপদেই আছে শেভ্রোলে। এখন আবার ফিরে আসছে কন্ডাক্টরের পিছু পিছু।

সরু করিডর। এপাশ-ওপাশ ঘন ঘন দুলছে ট্রেন। দু'পা এগিয়ে একবার করে থেমে তাল সামলাতে হয়। ডন হোমায়রার দরজার সামনে একজন অ্যাটেনড্যান্ট রয়েছে, সেই নক করে দরজা খুলে দিল। ভেতরে ঢুকল রানা।

কমপার্টমেন্টে দুটো বাঙ্ক, কিন্তু ডন হোমায়রা একাই দখল করেছে। দেয়াল থেকে নামিয়ে ছোট একটা টেবিল পাতা হয়েছে একধারে, তাতে অভুক্ত খাবার সহ কয়েকটা প্লেট।

'এসো, রড।'

জানা কথা চাকর-মনিব সম্পর্কটাই চাইবে ডন হোমায়রা, সিনর বাদ পড়াটা প্রথম পদক্ষেপ মাত্র। দরজার চৌকাঠে হেলান দিয়ে পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা। একটা গ্লাসে কনিয়্যাক ভরল অভিজাত মেক্সিকান, আলোর সামনে উঁচু করে ধরে পরীক্ষা করল, তারপর ছোট্ট একটা চুমুক দিল।

'আমি তাহলে আবার রড হলাম?'

'সংশ্লিষ্ট সবার স্বার্থের কথা ভেবে সিদ্ধান্ত নিয়েছি, সেটাই ভাল,' বলল ডন হোমায়রা। 'তোমার আসল পরিচয় আমি বাদে আর সবার কাছে অর্থহীন।'

'ট্যালবট জানে।'

'ট্যালবট এখন আমার ক্রীতদাস, তাকে যা বলা হবে তাই সে করবে।'

'ক্রীতদাস? এ-যুগে···'

'শুধু কাল নয়, রড, তোমাকে স্থানের কথা বিবেচনায় রাখতে হবে। বর্তমানে আমিই এখানকার রাজা।'

আসলে নও, সেজেছ, ভাবল রানা। 'আর চীফ অভ পুলিস, পেরন? সে-ও তো জানে।'

ক্ষীণ একটু হাসল ডন হোমায়রা। 'কেন, সে টাকা পায়নি? আমি তার ভাষা কিনে নিয়েছি।'

'কিন্তু টাকাগুলো আমার ছিল,' বলল রানা।

'তার আগে, রড? তার আগে কার ছিল? তোমার কাছে এল কিভাবে? তারচেয়ে এসো, ভবিষ্যৎ নিয়ে মাথা ঘামাই, অতীত ভুলে যাও। তুমি একজনের কাছ থেকে মেরে দিয়েছ, তোমার কাছ থেকে আরেকজন মেরে দিয়েছে, দুঃখ করার কি আছে? শোনো···'

গ্লাসে আরেকটা ছোট্ট চুমুক দিল ডন হোমায়রা। আবার শুরু করল, 'শোনো। বুঝতেই পেরেছ, ভাল একটা লোকের সন্ধানে ছিলাম আমি। তোমাকে পেয়ে বেঁচে গেছি। ওখানকার মাইনিং অপারেশনটা সত্যি বেশ জটিল। শক্ত একজন লোককে দায়িত্বটা দিতে চাই আমি, যে বেয়াড়া ইন্ডিয়ানগুলোকে আতঙ্কের মধ্যে রাখবে। প্রয়োজনে তার দ্বারা অস্ত্র চালানো সম্ভব। আমার বিশ্বাস এই কাজের জন্যে উপযুক্ত লোককেই পেয়েছি আমি।'

'একবারও মনে হয়নি আমার অন্য কোন প্ল্যান থাকতে পারে?'

'সবচেয়ে কাছের রেললাইন থেকে হারমোজা বিশ মাইল দূরে, পনেরো দিন অন্তর মাত্র একটা করে ট্রেন আসে। আর রাস্তাগুলো, সত্যি বলতে কি, আদৌ রাস্তা নয়—চাঁদের উল্টোপিঠ বলতে পারো। তবে, সভ্যতার সাথে যোগাযোগের একটা ব্যবস্থা আছে বটে—টেলিগ্রাফ লাইন। তাছাড়া, ভুলে যেয়ো না, পেরন তোমাকে আমার জিম্মায় ছেড়ে দিয়েছে। তুমি যদি বেয়াদপি করো, চুক্তির শেষ শর্তটা পূরণ করবে সে।'

'সেটা কি?'

'তোমাকে সীমান্তে নিয়ে গিয়ে আমেরিকান পুলিসের হাতে তুলে দেয়া

হবে, অবশ্যই মাসুদ রানা হিসেবে।'

এক হাতে চিন্তিতভাবে মাথা চুলকাল রানা, অপর হাতটা বাড়িয়ে ডন হোমায়রার গ্লাসে আধ খাওয়া জ্বলন্ত সিগারেটটা ফেলল। 'তারমানে আপনারা ধরেই নিয়েছেন আমি একজন ক্রিমিনাল? ক্রাইম করে পালিয়ে বেড়াচ্ছি?'

হোমায়রার চোখে পেখম মেলল ক্রোধ। 'তোমার পেছনে অনেক খরচা গেছে আমার, কাজ করে সব তুমি শোধ দেবে। ঠিকমত কাজ করো, কোন সমস্যা হবে না। কিন্তু যদি ফাঁকিবাজি দেখি··· কি বললে? ক্রিমিনাল নও? ক্রিমিনাল না হলে জাল পাসপোর্ট নিয়ে সীমান্ত পেরোয় কেউ? সাথে বেআইনী টাকা থাকে? লাইসেন্স ছাড়া পিস্তল?'

'যদি ক্রিমিনাল হই, কোন্ সাহসে আমাকে আপনি সাথে নিচ্ছেন, মি. হোমায়রা?'

ডন হোমায়রার বড়সড় লালচে মুখে নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল। 'ক্রিমিনালদের কিভাবে বাগ মানাতে হয় আমার জানা আছে।'

'কারণ যেহেতু আপনি নিজেও একজন ক্রিমিনাল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

উজ্জ্বল হাসিতে যতই উদ্ভাসিত হলো মুখ ততই ছোট হলো ডন হোমায়রার চোখ জোড়া। 'কারণ, যেহেতু আমি একজন অভিজাত।'

'ক্রাইমের সমার্থক একটা শব্দ আছে, আভিজাত্য।'

'জানোই যখন, জিজ্ঞেস করার কি মানে?'

করিডরে বেরিয়ে এল রানা, ধৈর্যচ্যুতি ঘটেনি বলে নিজের ওপর খুশি। সেকেন্ড ক্লাস কোচে এত ভিড় যে সুঁই ঢোকাবার জায়গা নেই। বেশিরভাগ গ্রাম্য চাষা, হাটে যাচ্ছে। এরা বোধহয় কালেভদ্রেও গোসল করে না, গায়ের গন্ধে টেকা দায়। দরজার কাছে এক কোণে ট্যালবটকে খুঁজে পেল রানা, একা একাই তাস খেলছে। মাথা তুলল সে, ঘৃণায় কুঁচকে আছে মুখ। 'এখানে আপনি টিকতে পারবেন না, মি. রানা।'

বেঞ্চের তলা থেকে সুটকেস দুটো বের করে সিধে হলো রানা। 'চলো ফার্স্ট ক্লাসে যাই, শেষ মাথায় অনেক জায়গা দেখে এসেছি। আরেকটা কথা, নামটা রঙ, রানা নয়। মনে রেখো।'

'জ্বী-আচ্ছা।'

ফার্স্ট ক্লাসের প্রথম যে কামরাটা খালি পাওয়া গেল তাতেই ঢুকে পড়ল ওরা। ক্যানভাস গ্রিপ থেকে বিয়ারের দুটো বোতল বের করল ট্যালবট, জানালার নিচে এক কোণে পা লম্বা করে বসল সে। 'হোমায়রার কাণ্ডটা দেখলেন? আমার কথা না হয় বাদ দিন, অন্তত আপনার জন্যে তো ফার্স্ট ক্লাসের টিকেট কিনতে পারত!' তার বাড়ানো হাত থেকে একটা বোতল নিল রানা। 'এখানে যে নিয়ে এলেন, কন্ডাক্টরকে কি বলবেন?'

'তখন যা মুখে আসবে।'

'আপনি যেন ঠিক ওয়েস্টার্ন যুগের একটা চরিত্র, অন্তত হাবভাব আর চেহারাটা খুবই মিলে যায়,' বলল ট্যালবট। 'অবশ্য আপনার কীর্তি বা পেশা সম্পর্কে আমার কোন ধারণা নেই।'

'আমাকে তোমার ক্রিমিনাল বলে মনে হয় না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সত্যি কথা বলতে কি, হয়।' রানার চেহারা গম্ভীর হয়ে উঠল দেখে তাড়াতাড়ি আবার বলল ট্যালবট, 'তবে আপনি ক্রিমিনাল হলেও আপনাকে আমার ভাল লাগবে। বরং ক্রিমিনাল হলেই বেশি ভাল লাগবে। সত্যিকার উঁচুদরের ক্রিমিনাল এদিকে একজনও নেই, সবই নীচু ক্লাসের ছোটলোক।'

বোতলটা মুখে তুলল রানা। কোন মন্তব্য করল না।

'হোমায়রা আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিল, তাই না? কি চায় সে?'

'এ-কথা জানিয়ে দিতে যে সে-ই বস্।' উল্টোদিকের সীটে পা তুলে দিয়ে চোখ বুজল রানা।

আঁতকে ওঠার সাথে ঘুম ভাঙল রানার। সতর্ক-শ্লথ গতিতে সরু একটা ক্যানিয়নে নামতে শুরু করেছে ট্রেন, এঞ্জিনিয়ার ব্রেক অ্যাপ্লাই করায় ঘন ঘন ঝাঁকি খাচ্ছে কোচগুলো। রানার হাতঘড়িতে ভোর চারটে। নিঃশব্দে সিধে হলো ও, ঘুমন্ত ট্যালবটকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল করিডরে।

জানালার সামনে দাঁড়াতেই হিম পাহাড়ী বাতাস কাঁপ ধরিয়ে দিল শরীরে। আকাশ অত্যন্ত পরিষ্কার, দিগন্তরেখার কাছে ছড়িয়ে রয়েছে নিরেট সাদা নক্ষত্র, আর ক্ষীণ আলোর ছোঁয়া পেতে শুরু করেছে দুই প্রান্তের উঁচু চূড়াগুলো। একটু পরই ক্যানিয়ন চওড়া হলো, দূরে একটা স্টেশনের আলো দেখতে পেল রানা।

শুনতে পেল পিছন থেকে ট্যালবট বলছে, 'লা লিনা—থামবে শুধু একবার হুইসেল বাজাবার সময়টুকু, ডাক আর আরোহী উঠবে। আমরা যেখানে যাচ্ছি, আর দু'ঘণ্টার পথ।'

'কখন যে চিহুয়াহুয়া পেরিয়ে এলাম টেরই পাইনি।'

'ভাবলাম আপনার বিশ্রাম দরকার, তাই ঘুম ভাঙাইনি। মাত্র বিশ মিনিট থেমেছিলাম, এঞ্জিন বদলানো হয়েছে।'

চারদিকে গভীর অন্ধকার, লা লিনা যেন ভাসতে ভাসতে এগিয়ে এল ওদের দিকে। ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন। ছোট্ট একটা স্টেশন হাউস, পিছনে কয়েকটা কুঁড়েঘর, আশপাশে আর কিছু নেই। লণ্ঠন হাতে বেরিয়ে এল স্টেশন মাস্টার, দেয়ালে পিঠ দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা তিনজন যুবক শিরদাঁড়া খাড়া করল। চেহারাই বলে দেয় বর্ণসঙ্কর। মা যদি মেক্সিকান হয় তো বাবা ইন্ডিয়ান, কিংবা উল্টোটা।

লাফ দিয়ে ট্রেন থেকে নামল রানা আর ট্যালবট, হাঁটতে হাঁটতে পেছন দিকে চলে এল ওরা। ফ্ল্যাটবেডের সাথে একজোড়া বক্সকার জোড়া হয়েছে, ওরা সিগারেট ধরাবার সময় অস্পষ্ট চিঁহিঁহি শুনতে পেল। বক্সকারের মেঝেতে খুরের আওয়াজও হলো, ভোঁতা।

'ওগুলো আবার কোত্থেকে এল?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'চিহুয়াহুয়া থেকে তোলা হয়েছে। গার্ড বলল আগামী হপ্তায় রেস আছে জুয়ারেজ-এ।'

ফেরার সময় দো-আঁশলা যুবক তিনজনকে আবার দেখল ওরা, ট্রেনের

রানা ওদের জন্যে কোন বিপদ নয়। পুঁটলি থেকে রিভলভার বেরুল, চালান হয়ে গেল তিন যুবকের হাতে।

কনুই দিয়ে ট্যালবটের গায়ে ধাক্কা দিল রানা।

'জেগেই আছি, মি. রড,' চোখ থেকে হাত সরিয়ে বলল ট্যালবট। 'ওর নাম ভিকো।'

'চেনো তুমি?'

'এক সময় হোমায়রার পিয়ন ছিল আলবার্তো ভিকো। বছর দুই আগে একজন ফোরম্যানের পেটে ছুরি ঢুকিয়ে পালিয়ে যায়। হোমায়রা ছাড়া কেউ ওকে দায়ী করেনি। হারামি ফোরম্যানটা মারা যাওয়ায় সবাই বরং খুশিই হয়েছিল। ডাকাতি করে খুব নাম করেছে ভিকো। চাষাদের কাছে হিরো সে। কিন্তু হোমায়রাকে এখনও সে যমের মত ভয় করে।'

ট্যালবটকে চিনতে পেরে আলোকিত হয়ে উঠল ভিকোর চেহারা। একটা হাত নেড়ে ওদেরকে সতর্ক করে দিল সে, তার অপর দুই সঙ্গী কোচের আরেক মাথায় চলে গেল।

'ওদেরকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে থামানো যায় না?'

'মাথা খারাব!' আঁতকে উঠল ট্যালবট। 'স্রেফ মারা পড়ব।'

'বুদ্ধিমানের কাজ হবে অস্ত্রগুলো যদি টেবিলে জমা রাখো,' ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে সহাস্যে বলল আলবার্তো ভিকো। 'পুরানো বন্ধু, তোমাকে খুন করতে আমার ভাল লাগবে না।'

'আমরা নিরস্ত্র,' বলল ট্যালবট।

'তাহলে যেখানে আছ সেখানেই থাকো, নাক গলাবার চেষ্টা কোরো না।'

সাথে অস্ত্র নেই বলে হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল রানার।

রিভলভার উঁচু করে ছাদের দিকে একটা গুলি করল ভিকো। বিস্ময়কর প্রতিক্রিয়া হলো। ঘুমন্ত আরোহীদের ভিড়টা যেন উথলে উঠল, ভোঁতা আর্তচিৎকার শোনা গেল, তারপরই সব চুপচাপ।

'সবার সামনে হ্যাট ধরা হবে,' ঘোষণা করল ভিকো। 'হাত খুলে দান করবেন সবাই।'

রানার পাশে দরজাটা খুলে গেল, ভেতরে ঢুকল কন্ডাক্টর। পিছন ফিরে দৌড় দেয়ার আগে এক সেকেন্ডের বেশি ইতস্তত করেনি সে, কিন্তু তবু দেরি হয়ে গেল। কোচের আরেক প্রান্ত থেকে ডাকাতদের একজন গুলি করল তার পিঠে।

ব্যাপারটা আর সাধারণ থাকল না, ভাবল রানা।

বাচ্চা একটা ছেলে চিৎকার করে উঠল, মুখে হাতচাপা দিল তার মা। লাগেজ কার আর কোচের মাঝখানের করিডরে গোঙাচ্ছে কন্ডাক্টর।

দাঁড়াতে গেল রানা। দলটা একেবারে আনাড়ি।

সাথে সাথে ভিকোর রিভলভার রানার দিকে ঘুরে গেল। ট্যালবট ব্যাকুলস্বরে চেঁচিয়ে বলল, 'না, ভিকো, না!'

ইতস্তত করল ভিকো, তারপর কাঁধ ঝাঁকাল। 'তোমার একটা উপকার

পাওনা ছিল, সেটা শোধ দিলাম।' কন্ডাক্টরকে যে গুলি করেছে তার দিকে ফিরল সে। 'ওদেরকে ব্যাগেজ কারে আটকে রেখে ফিরে এসো।'

রানার পাঁজরে গুঁতো দিল ট্যালবট। 'পা বাড়ান!'

গোঙানি থেমেছে কন্ডাক্টরের। অসাড় দেহটাকে টপকাল ওরা। লোকটার হাতে এখনও ধরা রয়েছে চাবির গোছা, যুবক ডাকাত ঝুঁকে সেটা নিয়ে নিল, তারপর দু'জনের পিছু পিছু ব্যাগেজ কারের দিকে এগোল। 'বেঈমান আমেরিকানদের আবার খাতির কিসের?' অকারণ রাগের সাথে দাঁতে দাঁত চাপল সে। 'মাথায় একটা করে বুলেট ঢুকিয়ে দিতে অসুবিধে কোথায়?' হাতের চাবি ফেলে দিয়ে রিভলভারের হ্যামার টানল সে।

'ভিকো পছন্দ করবে না,' আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠল ট্যালবট।

'বলব তোমরা আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিলে!'

রিভলভারের মাজ্‌ল্ ঠেকল রানার পিঠে। ট্রেনিঙের সময় হাজারবার ঠিক এভাবেই ঠেকানো হয়েছে। দৃষ্টি দিয়ে অনুসরণ করা সম্ভব নয়, নড়ে উঠল ও। হাত দুটো তুলল, বাম পায়ে ভর দিয়ে পাক খেতে শুরু করল শরীর, বাঁ হাত নেমে আসছে অস্ত্র ধরা ডাকাতের কব্জিতে, মুঠো পাকানো ডান হাত আঘাত করল প্রতিপক্ষের মুখের একপাশে। বাম হাতের শক্ত মুঠোয় যুবকের কব্জি, পুরো হাতটা হ্যাঁচকা টান দিয়ে উঁচু করল ও, হাড় ভাঙার আওয়াজ শুনতে পাবার আশাটা পূরণ হলো। রিভলভারটা পড়ে গেল মেঝেতে, ট্যালবট ঝাঁপিয়ে পড়ে তুলে নিল সেটা। গুঙিয়ে উঠে জ্ঞান হারাল দো-আঁশলা।

চাইলে হয়তো রিভলভারটা রানাকে দেবে ট্যালবট, কিন্তু আত্মরক্ষার অধিকার সবার সমান। 'আমি না বললে এখান থেকে নড়বে না,' তাকে বলল রানা। 'দেখি ছাদ দিয়ে পুলম্যান কারে যেতে পারি কিনা। দুটো অস্ত্র থাকলে ওদেরকে বোধহয় ঠেকানো যাবে।'

দরজা খুলল রানা, হিম বাতাস হাত থেকে টান দিয়ে ছিনিয়ে নিল কবাট, আছড়ে ফেলল কোচের পাশে। ট্রেনের গতি ঘণ্টায় বিশ মাইলের বেশি হবে না, ফুটবোর্ডে বেরিয়ে এসে মাথার ওপর হাত তুলে ধরে ফেলল ছাদের কিনারা, কোচের গায়ে পা বাধিয়ে উঠে পড়ল ছাদে। মাঝখানের ক্যাটওয়াক ধরে ছুটতে ছুটতে ব্যাগেজ কারের শেষ মাথায় চলে এল ও, কিনারা থেকে লাফ দিয়ে সেকেন্ড ক্লাস কোচের ছাদে। ম্লান হয়ে গেছে নক্ষত্রগুলো, পুবদিকের পাহাড়চূড়ায় এরইমধ্যে সূর্যের কিরণ যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। আবার একটা লাফ দিয়ে পুলম্যান কারের ছাদে এল রানা, ছাদ থেকে নামল জানালায় পা রেখে।

ডন হোমায়রার কমপার্টমেন্টে ঘন ঘন নক করল। প্রায় সাথে সাথে খুলে গেল দরজা। হোমায়রাকে ঠেলে ভেতরে ঢুকল রানা।

এইমাত্র ঘুম ভেঙেছে ডন হোমায়রার। 'এর মানে কি?'

'লা লিনা থেকে ডাকাত উঠেছে ট্রেনে। কন্ডাক্টর বোধহয় বেঁচে নেই। আপনার কাছে পিস্তল আছে?'

চোখে সন্দেহ নিয়ে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল ডন হোমায়রা। তারপর

বাঙ্কের তলা থেকে একটা সুটকেস বের করল সে। সুটকেস থেকে রিভলভার বেরুল, কিন্তু রানার হাতে সেটা এল না। 'ক'জন ডাকাত?'

'তিনজন, তবে লাগেজ ভ্যানে একটার ওপর নজর রাখছে ট্যালবট। লীডারের নাম ভিকো। ট্যালবট বলল সে নাকি একসময় আপনার কাজ করেছে…'

'আলবার্তো ভিকো?' ডন হোমায়রার চেহারা কঠিন হলো। 'সে তো একটা খুনী!'

রানাকে প্রায় ধাক্কা দিয়ে করিডরে বেরিয়ে এল সে, হন হন করে এগোল। সেকেন্ড ক্লাস কোচে এই মুহূর্তে যাই ঘটুক না কেন, চলন্ত ট্রেনের শব্দে সব চাপা পড়ে যাচ্ছে। ফার্স্ট ক্লাস কমপার্টমেন্টগুলো পেরিয়ে এল ওরা, তারপর একটা দরজার পাশে থামল ডন হোমায়রা। কয়েক সেকেন্ড শুনল সে। হঠাৎ ধাক্কা দিয়ে খুলে ফেলল দরজা।

কোচের মাঝামাঝি জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে ভিকো, টেবিলে বসা একদল লোকের সামনে হ্যাটটা ধরে। তৃতীয় যুবক মাত্র দু'ফুট দূরে, দরজার দিকে পিঠ। ঝট্ করে এক পা বাড়িয়ে তার ঘাড়ে রিভলভার ঠেকাল ডন হোমায়রা। আড়ষ্ট হয়ে গেল যুবক। তার হাত থেকে রিভলভার নিয়ে রানার হাতে ধরিয়ে দিল ডন।

তারপর সামনে এগোল সে, বলল, 'ভিকো!'

দ্রুত তাকাল ভিকো। দীর্ঘ এক সেকেন্ড তার চেহারায় কোন ভাব ফুটল না, তারপর সে হাসল। 'আহ্, ডন হোমায়রা! আবার আমাদের দেখা হলো!'

'হাত খালি করো,' আদেশ করল ডন।

ভিকোর চেহারায় ইতস্তত ভাব, চিৎকার করে ট্যালবটকে ডাকল রানা। এক মুহূর্ত পর প্রথম যুবক টলতে টলতে কোচে ঢুকল, তার একটা হাত নড়ছে না, পিছনে ট্যালবট।

কাঁধ ঝাঁকাল ভিকো, টেবিলের দিকে ছুঁড়ে দিল অস্ত্রটা।

'ওদেরকে আমার কমপার্টমেন্টে নিয়ে যাও,' ডন হোমায়রা গম্ভীর স্বরে বলল।

শেষদিকের টেবিলটা থেকে ইন্ডিয়ান কিশোরীকেও ধরে আনল ট্যালবট। 'দলে এ-ও ছিল।'

'কন্ডাক্টর?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সে নেই।'

ডন হোমায়রার কমপার্টমেন্টে পৌঁছুল ওরা, এই সময় তিনবার স্টীম হুইসেল বাজাল এঞ্জিনিয়ার—জরুরী বিপদ সঙ্কেত—তারপর সজোরে ব্রেক অ্যাপ্লাই করল।

দাঁড়িয়ে পড়ল ট্রেন, জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। পনেরো বিশটা গরু, রেললাইনের ওপর জড়ো হয়েছে, ঘোড়ার পিঠে বসা পনেরো বিশজন খেতমজুর সেগুলোকে খেদাবার ব্যর্থ চেষ্টা চালাচ্ছে। আচমকা খেতমজুরের দল ঘোড়া ঘুরিয়ে নিয়ে হা-রে-রে-রে হাঁক ছাড়ল, চাদরের তলা থেকে

রিভলভার বের করে ছুটে এল ট্রেনের দিকে। সবাই তারা এলোপাতাড়ি গুলি ছুঁড়ছে।

ট্রেনের কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল তারা।

কোচের ভেতর মাথা ঢুকিয়ে নিল রানা, ভিকোর দিকে ফিরল। 'তোমার লোক?'

নিঃশব্দে হাসল ভিকো। 'আমার সাথে যে আচরণ করছ তোমরা, ওদের পছন্দ হবার কথা নয়।'

এবার ট্রেনের পিছন দিক থেকে ঘন ঘন বিস্ফোরণের আওয়াজ ভেসে এল। অশ্বারোহী একজন ট্রুপারকে দেখা গেল, স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল জানালার পাশ ঘেঁষে। তারপর আরেকজন। ভিকোকে সামনের দিকে ঠেলে দিল ডন হোমায়রা। 'এর আগে তিনবার ওরা জুয়ারেজ পর্যন্ত ট্রেনে ছিল, আলবার্তো ভিকো। তোমার ওপর ওরা আস্থা হারিয়ে ফেলছিল।'

জানালা দিয়ে আবার বাইরে তাকাল রানা। বক্সকার থেকে একের পর এক বেরিয়ে আসছে অশ্বারোহী ট্রুপাররা। ঘেরাও-এর মধ্যে আটকা পড়ে গেছে ডাকাত দল, তবু তাদের অনেকে আবার ঘোড়ার পিঠে উঠতে চাইছে। কেউ কেউ গুলি করছে ট্রুপারদের লক্ষ্য করে, কিন্তু এখন আর তাতে কোন লাভ হবার নয়। বেকায়দা অবস্থায় ধরা পড়ে গেছে তারা, মার খেয়েছে সংখ্যাতেও।

গায়ে জ্যাকেট চড়িয়ে ট্যালবটের দিকে ফিরল ডন হোমায়রা। 'ভিকোর সাথে এখানে থাকছ তুমি। নড়া তো দূরের কথা, যদি দেখো খুব জোরে নিঃশ্বাস ফেলছে, সাথে সাথে গুলি করবে।' রানার দিকে তাকাল সে। 'বাকিগুলোকে বাইরে আনো।'

ট্রেন থেকে লাফ দিয়ে নিচে নামল সে, সাথে সাথে তরুণ এক অফিসার ছুটে এসে স্যালুট করল তাকে। 'লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ। চিহুয়াহুয়াতে আমাকে জানানো হয়েছে আপনি এই ট্রেনে ভ্রমণ করছেন, ডন হোসে। আপনার সদয় আশীর্বাদে সম্পূর্ণ সফল হয়েছি আমরা, সিনর।'

ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকিয়ে লেফটেন্যান্টের পাশে দাঁড়ানো রোগা-পাতলা লোকটার দিকে প্রশ্নবোধক দৃষ্টিতে তাকাল ডন হোমায়রা। তার দিকে অভিজাত ডন হোসের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে লক্ষ করে নার্ভাস ভঙ্গিতে একটু হাসল লোকটা।

লেফটেন্যান্ট বলল, 'ম্যাজিস্ট্রেট, সিনর।'

'অ। ভাল।' ম্যাজিস্ট্রেটের পা থেকে মাথা পর্যন্ত একবার চোখ বুলিয়ে লেফটেন্যান্টের দিকে ফিরল ডন হোমায়রা। 'কি বললে? সফল হয়েছ? না। কন্ডাক্টর খুন হয়েছে।'

'এদের মধ্যে ভিকো কে?'

'এই মুহূর্তে আমার কমপার্টমেন্টে বন্দী রাখা হয়েছে তাকে। এখুনি এবং এখানে যদি বিচার অনুষ্ঠিত হয়, অবশ্যই তাতে আমি কোন বাধা দেব না। তবে,' তর্জনী খাড়া করে শর্ত দিল ডন হোসে, 'বিচার হতে হবে ন্যায্য এবং

আলবার্তো ভিকোকে বাদ দিয়ে। তার বিচার হওয়া দরকার চিহুয়াহুয়াতে।'

সার্জেন্টের উদ্দেশে গর্জে উঠল লেফটেন্যান্ট, 'পিনাচিটো, তোমার হাতে ক'জন?'

'পনেরো, লেফটেন্যান্ট।'

ট্রেন থেকে যাদের নামানো হয়েছে তাদের দিকে ফিরল ফার্নান্দেজ। 'ওরাও নাকি?' মাথা ঝাঁকাল ডন হোসে, সামনে ঠেলে দিল দু'জনকে। 'আর মেয়েটা?'

ঘাড় ফেরাল রানা। 'ওটা একদম বাচ্চা···'

হো হো করে হেসে উঠল ডন হোমায়রা। 'তুমি দেখছি একটা সেন্টিমেন্টালিস্ট। ভুলে যেয়ো না ওই মাগীই ট্রেনে অস্ত্র তুলেছে, জানত তাকে সার্চ করা হবে না। কন্ডাক্টরের মৃত্যুর জন্যে সরাসরি সে-ই তো দায়ী।'

'বিচারে কি রায় হয় জানা নেই,' সহাস্যে বলল লেফটেন্যান্ট, জিভের ডগা দিয়ে ঠোঁট চাটল সে। 'তবে মেয়েটাকে যদি বেকসুর খালাস দেয়া হয়, কথা দিলাম, ডন হোসে, ওকে আপনার হাতে তুলে দেব।'

'কি করে বলি, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব ওকে হয়তো খালাস দিতেও পারেন!' কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল ডন হোমায়রা! 'আমার কথা যথেষ্ট নয়, সে-ই যে অস্ত্র নিয়ে ট্রেনে উঠেছিল তার প্রমাণ পেতে হবে। আমি তো শুধু শুনে বলছি।'

'প্রথমে তাহলে ছুঁড়িটার বিচারই হোক,' প্রস্তাব দিল লেফটেন্যান্ট। 'ছোটখাট ঝামেলা প্রথমে সেরে ফেলাই ভাল।'

ম্যাজিস্ট্রেট লোকটা কি ব্যাপারে যে নার্ভাস বোধগম্য হলো না রানার। সারাক্ষণ ঢোক গিলছে, হাত কচলাচ্ছে, অস্থিরভাবে পেছনে তাকাচ্ছে বারবার। বন্দী ডাকাতদের সামনে দু'বার হাঁটল সে, মিনমিনে সুরে জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কেউ মেয়েটাকে অস্ত্র আনতে দেখেছ?'

প্রথমে কেউ কোন কথা বলল না। দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করা হতে নিঃশব্দে মাথা নাড়ল ডাকাতদল।

'বেকসুর খালাস দেয়া হলো!' ঘোষণা করল ম্যাজিস্ট্রেট।

অনেক কষ্টে হাসি চাপল রানা। কিন্তু এক মুহূর্ত পর সম্পূর্ণ অন্যদিকে মোড় নিল ঘটনা, হাসির ব্যাপার রইল না আর।

বন্দীদের সামনে এবং পিছনে কারবাইন হাতে পাহারায় থাকল ট্রুপাররা।

আবার বন্দীদের সামনে দিয়ে নার্ভাস ভঙ্গিতে দু'বার হাঁটল ম্যাজিস্ট্রেট। জিজ্ঞেস করল, 'তোমরা কি অপরাধ স্বীকার করো? স্বীকার করলে এক রকম, অস্বীকার করলে আরেক রকম শাস্তি।'

এবারও চুপ করে থাকল ডাকাতদল। দ্বিতীয়বার একই প্রশ্ন করা হতে কয়েকজন মাথা ঝাঁকাল, কয়েকজন অস্ফুটে বলল, 'হ্যাঁ, স্বীকার করি। আমাদের মাফ করে দেয়া হোক।'

'ক্ষমাপ্রার্থনার আবেদন নাকচ করা হলো,' ঘোষণা করল ম্যাজিস্ট্রেট, কপালের ঘাম মুছল রুমাল দিয়ে, তারপর রায় দিল সে, 'ফায়ারিং স্কোয়াডে মৃত্যুদণ্ড!'

মাথায় বজ্রপাত হলেও রানা এতটা চমকাত কিনা সন্দেহ। ব্যাপারটা হজম করতে ঝাড়া তিন সেকেন্ড লেগে গেল।

লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ হুকুম দিল, 'পিনাচিটো, প্রথম দু'বার ছ'জন করে, শেষবার পাঁচজন। দশজনকে নিয়ে ফায়ারিং স্কোয়াড।'

রানার মাথায় যেন দপ করে আগুন জ্বলে উঠল। ছ'জন বন্দীকে নিয়ে ট্রেনের কাছ থেকে দূরে ছোট্ট একটা গর্তের দিকে সরে যাচ্ছে ট্রুপাররা, তাদের সামনে বাধা হয়ে দাঁড়াল ও। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ডন হোমায়রা, ম্যাজিস্ট্রেট আর লেফটেন্যান্টের দিকে তাকাল। 'থামুন, ওদেরকে দাঁড়াতে বলুন! এ আপনাদের কি রকম বিচার! ওদেরকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হয়নি!'

'কে ওটা?' লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ বিস্ময় প্রকাশ করল।

'আমার লোক,' জবাব দিল ডন হোসে। 'কিন্তু গোলমাল পাকানো স্বভাব। রড, এদিকে এসো,' কঠিন সুরে হুকুম করল।

'এ-দেশে কি আইন নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আপনারা ঠাণ্ডা মাথায় এতগুলো লোককে খুন করতে পারেন না! কন্ডাক্টরকে গুলি করেছে একজন, বাকি সবাই ডাকাতি করতে এসেছিল, তাহলে সবার একই শাস্তি হয় কি করে?'

খুব শান্ত ভঙ্গিতে, যেন রানাকে বুঝিয়ে-শুনিয়ে ফিরিয়ে আনতে চায়, এগিয়ে এল লেফটেন্যান্ট। কিন্তু রানাকে পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল সে, তারপর ঝট্ করে ফিরে রানার মাথায় রিভলভারের মাজল্ চেপে ধরল। ডন হোসের দিকে তাকাল সে। 'উটকো ঝামেলা রেখে লাভ কি, ডন হোসে?' জিজ্ঞেস করল সে।

সেকেন্ড ক্লাস কোচ থেকে অসংখ্য মাথা বেরিয়ে এসেছে, বিস্ফারিত চোখে নাটকীয় দৃশ্যটা অবলোকন করছে আরোহীরা।

ট্রেনের বাইরে স্তব্ধ হয়ে গেছে পরিবেশ। মাথা নিচু করে চিন্তা করছে ডন হোমায়রা। তাঁর দিকে চোখে প্রত্যাশা নিয়ে তাকিয়ে আছে লেফটেন্যান্ট। জীবন-মৃত্যুর কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা। আত্মরক্ষার কোন উপায় দেখতে পাচ্ছে না ও। মাথায় রিভলভার ধরে রাখলেও, ফার্নান্দেজকে হয়তো কাবু করা সম্ভব। কিন্তু পনেরো বিশ জন ট্রুপার, যারা ওর দিকে কারবাইন তাক করে অদূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে, তাদের আক্রোশ থেকে বাঁচার পথ কি?

'না,' অবশেষে মুখ তুলল ডন হোসে। 'ওর পেছনে বিস্তর খরচ করেছি আমি। নিয়ে যাচ্ছি কাজ করাব বলে। আমার ধৈর্য এখনও শেষ সীমায় পৌঁছায়নি। ওকে সরিয়ে দিয়ে নিজেদের কর্তব্য সারো তোমরা।'

ঘন ঘন কারবাইনের গুঁতো দিয়ে বন্দীদের সামনে থেকে সরিয়ে আনা হলো রানাকে। রাগে, দুঃখে, ক্ষোভে মরে যেতে ইচ্ছে করল রানার। এতগুলো লোককে চোখের সামনে খুন করা হবে, অথচ কিছুই করার নেই ওর। 'দোহাই লাগে তোমাদের!' চেঁচিয়ে আবেদন জানাল ও। 'একবার ভাবো! অপরাধ করেছে ওরা, কিন্তু সেজন্যে মৃত্যুদণ্ড পাওনা হয়নি! অন্তত আপীল করার সুযোগ কেন পাবে না ওরা?' ওর মুখের ওপর হাসতে লাগল ডন

পরিষ্কার ভেসে এল ফার্নান্দেজের কমান্ড। ভিকোর চেহারায় ভয়ের লেশমাত্র দেখল না রানা, চোখ জোড়া থেকে সাহস আর বুদ্ধিমত্তা ঠিকরে বেরুচ্ছে।

'বাইরে কি ঘটছে আশা করি আন্দাজ করতে পারছ?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তুমি হয়তো জানো না, কিন্তু আমি জানি, রক্তপাত ঘটানো ডন হোমায়রার প্রিয় একটা নেশা।'

'তোমাকে সে খুনী বলল।'

'মিথ্যে বলেনি, সিনর। ওর খনিতে একজন ফোরম্যান ছিল, আর আমার ছিল কচি বউ, যে কিনা আত্মহত্যা করল। কারণটা আবিষ্কার করতে বেশি দেরি হয়নি আমার। মনে হলো ফোরম্যানের বুকে ছুরি ঢোকাতে পারলে সুবিচার নিশ্চিত হয়। কিন্তু ডন হোসে ব্যাপারটা পছন্দ করল না।'

'আমারও ধারণা ছিল এরকম কিছু একটা ঘটেছে।' আরেক পশলা গুলির আওয়াজের সাথে নিস্তব্ধতা চুরমার হলো। কমপার্টমেন্টের দ্বিতীয় দরজাটা খুলে একপাশে সরে দাঁড়াল রানা, ফিরল ভিকোর দিকে। 'তোমার বোধহয় দেরি করা ঠিক হবে না। সময় খুব কম পাবে।'

'মারবেই যদি, সামনে থেকে মারো,' বলল ভিকো। 'পিঠে গুলি খেতে রাজি নই আমি।'

পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট বের করল রানা, ছুঁড়ে দিল ভিকোর দিকে। 'এগুলো রাখতে পারো।'

চওড়া হাসিতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল ভিকোর মুখ। 'মাঝেমধ্যে ঈশ্বর তাহলে মেঘের আড়াল থেকে উঁকি দেয়! সব মিলিয়ে এ যেন আবার বিশ্বাসী হয়ে ওঠার জন্যে যথেষ্ট।' খোলা দরজা দিয়ে লাফ দেয়ার আগে রানার কাঁধে হাত রেখে মৃদু চাপ দিল সে, সরু একটা নালায় নেমে তীরবেগে ছুটল। নালাটা এঁকেবেঁকে খানিকদূর এগিয়ে একটা ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেছে। তাকে অদৃশ্য হয়ে যেতে দেখল রানা, তারপর রিভলভার খুলে খালি করল, রাউন্ডগুলো ফেলে দিল ছুঁড়ে। ঠিক তখুনি আরেকবার গর্জে উঠল কারবাইনগুলো।

কয়েক মিনিট পর ফিরে এল ডন হোমায়রা, খোলা দরজাটা দেখে ভুরু কুঁচকে উঠল তার। 'কি ঘটেছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জানতে চাইল সে।

'ঠিক যা ঘটার,' বলল রানা। 'ভিকো পালিয়ে গেছে।'

দরজার সামনে, ট্রেনের নিচে, উদয় হলো ফার্নান্দেজ। ওদের কথাবার্তা শুনছে। ডন হোমায়রা জিজ্ঞেস করল, 'তুমি তাকে গুলি করোনি কেন?'

'চেষ্টা করেছি।' পকেট থেকে রিভলভারটা বের করে বাড়িয়ে ধরল সে। 'দুর্ভাগ্যজনক হলেও সত্যি, শালার রিভলভারে গুলি ছিল না।'

ডন হোমায়রার চোখে আগুন জ্বলে উঠল, তার দিকে পিছন ফিরল রানা। নিজের ঘোড়া লক্ষ্য করে ছুটল ফার্নান্দেজ, ট্রুপারদের উদ্দেশে হাঁক ছাড়ছে। ভিড় ঠেলে এগোচ্ছে রানা, ট্যালবটকে দেখতে পেয়ে বেঞ্চের ওপর তার পাশে ধপ করে বসে পড়ল।

'ওখানে এত উত্তেজনা কিসের?' জিজ্ঞেস করল ট্যালবট।

'ভিকো পালিয়েছে।'

ট্রেন আবার ছুটতে শুরু করার পর মৃদু কণ্ঠে ট্যালবট বলল, 'ভিকো পালিয়েছে, আমার জন্যে এটা কোন নতুন খবর নয়, সিনর রড। এরকম কিছু একটা যে ঘটতে যাচ্ছে সে আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম। সন্দেহ নেই, দুটো চরিত্রের মধ্যে প্রচুর মিল আছে। কিন্তু কাউকে পালাতে সাহায্য করা আর নিজে পালানো, দুটো সম্পূর্ণ আলাদা ব্যাপার।'

বিস্মিত হলো রানা। 'কে বলল আমি পালাতে চাই?' নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটের কোণে। 'যদি উল্টোটা ঘটে, তুমি কি খুব অবাক হবে, ট্যালবট?'

খানিকক্ষণ চিন্তা করল বুড়ো ট্যালবট। 'আপনার ওপর আস্থা রেখেই বলছি, সিনর, খুবই অবাক হব। আমার ধারণা ডন হোসে হোমায়রাকে এখনও আপনি চিনতে পারেননি।'

তর্কের মধ্যে না গিয়ে প্রসঙ্গ বদল করল রানা, 'ওখানে পৌঁছুনোর পর তোমার শীলামণিকে একবার দেখতে চাই···'

'হোমায়রা যদি জানতে পারে তাহলে প্রথমবারই শেষবার, মনে রাখবেন। সে চায় না তার লোকেরা তার শত্রুর সাথে মেলামেশা করুক।'

মারমুখো হয়ে উঠল রানা। 'খবরদার, আমাকে তার লোক বলবে না!'

'দুঃখিত,' একটা ঢোক গিলে বলল ট্যালবট। 'আমার ভুল হয়ে গেছে, সিনর।'

শান্ত হলো রানা। 'একটা কথা পরিষ্কার জানবে, ট্যালবট। আমি একটা বিপদের মধ্যে আছি বটে, কিন্তু সেটা থেকে কেউ ফায়দা লুটতে চাইলে তাকে পস্তাতে হবে। আমি হোমায়রার কাজ করতে রাজি হয়েছি কেন জানো? এই এলাকায় আরও কি কি অন্যায় অত্যাচার চলছে আমাকে জানতে হবে।'

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ট্যালবট, রানাকে যেন এই প্রথম দেখছে সে। 'জানলেন, তারপর?'

'তারপর আমার কাজ শুরু হবে। তার মধ্যে একটা, তোমার মুক্তি। তোমার সমস্যা বাড়ি ফিরতে পারছ না, এই তো? কিছু টাকা-পয়সা দরকার, তাহলে সীমান্তের এপারে ভদ্রভাবে টিকে যেতে পারো, ঠিক?'

মন্ত্রমুগ্ধের মত মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। 'আর আপনার সমস্যা, সিনর?'

'আমার কোন সমস্যাই নেই।'

'কিন্তু হোমায়রা জানে আপনি মাসুদ রানা।'

'জানে। সেজন্যে ওকে কিছু খেসারত দিতে হবে।'

'সেটা কি হতে পারে?'

'তার সবচেয়ে প্রিয় জিনিসই হবে সেটা।'

'প্রাণ?'

'তার সোনা।'

দেখা গেল, এক জোড়া ঘোড়া যেন উড়িয়ে আনছে। লোহায় মোড়া চাকা মেঠো পথে ছড়ানো পাথরগুলোকে গুঁড়িয়ে দিচ্ছে।

চালক যেন গ্রীক পৌরাণিক কাহিনী থেকে উঠে আসা মহাশক্তিধর হারকিউলিস। চওড়া কার্নিস স্ট্র হ্যাটের নিচে ওটা একটা কুৎসিত কর্কশ বেয়াড়া মুখ। কোমরে স্ট্র্যাপের সাথে রয়েছে রিভলভার আর কারট্রিজ বেল্ট। লাফ দিয়ে মাটিতে নামল সে, শুধু হাঁটু দুটো সামান্য ভাঁজ হলো, গোটা শরীর একটুও ঝাঁকি খেল না, ছুটে এসে দাঁড়াল ডন হোসের সামনে। মাথা থেকে হ্যাটটা নামাল।

'দেরি করে পৌঁছুলে,' বলল ডন হোমায়রা। 'তোমার জন্যে আধঘণ্টা ধরে অপেক্ষা করছি আমি, হ্যামার।'

'খনিতে ঝামেলা হয়েছিল, ডন হোসে,' বলল হ্যামার, গলার আওয়াজটাও তার বাজখাঁই।

'সিরিয়াস?'

'মিটিয়ে ফেলেছি।' হাতুড়ির মত শক্ত মুঠো উঁচু করে দেখাল হ্যামার।

'গুড,' বলল ডন হোমায়রা। 'তুমি আমার তার পেয়েছিলে?'

ঘাড় ঝাঁকিয়ে রানার দিকে তাকাল হ্যামার। 'নতুন মাল—এটার কথাই বলেছেন?'

ডন হোমায়রা তাড়াতাড়ি বলল, 'সিনর রড, প্রয়োজনের সময়, সরাসরি আমার নির্দেশে দায়িত্ব পালন করবে। লোকজনকে কন্ট্রোল করার কাজটা, আগের মত তোমার হাতেই থাকছে, হ্যামার।' খনিতে শান্তি-শৃঙ্খলা বজায় রাখার দায়িত্ব কখনোই একজনের ওপর ছেড়ে দেয় না সে। তার নেক নজরে থাকার জন্যে আগের মতই চেষ্টা করবে হ্যামার, আর প্রতিদ্বন্দ্বী রানা সারাক্ষণ অস্থির করে রাখবে হ্যামারকে, এ-ধরনের একটা প্ল্যান আগেই করে রেখেছে সে।

'আরে-আরে,' চেঁচিয়ে উঠল হ্যামার, ট্যালবটকে দেখতে পেয়েছে। 'বুড়ো গাধাটা দেখছি ফিরে এসেছে!' বিপুলবিক্রমে ট্যালবটের দিকে ছুটে এল সে, সন্দেহ নেই খেলাচ্ছলে দু'চার ঘা লাগাবার ইচ্ছে। রানা বাধা হয়ে মাঝখানে দাঁড়াল।

'বুড়ো গাধাটার নাম মি. ট্যালবট। আমার নাম মি. রড। তোমার?'

'হ্যামার,' হুঙ্কার ছাড়ল সে।

'তোমার পরিচয় পেয়ে খুশি হলাম, সিনর হ্যামার।' সুন্দর করে হাসল রানা, হাতটা বাড়িয়ে দিল।

'যথেষ্ট ছেলেমানুষি হয়েছে,' তাড়া লাগাল ডন হোমায়রা। 'বাকবোর্ড লোড করো তোমরা। সময় কম।'

একটা প্যাকিং কেস দু'জন মিলে তোলার জন্যে রানা আর ট্যালবট ঝুঁকল। ওদেরকে দেখানোর ছলে হ্যামার একাই একটা কেস অনায়াস ভঙ্গিতে তুলে নিল দু'হাতে।

তাচ্ছিল্যের সাথে হাসল সে। 'কোত্থেকে দু'জন মেয়েলোককে ধরে

এনেছেন, ডন হোসে! অ্যাই, জলদি করো, তোমাদের জন্যে সারাটা দিন নষ্ট করতে পারব না।'

বাকবোর্ডে কেসটা রেখে ফিরে এল সে, ঠেলে সরিয়ে দিল ট্যালবটকে, প্যাকিং কেসটার একটা দিক ধরল, তারপর টান দিয়ে কেড়ে নিতে চাইল রানার হাত থেকে। ছাড়ল না রানা, শক্ত করে ধরে রাখল, ডান বুটের ডগা দিয়ে সজোরে মারল হ্যামারের হাঁটুর নিচে। ওখানে সামান্য একটা আঘাতই চোখে সর্ষে ফুল দেখাবার জন্যে যথেষ্ট। এক পায়ে হোঁচট খেতে খেতে পিছিয়ে গেল হ্যামার, অশ্রাব্য গাল বেরিয়ে আসছে বিকৃত মুখ থেকে। দেখেও না দেখার ভান করল রানা, একাই প্যাকিং কেসটা রেখে এল বাকবোর্ডে। তারপর হ্যামারের দিকে ফিরল সে। 'দুঃখিত, ওখানে তুমি ছিলে বুঝতে পারিনি,' শান্তভাবে বলল ও।

সাবধানে এক পা এগোল হ্যামার, বিশাল হাত দুটো সামনে বাড়ানো। তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলল ডন হোসে, 'হ্যামার—বাদ দাও!'

অনিচ্ছাসত্ত্বেও পিছু হটল হ্যামার, ধিকিধিকি জ্বলছে লাল চোখ জোড়া। 'আপনি যা বলেন, ডন হোসে।'

'বাকবোর্ড নিয়ে পিছনে থাকো, হ্যামার,' শেভ্রোলের পিছনের সীটে ওঠার সময় বলল ডন হোমায়রা। সামনের সীটে রানার পাশে বসল ট্যালবট। গাড়ি নিয়ে পাহাড়ের মাথায় উঠে এল রানা, ট্যালবটকে একটা সিগারেট দিল।

বুড়ো নিচু গলায় বলল, 'কি করতে যাচ্ছিলেন—আত্মহত্যা?'

'হ্যামার?' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'গ্রানিট পাথরের একটা বড়সড় টুকরো, ঠিক জায়গায় বাড়ি মারো, একেবারে মাঝখান থেকে দু'ভাগ হয়ে যাবে।'

'তোমার কথা আমি শুনতে পাচ্ছি, রড,' পিছন থেকে বলল ডন হোমায়রা।

'আমি চেয়েছিও তাই,' জবাব দিল রানা, ট্যালবটের উদ্দেশে একটা চোখ টিপল।

সাহস আর শক্তি যতই থাক, রানা জানে, সত্যিকার লড়াই বাধলে হ্যামারের সাথে টিকতে পারবে এমন পুরুষ খুব কমই আছে। ও নিজেও পারবে বলে মনে করে না, কিন্তু পারবে কি পারবে না এই সংশয় থেকে যে চ্যালেঞ্জটা মনের ভেতর পাখা ঝাপটায় সেটার মাহাত্ম্য ট্যালবটের মত লোক কোন দিন বুঝবে না। ভয়ে কুঁকড়ে থাকলে দৈত্যের হাত থেকে বাঁচার উপায় হয় না।

সীটে হেলান দিল রানা, দিনের তাপ কাবু করছে ওকে, ছোট হয়ে আসছে চোখ দুটো। প্রচণ্ড উত্তাপে এরইমধ্যে ঝাপসা দেখাতে শুরু করেছে পাহাড়ী এলাকা, চারপাশের সব কিছু আকৃতি হারাচ্ছে। পাহাড়শ্রেণীর যতই ওপরে উঠল ওরা, প্রকৃতি ততই হয়ে উঠল নিরেট নিষ্প্রাণ। চারদিকে শক্ত-কঠিন লাভার বিস্তার, বিশাল পাথুরে প্রাচীরগুলো পাকানো রশির মত, ঢেউ খেলানো পথ, অনুর্বর। সোনা বাদ দিলে, ভাবল রানা, কে জানে আর কিসের আশায় মানুষ এখানে পড়ে থাকে!

'ট্যাঙ্কে ছয় ক্যান গ্যাস আছে,' এঞ্জিনের আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠল রানার চিৎকার, পিছন ফিরে হ্যামারের দিকে তাকাল। 'চিরকাল চলবে না। এদিকে গ্যাস পাবার উপায় কি?'

'উপায় আমি,' পিছনের সীট থেকে বলল ডন হোমায়রা। 'আমার খনিতে একটা ট্যাঙ্ক আছে।'

নিজেকে বলে রাখল রানা, রিজার্ভ গ্যাস থেকে খানিকটা কোথাও সরিয়ে রাখতে হবে। ওর ঘোড়ার জন্যে হোমায়রার ছোলার ওপর নির্ভর করে থাকা উচিত হবে না।

'এখন পর্যন্ত কোন গাড়িকে পাশ কাটাতে দেখলাম না,' বলল রানা।

'কেন, সিনরকে কেউ বলেনি আমরা ওল্ড ওয়েস্ট-এ রয়েছি?' হেসে উঠল ট্যালবট।

ডন হোমায়রাকে জিজ্ঞেস করল রানা, 'রাস্তাটা পাকা হবে কবে?'

'নরকের আগুন নিভলে,' ফিসফিস করে বলল ট্যালবট, ডন হোমায়রা যাতে শুনতে না পায়। দু'জনেই ওরা গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

'এত হাসির কি হলো?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

কাঁধ ঝাঁকাল দু'জন একসাথে, ফলে আরেকচোট হাসল ওরা। কোন কারণ না থাকলেও রাগে ফুলতে লাগল ডন হোসে। তার দৃষ্টিতে বিদেশী মাত্রই পূর্ণ বয়স্ক শিশু।

এক ঘণ্টা পর একটা পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে আরেক দিকে চলে এল গাড়ি, সেই সাথে ওদের চোখের সামনে উন্মোচিত হলো সোনালি এক বিশাল উপত্যকা, রোদ আর উত্তাপে এতই উজ্জ্বল যে তাকিয়ে থাকলে ব্যথা করে চোখ। একপাশে খাড়া গা নিয়ে সুদীর্ঘ রিজ, শৈলশিরাগুলো চোখা আর উঁচু-নিচু, পরিষ্কার আকাশে আঁকাবাঁকা রেখা টেনেছে, নিরেট নিষ্প্রাণ কাঠিন্যের ভেতরও ফুটে রয়েছে অবিশ্বাস্য রকম সৌন্দর্য।

'লোকে নাম দিয়েছে,' বলল ট্যালবট, 'ডেভিল'স স্পাইন।'

'দেখে মনে হচ্ছে দুর্ভেদ্য দুর্গ!' অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে রানা।

'প্রাচীন কালে তাই ছিল বটে। বলা হয় ওটার ওপরে কোথাও বিধ্বস্ত অ্যাজটেক শহর আছে।'

তারপরই গুলি হলো, শব্দ এবং প্রতিধ্বনি মিলিয়ে গেল দ্রুত। সাথে সাথে ব্রেক করেছে রানা, চোখের ওপর দু'হাতের ছায়া নিয়ে চারদিকে চোখ বোলাল।

'সম্ভবত কোন শিকারী,' মন্তব্য করল ডন হোমায়রা।

'অসম্ভব,' ফিসফিস করল ট্যালবট।

ছোট একজোড়া পনি নিয়ে পাহাড় টপকে নেমে এল দু'জন ইন্ডিয়ান। লাল ফ্ল্যানেল শার্ট আর বহুরঙা আঁটো পাজামা পরে আছে, প্রায় ইউনিফর্মের মত দেখতে, লম্বা চুল লাল ফ্ল্যানেল দিয়ে পিছন দিকে এক করে বাঁধা, হাতের ভাঁজে একটা করে রাইফেল। একজন তার জিনের ওপর ফেলে রেখেছে ছোট

একটা হরিণের ধড়।

'বললাম না শিকারী,' ওদেরকে আশ্বস্ত করতে চাইল ডন হোমায়রা।

ঢাল বেয়ে নেমে আসছে তারা, তীরবেগে। লাগাম না টেনে, দাঁড়িয়ে পড়া গাড়িটার দিকে এমনভাবে আসছে যেন চড়াও হতে চায় বা কোন মেসেজ দেয়ার জন্যে একেবারে গা ঘেঁষে দাঁড়াবার ইচ্ছে।

শ্লথগতিতে গাড়ি নিয়ে সামনে এগোল রানা। ইন্ডিয়ানদের একজন তার রাইফেলের ব্যারেল সামান্য একটু তুলল।

'সাবধান, রড,' সতর্ক করে দিল ডন হোমায়রা। 'এদের সাথে আমরা লাগতে চাই না।' কিন্তু রিয়ার ভিউ মিররে চোখ পড়তেই রানা দেখল, ওয়েস্ট ব্যান্ড থেকে রিভলভার বের করেছে সে। সাথে কোল্ট না থাকায় নিজেকে নগ্ন-লাগল ওর।

অকস্মাৎ শকুনের মত তীক্ষ্ণ একটা মনুষ্যকণ্ঠ শোনা গেল, কিন্তু ভাষাটা রানার অজানা। পরমুহূর্তে পাহাড়ের মাথায় তৃতীয় ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল, চওড়া ঢালে ধুলোর মেঘ তুলে ধেয়ে আসছে ওদের দিকে। প্রায় চোখের পলকে প্রথম আর দ্বিতীয় ঘোড়সওয়ারকে পিছনে ফেলল সে, লাগাম টেনে ধরায় প্রতিবাদে মুখর হয়ে উঠল তার ঘোড়া। শেভ্রোলের পাশে থামল। স্থির দৃষ্টিতে তাকাল ডন হোমায়রার দিকে।

হিংস্র চেহারার একজন ইন্ডিয়ান, নিখুঁত লাটিম আকৃতির মুখ, যেন খয়েরি পাথর কেটে তৈরি। চওড়া লাল একটা রুমালে কপাল আর মাথা ঢাকা, যদিও কাঁধ পর্যন্ত লম্বা কালো চুল পতাকার মত উড়ছে বাতাসে। পরনে রঙচটা কালো আলখিল্লা, হাঁটু পর্যন্ত গুটানো। হাতে তৈরি কর্কশ হাইড বুট পায়ে।

নিস্তব্ধতার ভেতর উত্তেজনায় টান টান হয়ে উঠল পরিবেশ, গাড়ির পাশে নৃত্যরত পনিগুলো পায়ের কাছে ধুলোর ছোট ছোট ঘূর্ণি তৈরি করছে। ডন হোসে হোমায়রার চেহারা রীতিমত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। ইন্ডিয়ান বীরপুরুষের দিকে পাল্টা দৃষ্টি হেনে তাকিয়ে থাকল সে, চোয়ালের একটা পেশী বার কয়েক লাফাল। ইন্ডিয়ান সর্দারের স্লেটরঙা চোখে শান্ত সমাহিত দৃষ্টি, চোখের সরু ফাটলে উজ্জ্বল গোলাপী রোদ ঢুকলেও পাতা একচুল কাঁপল না পর্যন্ত। একেবারে হঠাৎ করেই সে তার ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল, ঘন ঘন দীর্ঘ লাফে চোখের পলকে সরে গেল দূরে, সঙ্গীরাও তাকে অনুসরণ করল, পিছনে শেভ্রোলেটাকে রেখে গেল ঘন ধুলোর ভেতর।

'জানোয়ারটাকে একদিন আমি খুন করব,' পিছন থেকে বলল ডন হোমায়রা। গিয়ার বদলে স্পীড তুলল রানা।

'খুব কঠিন একটা কাজ,' মন্তব্য করল রানা।

'অসভ্য অ্যাপাচী!' রাগে গরগর করছে ডন হোসে।

'কার্টিজ নাম—হুয়ান কার্টিজ,' পাশ থেকে বলল ট্যালবট। 'আগে কখনও অ্যাপাচীদের সাথে মোলাকাত হয়েছে, বস্?'

মাথা নাড়ল রানা। 'শুধু সিনেমায় দেখেছি।'

'তাহলে শুনুন…'

গাড়ি চালাচ্ছে রানা, ট্যালবট ওকে জ্ঞানদান করছে।

'অ্যাপাচী মানেই হলো শত্রু। আগেকার দিনে ওরা বাঁচতই যুদ্ধ করার জন্যে। অন্য গোত্রের সাথে, বসতিস্থাপনকারীদের সাথে, নিজেদের সাথে—একটা না একটা যুদ্ধের মধ্যে থাকতেই হবে ওদের। স্টেটস্-এর অ্যাপাচীদের যথেষ্ট পোষ মানানো গিয়েছিল। ফ্লোরিডার কোথায় যেন ওদের অনেককে পাঠিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু বাকি যারা এদিকে চলে আসে…ওদের সাথে লাগলে আপনার জীবনে অভিশাপ নেমে আসবে। কার্টিজ একজন ব্রঙ্কো অ্যাপাচী, গোত্রটা এখনও তাদের প্রাচীন বিশ্বাস আর নীতি আঁকড়ে ধরে আছে। এক দুর্ঘটনায় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে পিঠ ভাঙে, নাকোজারি মিশন হাসপাতালে ভর্তি করা হয়, ওখানে খ্রীস্টান যাজকরা তাকে লেখাপড়া শেখায়।'

'পাগলামি আর কি!' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল ডন হোমায়রা।

'এখন সে পেশাদার না হলেও একজন ব্রাদার, হারমোজার ফাদার পামকিনের সাথে কাজ করে। সবার ধারণা বুড়ো ফাদার মারা গেলে তার জায়গায় কার্টিজই আসবে।'

'তার আগে আমার লাশ ফেলতে হবে,' হুঙ্কার ছাড়ল ডন হোমায়রা। 'কার্টিজ চিরিকাহুয়া অ্যাপাচী, ঈশ্বরের দুনিয়ায় সবচেয়ে হিংস্র পশু। আজও যারা বেঁচে আছে তাদের প্রত্যেককে গুলি করে মারা উচিত।'

'হারমোজায় ঠিক তাই করছে সে,' রানার কানে ফিসফিস করল ট্যালবট।

ওদের দিকে কটমট করে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ফিসফাস করছ কেন?'

'সন্দেহ করবেন না,' হাসল রানা। 'দু'জন প্রবাসী নির্দোষ গল্পগুজব করছি খানিক।' ট্যালবটকে জিজ্ঞেস করল, 'খনিতে ইন্ডিয়ান যারা কাজ করে তারা অ্যাপাচী?'

মাথা ঝাঁকাল ট্যালবট। 'বেশির ভাগ চিরিকাহুয়া, দু'একজন মিমব্রেনোসও আছে।'

'এত সব তুমি জানলে কোত্থেকে?'

'রেমারিক আমার বন্ধু, তার কাছ থেকে। ছোকরা ত্রিশও পেরোয়নি, কিন্তু অ্যাপাচীদের সম্পর্কে তারচেয়ে বেশি কেউ জানে না। প্যারিস থেকে এসেছিল ওদেরকে নিয়ে একটা বই লেখার জন্যে, চাইনীজ রেস্তোরাঁয় শীলা হংকঙের ম্যানেজার শেষ পরিণতি।'

কয়েক মুহূর্ত পর উঁচু একটা ঢালের মাথায় উঠে এল গাড়ি, নিচের উপত্যকায় হারমোজা দেখা গেল। একটাই রাস্তা, দু'পাশে রোদে পোড়ানো ইঁটের তৈরি পঁচিশ-ত্রিশটা সমতল ছাদ নিয়ে ছোট-বড় বাড়ি। সাদা চুনকাম করা একটা চার্চ রয়েছে, একধারে বেল টাওয়ার। হোটেল ও রেস্তোরাঁটাই হারমোজার একমাত্র দোতলা, ঢালের মাথা থেকে পরিষ্কার চেনা গেল।

দীনহীন চেহারার ছেলেমেয়ের দল হাত বাড়িয়ে শেভ্রোলের পিছু পিছু ছুটল, পয়সা চায়। এক মুঠো খুচরো পয়সা জানালা দিয়ে ছুঁড়ে দিল ডন

হোমায়রা, কুড়োবার জন্যে ঝাঁপিয়ে পড়ল বাচ্চারা. তাই দেখে খ্যাক্ খ্যাক্ করে হাসতে লাগল সে। হোটেলের সামনে গাড়ি থামাল রানা। সামনেই ঝলমল করছে সাইনবোর্ডটা—শীলা হংকং। তার নিচে লেখা রয়েছে, চাইনীজ হোটেল অ্যান্ড রেস্তোরাঁ।

গাড়ি থেকে নামল ওরা। ছড়ি ঘুরিয়ে রোদ আর উত্তাপকে শাসাল ডন হোমায়রা। 'এই শালার গরমে জান খারাপ হয়ে গেছে। সন্ধ্যায় রোদ গুটোলে ঠাণ্ডা পড়বে, তখন খনিতে যাব আমি।' সবাইকে নিয়ে ভেতরে ঢুকল সে।

ঢোকার মুখে রানার কনুই ধরে টানল ট্যালবট। 'প্রার্থনা করি প্রথমেই যাতে শীলার সাথে দেখা না হয় ওর,' নিচু গলায় বলল সে। 'কেউ কাউকে দেখতে পারে না।'

'পথ দেখাও হে,' ব্যস্ত ভঙ্গিতে বলল রানা। 'আমার হুইসেলটা ভেজাতে চাই।'

ভেতরে ঢুকে ডন হোমায়রাকে কোথাও দেখল না ওরা। পাথরের দেয়াল ঘেরা বড়সড় একটা কামরায় দাঁড়িয়ে রয়েছে রানা, অনেকগুলো চেয়ার-টেবিল দেখতে পাচ্ছে, তামা দিয়ে মোড়া বার রয়েছে এককোণে। এক যুবক ওদের জন্যে দুটো গ্লাসে বিয়ার ঢালল।

ট্যালবটকে দেখে হাসল যুবক, বলল, 'দ্বিতীয় ঈশ্বর এইমাত্র জানিয়ে গেল তুমি ফিরে এসেছ, বন্ধু। সে তার নিজের কামরায় উঠে গেল।' এই ছোকরাই যে রেমারিক বুঝতে অসুবিধে হলো না রানার, ইংরেজী উচ্চারণে পরিষ্কার ফরাসী টান।

দীর্ঘ একটা চুমুক দিয়ে গ্লাসটা খালি করল ট্যালবট। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মুছে বলল, 'এরকম আরেক গ্লাস পেলে আবার আমি মানুষ হয়ে উঠব। আঁদ্রে রেমারিক, পিটার রড।'

করমর্দন করল ওরা, সহাস্যে আরও দুটো গ্লাস ভরে দিল ফরাসী যুবক। 'তোমরা যে আসছ সে-খবর হোমায়রার টেলিগ্রামে আগেই জেনেছি আমরা, মশিয়ে রড।'

রেমারিক সহজ-সরল, ভীরু প্রকৃতির যুবক, অন্তত চেহারা দেখে তাই মনে হলো রানার। একটু বেশি রোগা, মাথাভর্তি ঝাঁকড়া চুল চেহারায় শিল্পীসুলভ ভাব এনে দিয়েছে। এ-ধরনের লোককে অপছন্দ করা কঠিন।

ট্যালবটের দিকে ফিরল রানা। 'এরপর কি?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট। 'শুনলেন না রেমারিক বলল দ্বিতীয় ঈশ্বর। তার মেজাজ-মর্জির কোন ঠিক-ঠিকানা নেই। সম্ভবত কাল সে আমাদেরকে খনিতে দেখতে চাইবে।'

'তার আগে পর্যন্ত কি হবে আমাদের?'

জবাব দিল রেমারিক, 'হোমায়রা রাতের জন্যে তোমাদের কামরা রিজার্ভ করেছে। সিঁড়ির মাথায় বাদামী দরজা।'

'তারপর,' জিজ্ঞেস করল রানা। 'আমরা যখন খনিতে কাজ করব?'

'কর্মচারীদের থাকার আলাদা ব্যবস্থা আছে, খনিতেই।'

বিয়ার শেষ করল রানা। 'যদি কিছু মনে না করো, ওপরে যাচ্ছি আমি। মনে হচ্ছে পুরো এক হপ্তা ঘুমাইনি।'

রেমারিকের দিকে ফিরে হাসতে শুরু করল ট্যালবট। 'আসার পথে যা ঘটল না! ভিকো তার দলবল নিয়ে ট্রেন দখল করতে চেয়েছিল। তারপর কার্টিজের সামনে পড়ে গেলাম। বুঝতেই পারছ, তোমার দ্বিতীয় ঈশ্বর খোশমেজাজে নেই।'

'কি বললে? কার্টিজকে দেখেছ?' আগ্রহে চকচক করে উঠল রেমারিকের চোখ। 'কেমন আছে সে?'

'সত্যি কথা যদি বলি, তার চোখে রক্ত নাচছে। দেখো, এই বলে রাখলাম, বেশি দেরি নেই, হোমায়রা তার একটা ব্যবস্থা করবে।'

রেমারিক গম্ভীর হলো। 'সেদিন দ্বিতীয় ঈশ্বরের পতন ঘটবে,' ভবিষ্যদ্বাণী করল সে।

'কেন, তোমার ধারণা কার্টিজ বিপজ্জনক?' জিজ্ঞেস করল রানা।

কানের পিছন থেকে সিগারেট নিয়ে ধরাল রেমারিক। 'সময় গড়িয়েছে, সময়ের সাথে সব কিছু বদলেছে, কিন্তু বন্ধু,' ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল সে, '—না, অ্যাপাচীরা বদলায়নি। মাটির বুকে ওদের মত বিপজ্জনক যোদ্ধা আর কেউ কখনও হাঁটেনি। হোমায়রা একদিন টের পাবে কার্টিজকে ঘাঁটানো তার উচিত হয়নি। কিন্তু তখন অনেক দেরি হয়ে যাবে।'

তাল মেলাল ট্যালবট, 'যা বলছে বুঝেশুনেই বলছে আঁদ্রে, অ্যাপাচীদের সম্পর্কে ওর চেয়ে ভাল কেউ জানে না।'

'এই মুহূর্তে আমি অবশ্য শুধু,' বলল রানা, 'আট ঘণ্টা টানা ঘুম আর ঘুমের আগে গোসলের ব্যবস্থা সম্পর্কে আগ্রহী।'

বার থেকে হলের আবছা অন্ধকারে বেরিয়ে এল রানা, জ্যাকেটটা খোলার জন্যে থামল, ঘাম গড়িয়ে পড়ায় পিট পিট করছে চোখ। পোর্চ থেকে পায়ের শব্দ ভেসে এল, স্পার-এর ঝুনঝুন আওয়াজ তুলে ভেতরে ঢুকল কেউ।

ধীরে ধীরে ঘুরল রানা। দোরগোড়া থেকে তাকিয়ে আছে যুবতী এক মেয়ে। রাস্তার প্রকট সাদা আলো তার একহারা কাঠামো ঘিরে রেখা তৈরি করেছে। বুটের সাথে গোড়ালিতে স্পার, পরে আছে কালো চামড়ার স্প্যানিশ রাইডিং ব্রীচ, গলার কাছে খোলা সাদা শার্ট, আর একটা কর্ডোবান হ্যাট।

তবে অন্ধ করে দিল মেয়েটার মুখ। এমন কালো হরিণ চোখ বঙ্গললনা ছাড়া আর কারও এই প্রথম দেখছে রানা, মুখের তুলনায় অস্বাভাবিক বড়। সুগঠিত নাক, নাকের ফুটো, ঠোঁট, কপাল, সব মিলিয়ে যেন আলাদা একটা সপ্রাণ অস্তিত্ব। একটু বাঁকা হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার তার এই অনায়াস ভঙ্গি এক নিমেষে অনেক কিছু ফাঁস করে দেয়—নিজের ওপর অবিচল আস্থা রয়েছে তার, দিন কাটে অফুরান আনন্দে, ঈশ্বর তাকে প্রশান্তি দান করেছেন। চার চোখের মিলন হতে না হতেই অযৌক্তিক উত্তেজনায় কাতর হয়ে পড়ল রানা।

তারপর রানার মনে পড়ল। হ্যাঁ, ওর জীবন থেকে হারিয়ে যাওয়া সেই মেয়েটার সাথে মিল আছে, কিন্তু চেহারায় নাকি ভঙ্গিতে, কিংবা আর কিছুতে,

ঠিক খুঁজে পাওয়া যায় না। মনে হলো, মিল খুঁজতে যাওয়াটাই যেন মস্ত এক বোকামি। আদর্শ সৌন্দর্যের এই হলো বৈশিষ্ট্য, তুলনা চলে না।

'তুমি সিনর রড?' জিজ্ঞেস করল মেয়েটা। 'পিটার রড, যে আমার কাকার খনি চালাবে? আমি শীলা ফনটেলা কনসুয়েলা দ্য হোমায়রা।'

মাথা থেকে হ্যাট নামাল শীলা, ব্লু-ব্ল্যাক চুল বেরিয়ে পড়ল, মাথার পিছনে মস্ত এক খোঁপা। হাতটা বাড়াল সে আশ্চর্য বালকসুলভ ভঙ্গিতে, প্রয়োজনের চেয়ে কয়েক সেকেন্ড বেশি মুঠোর ভেতর ধরে রাখল রানা, কোমল আঙুলের শীতল স্পর্শ ওকে যেন অবশ করে দিল।

'জানো, এই প্রথম মনে হচ্ছে মেক্সিকোয় এসে আমি ভুল করিনি,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

চেহারায় যে দৃষ্টিটা ফুটল স্থায়ী হলো মাত্র এক সেকেন্ড, তারপরই হাসল শীলা। গলার ভেতর থেকে সুমধুর হাসি উথলে বেরিয়ে এল, যেন পানির ওপর দিয়ে ভেসে এল জাহাজের ঘণ্টাধ্বনি।

পাঁচ

চোখ মেলল সন্ধ্যায়। ঘুমের মধ্যে গা থেকে সরে গেছে চাদর, কয়েক মুহূর্ত অর্ধ-নগ্ন পড়ে থাকল বিছানায়, চোখ পিটপিট করে দেখল সিলিঙে গাঢ় হচ্ছে ছায়া, তারপর ছোট্ট লাফ দিয়ে মেঝেতে দাঁড়াল। ঝুল-বারান্দার দিকে জানালাটা খোলা, মৃদু বাতাসে পর্দা দুলছে।

উঁকি দিয়ে দেখল হোটেলের পিছন দিককার উঠান খালি। বাথরুম একটা আছে বটে, কিন্তু পরিচ্ছন্ন নয় বলে মনটা খুঁত খুঁত করতে লাগল। পাথরের মস্ত একটা টব থেকে দুটো টিনের বালতিতে পানি ভরে ঝুল-বারান্দায় নিয়ে এল ও, এক এক করে দুটো বালতিই খালি করল মাথায়।

তোয়ালে দিয়ে গা মুছল, ট্রাউজার আর শার্ট পরে দাঁড়াল ভাঙা আয়নার সামনে, হাত বোলাল খোঁচা খোঁচা দাড়িতে। একটা সুটকেস থেকে বেরুল রেজার আর শেভিং ক্রীম।

দাড়ি কামানো শেষ হয়েছে, নক হলো দরজায়। ভেতরে ঢুকল ডন হোসে হোমায়রা, হাতে রানার হোলস্টার আর কোল্ট পয়েন্ট থ্রী-টু। বিনাবাক্যব্যয়ে সেগুলো বিছানায় ফেলল সে।

'বিচিত্র ঘটনা আজও তাহলে ঘটে,' মন্তব্য করল রানা।

'ওতে আট রাউন্ড আছে, মাই ফ্রেন্ড, তুমিও জানো। আমাদের সাথে যদি কার্টিজের গোলমাল বাধে, আট রাউন্ড কি যথেষ্ট বলে মনে করো?'

কোল্টটা দ্রুত চেক করল রানা। 'এক রাউন্ডই যথেষ্ট। আবার আট রাউন্ডও খুব কম হতে পারে। নির্ভর করে পরিস্থিতির ওপর।'

'তোমাকে বিশ্বাস করা আমার ভুল হবে?'

'কাউকে বিশ্বাস করাই ভুল।'

হেসে উঠল ডন হোমায়রা। 'এখানে কিছু পেসো আছে, নিচের সেলুনে বসলে লাগতে পারে। এটা দান নয়, তোমার বেতনের অগ্রিম। দেখো, পোকার খেলে হেরে বোসো না।'

'পোকারে আমি হারি না,' বলল রানা। 'আমার গাড়ির জন্যে গ্যাস দরকার, তার কি ব্যবস্থা?'

'অস্ত্র দিয়ে তোমাকে বিশ্বাস করেছি, কারণ আমার কাছে আরও আছে,' বলল ডন হোমায়রা। 'তাছাড়া, অস্ত্র ছাড়াও আমার আরেকটা শক্তি আছে—হ্যামার। কিন্তু এখুনি তোমাকে আমি গ্যাস দিয়ে বিশ্বাস করতে পারি না, কারণ অতিরিক্ত গ্যাস পেলে তোমার মাথায় হারমোজা ত্যাগ করার কুবুদ্ধি গজাতে পারে। তারচেয়ে, বন্ধু, ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস করো।' করিডরে বেরিয়ে গেল সে, তারপরও কিছুক্ষণ তার হাসির আওয়াজ পেল রানা।

কোথায় কে যেন গিটার বাজাচ্ছিল অনেকক্ষণ থেকে, সুরের সাথে তাল রেখে কোমল সুরে এবার একটা মেয়ে গান ধরল। ভাষা বা সুর কিছুই পরিষ্কার নয়, অচেনা, তবু রানার মনটা আকুলিবিকুলি করতে লাগল। ঘরে থাকা দায় হয়ে উঠল, ঝুল-বারান্দায় টেনে নিয়ে এল সুরটা ওকে।

সন্ধ্যা নেমেছে, কিন্তু এখনও চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়নি। যতদূর দৃষ্টি যায়, রুক্ষ প্রকৃতি নিশ্চল পড়ে আছে। আকাশের গায়ে আঁকাবাঁকা খাঁজ কেটেছে পাহাড়ের চূড়াগুলো, গোটা আকাশ এত বিরাট যে নিজেকে পতঙ্গের মত ক্ষুদ্র মনে হলো, বন্ধ হয়ে আসতে চাইল দম। মেক্সিকোর এই দুর্গম পার্বত্য এলাকায় কোনও দিনও আসা হত না ওর, যদি না রাহাত খান হার্মিসের ফেলা জালের বাইরে থাকার পরামর্শ দিতেন ওকে। বিদেশ-বিভূঁই, সাবধানে থাকতে হবে ওকে, কারণ বিপদে পড়লে কোথাও সাহায্য পাওয়া যাবে না। পরিবেশটা বৈরী, সন্দেহ নেই, লোকগুলোও সুবিধের নয়। তবে শুধু যে ডন হোমায়রা আর হ্যামার বাস করে এখানে তা নয়, ট্যালবট আর রেমারিকের মত লোকও আছে। আছে কার্টিজ, যার সম্পর্কে এখনও তেমন কিছু জানে না ও। আর আছে শীলা···

হঠাৎ করে, প্রায় বিদ্যুৎ চমকের মত, গানের প্রতিটি শব্দ অর্থময় হয়ে উঠল। কখনও শোনেনি রানা, তবে ইংরেজী গান। সুরটাও অচেনা, কিন্তু ব্যাকুল আহ্বান ঠিকই অস্থির কাতর করে তুলল ওর হৃদয়টাকে। মেয়েটা তার মানসপ্রিয়কে ডাকছে। রোদন ভরা কোমল করুণ সুর, গানের কথাগুলো প্রেমের রসে সিক্ত। প্রিয় হে, ধূমকেতু, তোমার আগমনে পুলকে আবেগে অধীর হলাম, সার্থক হলো নিঃসঙ্গ এই জীবন, কিন্তু বিদায়ের ঘণ্টা যখন বাজবে তখন বিচ্ছেদ যাতনা সইব কিভাবে। কাজেই হে মহানুভব, কাছে এসে চুমো খাও ঠোঁটে, মন্ত্র দাও কানে, অঙ্গজ্বালা নেভাও, তোমার ছাপ রেখে যাও আমার সর্বাঙ্গে, হয়তো তাহলেই শুধু তোমাকে হারাবার শক্তি আর সাহস পাব আমি।

শোল্ডার হোলস্টার পরে চুল আঁচড়াল রানা, বেরিয়ে এল কামরা থেকে। গানের সুর অনুসরণ করে গায়িকার খোঁজ বের করে ফেলল ও।

বিল্ডিংটার শেষ মাথায়, ঝুল-বারান্দার রেলিঙে কোমর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে শীলা দ্য হোমায়রা, গিটারের তারে আঙুল, দৃষ্টি বহুদূর সূর্যাস্তের দিকে। কণ্ঠস্বর স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

ওর পায়ের শব্দে দ্রুত ঘাড় ফেরাল শীলা, তারের ওপর আঙুলের শেষ আঁচড় উচ্চকিত ঝন ঝন আওয়াজ তুলে সন্ধ্যার বাতাসে মিলিয়ে যেতে লাগল। মাথায় নীল একটা ম্যানটিলা বা ওড়না জড়িয়েছে সে, কাঁধ ঢাকা শালটা টকটকে লাল। পরনে কালো সিল্ক, বুক আর গলার কাছে চৌকো করে কাটা। বডিসের কিনারায় সাদা আর নীল ইন্ডিয়ান এমব্রয়ডারি।

ঠোঁট টিপে হাসল, ঠিক যেন মোনালিসা। 'গোসল করে এখন ভাল লাগছে তোমার?'

'তুমি দেখেছ?'

'হ্যাঁ, দেখেই পিছন ফিরে দাঁড়াই।'

'তোমার ড্রেসের প্রশংসা করতে হয়। ঠিক এরকম কিছু আশা করিনি।'

'কি আশা করেছিলে, উত্তেজক চাইনীজ কিছু? ওগুলোও আমি পরি, যদি মূড ভাল থাকে, কিন্তু আজ রাতে স্প্যানিশ অনুভূতিগুলো আমাকে পেয়ে বসেছে।'

'তোমার কোন্ অংশটা নিয়ে তুমি বেশি গর্বিত—স্প্যানিশ হাফ, নাকি চাইনীজ হাফ?'

'নিজেকে যখন চীনা বলে মনে করি, গর্ব হয় আমি একটা প্রাচীন ও উন্নত সভ্যতার উত্তরাধিকারিণী বলে, শুধু একটা জিনিস ভাল লাগে না।'

'কি সেটা?'

'ওরা গানপাউডার আবিষ্কার করেছিল,' বলল শীলা, কাছে সরে এল। রানা জানে না ঠিক কি আশা করবে ও। তবে শীলা শুধু ওর শরীরের একটা পাশ স্পর্শ করল, যেখানে শোল্ডার হোলস্টার মাথাচাড়া দিয়ে রয়েছে। 'কে তুমি?' জিজ্ঞেস করল সে।

'আর যখন নিজেকে স্প্যানিশ মনে করো?' প্রশ্ন করল রানা, এড়িয়ে গেল প্রশ্নটা।

'বাবা বলতেন, হোমায়রাদের একজন স্প্যানিশ আর্মাডায় ছিল।'

'কিন্তু তারা ইংরেজদের কাছে হেরে যায়।'

'সব সময় বিজয়ী হওয়াটাই কি সবকিছু?' ম্লান হাসল শীলা। 'আমার কথা থাক। তোমার কথা বলো।'

'কি মনে হয়?'

'জেদি, গর্বিত, অসম্ভব একটা চরিত্র। শুধু নিজের পথেই চলতে চাও। এখন নাহয় আমার কাকার পেশী হিসেবে কাজ করছ, কিন্তু আগে-পরে তোমার পেশা কি? নিশ্চয় টের পেয়েছ কাকা তোমাকে হ্যামারের বিরুদ্ধে খেলাচ্ছে?'

'হ্যাঁ।'

'কাকার হয়ে শেষ যে আমেরিকান লোকটা কাজ করত, তার পরিণতি সম্পর্কে শুনেছ?'

'শুনেছি।'

'তোমার কি ধারণা, অন্যেরা দুর্ভাগা হলেও তোমার ওপর ঈশ্বরের বিশেষ কৃপাদৃষ্টি আছে?'

হেসে ফেলল রানা। 'হ্যাঁ।'

'তুমি আমার কোন প্রশ্নেরই উত্তর দিলে না। তুমি এত রহস্যময় কেন?'

শীলার একটা হাত ধরল রানা। 'কাকে ডাকছিলে, বলবে?'

'ধূমকেতু জানে,' বলে নিজেকে ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করল শীলা, আগেই মুখ ঘুরিয়ে নিয়েছে। একটু জোর খাটিয়ে তাকে নিজের দিকে ফেরাল রানা, আলতোভাবে চুমো খেল ঠোঁটে, বুক জোড়া এক হতে দিল না শোল্ডার হোলস্টার ব্যথা দিতে পারে ভেবে। এর আগেও একটা মেক্সিকান মেয়েকে চুমো খেয়েছে রানা, সাথে সাথে হাত দিয়ে বুক ঢেকে ফেলেছিল সে। কিন্তু শীলা শুধু হাসল, তারপর সামান্য একটু ঘুরল যাতে দ্বিতীয়বার রানা চেষ্টা না করে।

এক সেকেন্ডের জন্যে রানার মনে হলো হৃৎপিণ্ডটাই বোধহয় খুব জোরে লাফাচ্ছে, তারপর বুঝল—না, সন্ধ্যার বাতাসে ভর করে ড্রাম পেটানোর আওয়াজ ভেসে আসছে। কান পাততে মানুষজনের গলাও পাওয়া গেল। এক কি দেড়শো গজ দূরে একটা গর্তের ভেতর থেকে আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠল। আবছাভাবে শিবিরটাও চোখে পড়ল এবার।

'ইন্ডিয়ান?'

'চিরিকাহুয়া অ্যাপাচী। গান গেয়ে প্রার্থনা করছে ওরা, স্কাই গডকে বলছে কাল সকালে যেন সূর্যকে ফিরিয়ে দেন তিনি। ওদের ওখান থেকে ঘুরে আসতে চাও? সাপারের আগে হাতে সময় আছে।'

নির্জন কাঠের সিঁড়ি নেমে গেছে পিছনের উঠানে। কাউকে পাশে নিয়ে নামতে চাইলে জায়গায় কুলোয় না, তবু রানার পাশেই থাকল শীলা। ধীরে ধীরে নামল ওরা। চারদিক ঘেরা উঠানের মেঝে স্লেট-রঙা পাথরের, দেয়ালগুলোও। মাথার দিকটা ফাঁকা, প্রচুর বাতাস আসছে। রানার একটা হাত ধরল শীলা, চাপ দিল মৃদু। নিজেকে রানার বিপুল ঐশ্বর্যের একচ্ছত্র অধিপতি বলে মনে হলো, যে সম্পদ হারালে কষ্ট হবে ওর।

কথা হলো না, উঠান থেকে বিল্ডিঙের বাইরে বেরিয়ে এল ওরা। দু'জনের দুটো হাত এক হয়ে আছে।

খানিক পর শীলা বলল, 'ট্যালবটের কাছে শুনলাম কিভাবে কাকা তোমাকে ফাঁসিয়েছে। মানুষটা যে···'

'হ্যাঁ, খুব বিরক্তিকর। শুনেছি ওর সাথে তোমার বনে না। ডন কি চায় তুমি বিদায় হও?'

'হ্যাঁ, আমার অস্তিত্বই মেনে নিতে পারে না। প্রস্তাবটা দিয়ে রেখেছে,

আমি রাজি হলেই কিনে নেবে হোটেল।'

'কিন্তু তুমি এখানে থাকতে চাও?'

মাথা ঝাঁকাল শীলা। 'আমার যখন বারো বছর বয়স, বাবা আমাকে মেক্সিকো সিটির কনভেন্ট স্কুলে পাঠিয়েছিল। পাঁচ বছর ছিলাম ওখানে। যেদিন ফিরলাম, মনে হলো এই জায়গা ছেড়ে আমি কখনও কোথাও যাইনি।'

'কেন সে-কথা মনে হলো? কি আছে এখানে?'

'সে কাউকে বুঝিয়ে বলা যায় না। কি নেই এখানে? ছেলেবেলার স্মৃতি, আমার কৈশোর, যৌবনের প্রথম স্বপ্নগুলো, সবই তো এখানে। আমার মা আর বাবা। আর কারও কথা জানি না, আমি একজনের অপেক্ষায় ছিলাম—দেখো না, কিভাবে যেন দুনিয়ার এই এক কোণে, দুর্গম এই প্রান্তরে খুঁজে খুঁজে ঠিকই চলে এসেছে সে। আর কোথাও কেন আমি যাব, বলো? এখানকার প্রকৃতিকে আমি চিনি, আমার সব আশাই পূরণ করে সে…'

'যে চলে এল, তাকে আটকাতে…,' শেষ করতে পারল না রানা, ওর মুখে হাতচাপা দিল শীলা।

বলল, 'ও-সব কথা থাক না এখন। কি জানো, শহর আমার একদম পছন্দ নয়। তোমার?'

'খুব একটা না।'

'আমাকে খুশি করার জন্যে মিথ্যে কথা বলছ।'

রানা নিরুত্তর।

'মেক্সিকোর ধরন-ধারণ সম্পর্কে জানো তুমি, রড? এখানকার লোকেরা দুর্ধর্ষ অপরাধীদের মধ্যে থেকে হিরো নির্বাচন করে। তুমি যেখান থেকে এসেছ সেখানকার লোকেরাও কি তাই করে, রড?'

শীলা কি ওর পরিচয় আন্দাজ করতে চাইছে? কিছু কি শুনেছে সে? 'তোমার কাকা,' বলল রানা, 'ভিকোর চেয়ে অনেক বড় অপরাধী।'

'হ্যাঁ,' বলল সে, হেসে উঠল, ছেড়ে দিয়ে আবার ধরল রানার হাত, আবার ছেড়ে দিল।

রানার ইচ্ছে হলো আবার তাকে চুমো খায়। চোখ রাঙাল নিজেকে, বাড়াবাড়ি কোরো না, সংযমী হতে শেখো।

'এদিকের একটা জিনিস লক্ষ্য করেছ তুমি?' জিজ্ঞেস করল শীলা। 'পাথর চকমক করে, পাহাড় নাচে, আর সব কিছুর মধ্যে আবছা নীল কুয়াশার ছোঁয়া আছে? আমার কি মনে হয় জানো? শহর থেকে বহুদূরে এই সব দুর্গম এলাকাগুলো আসলে ঈশ্বরের মুখ, যা কিনা খুব পরিষ্কারভাবে আমাদের দেখতে পাবার নয়।'

রানা টের পায়নি আবার কখন ওর কনুইয়ের ওপরটা ধরেছে শীলা, চোখ নামিয়ে হাতটার দিকে তাকাল ও। লালচে হলো শীলা, এবং মুহূর্তের জন্যে আত্মপ্রত্যয়ের আড়ষ্ট ভাবটুকু ছেড়ে গেল তাকে। বিষণ্ন, লাজুক ক্ষীণ হাসি ফুটল সারা মুখে। রানার মনে হলো দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দরী মেয়েটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে ও।

কুমারী মেয়েদের চোখে যে-ধরনের সন্ত্রস্ত একটা ভাব থাকে, প্রায় তার কাছাকাছি একটা ভাব লক্ষ করল রানা শীলার চোখে। এবার তার হাতে হাত রেখে ও-ই চাপ দিল একটু। তার হাসি আরও গভীর আর উজ্জ্বল হলো, এখন আর সন্ত্রস্ত লাগছে না, যেন নিজের ওপর আবার সে নিয়ন্ত্রণ ফিরে পেয়েছে।

কথা না বলে ঘুরল ওরা, তাঁবুর দিকে পা বাড়াল। চামড়ার তৈরি তিনটে তাঁবু, গোলাপী একটা অগ্নিকুণ্ডকে ঘিরে। একপাশে তিন কি চারজন লোক বসে গান করছে, তাদের একজন বাড়ি মারছে ড্রামে। আরেক দিকে রাতের খাবার তৈরিতে মেয়েরা ব্যস্ত।

চারদিক থেকে ছুটে এলেও, হঠাৎ আড়ষ্টভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে পড়ল কয়েকটা বাচ্চা। হাসল শীলা। 'নতুন লোক দেখলে ওদের আর পা চলে না।' নিজেই এগিয়ে গেল সে, তাকে নিজেদের মধ্যে পেয়ে আনন্দ মুখর হয়ে উঠল দলটা। কিছুক্ষণ অ্যাপাচীদের ভাষায় ভাব বিনিময় চলল, তারপর রানার দিকে ইঙ্গিত করল শীলা। 'নতুন, কিন্তু লোক ভাল—তোমাদের বন্ধু হতে চায়।' সবাইকে নিয়ে সবচেয়ে বড় তাঁবুটার দিকে এগোল সে, কাছাকাছি পৌঁছুবার আগেই তাঁবুর পর্দাটা গুটিয়ে ওপর দিকে উঠে গেল। বেরিয়ে আসা লোকটাকে অসম্ভব ভঙ্গুর মনে হলো, যেন জোরে বাতাস লাগলে গুঁড়ো গুঁড়ো হয়ে যাবে। তার পা হরিণের চামড়া দিয়ে ঢাকা, পরনে ফালি কাপড় দিয়ে তৈরি আঁটো পাজামা আর নীল ফ্ল্যানেল শার্ট, একই কাপড়ের পট্টি বেঁধেছে মাথার চারদিকে। সাদা চুল কাঁধ পর্যন্ত লম্বা, মুখটা চোখা আর ধারাল, সরু ঠোঁট, সরল নাক, গায়ের চামড়া সিরিশ কাগজের মত। চোখমুখ বুদ্ধিদীপ্ত, সেখানে দুর্বলতার চিহ্নমাত্র নেই। মহাজ্ঞানীর বা কোন সাধুর অবয়ব, যে-কোন মানদণ্ডে মানবশ্রেষ্ঠদের একজন।

আনুষ্ঠানিক ভঙ্গিতে তার সামনে মাথা নত করল শীলা, তারপর তার দু'গালে চুমো খেল। রানার দিকে ফিরল সে। 'আমার পরম বন্ধু ও, তামবারু—চিরিকাহুয়াদের শেষ বংশধর।'

হাতটা বাড়িয়ে দিল রানা, অনুভব করল ইস্পাতের মুঠোর ভেতর আটকা পড়েছে সেটা, চাপ দিলেই গুঁড়িয়ে যাবে। অবিশ্বাস্য হলেও সত্যি, বিশুদ্ধ ইংরেজীতে কথা বলল বুড়ো লোকটা, কণ্ঠস্বর যেন সান্ধ্যকালীন বনভূমিতে দমকা বাতাস। 'তুমি পিটার রড। হোমায়রার নতুন লোক।'

'সবাই তাই বলছে বটে,' জবাব দিল রানা।

তামবারুর চোখ থেকে স্যাঁৎ করে যেন একটা ছায়া সরে গেল। মৃদু ঝাঁকি দিয়ে হাতটা ছেড়ে দিল সে।

চারদিক তাকাল রানা। 'জায়গাটা বেশ সুন্দর তো।'

ওর পিছনে ঝুঁকল তামবারু, শুকনো একটা ডাল তুলে নিয়ে এক ঝটকায় ভাঙল, ঠিক যেন একটা আগ্নেয়াস্ত্র কক্ করা হলো। বিদ্যুদ্বেগে আধপাক ঘুরল রানা, হাতে যাদুমন্ত্রের মত চলে এসেছে কোল্টটা।

মৃদু হাসল তামবারু, ঘুরল, ফিরে গেল নিজের তাঁবুতে। শিক্ষাটা দান করা হলো শীলাকে। এমন একজন লোককে সে নিয়ে এসেছে, যে কিনা নিজের

হাতের মতই আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে।

শীলার দিকে তাকাল রানা। তার চেহারা গম্ভীর, অগ্নিকুণ্ডের আগুন নাচানাচি করছে দু'চোখে। হেসে উঠে অস্ত্রটা হোলস্টারে ভরল ও। 'তোমার বন্ধু তামবারু দেখছি খুব কৌতুকপ্রিয়।'

একদৃষ্টে রানার দিকে তাকিয়ে থাকল শীলা, তারপর বলল, 'এবার হোটেলে ফিরতে হয়। সাপারের সময় হয়েছে।'

তাঁবুর দিকে পিছন ফিরে হাঁটতে শুরু করল ওরা, শীলার একটা হাত ধরল রানা। 'কত বয়স হবে?'

'কেউ বলতে পারে না, তবে এমন কয়েকটা যুদ্ধে ছিল যখন আমার বাবারও জন্ম হয়নি।'

'নিশ্চয় খুব বড় যোদ্ধা ছিল।'

বিধ্বস্ত পাঁচিলের কাছাকাছি একটা পাথুরে ঢালের ওপর থামল ওরা। 'একশতকের শুরুর দিকে পনেরোজন বীরসেনাকে নিয়ে আরিজোনায় হামলা চালিয়েছিল ওল্ড নানা। তখন তার বয়স ছিল আশি। তামবারু ছিল বীরসেনাদের একজন। দু'মাসেরও কম সময়ে এক হাজার মাইল পাড়ি দেয় তারা, আমেরিকানদের আটবার হারায়, নিরাপদে ফিরে আসে মেক্সিকোয়—তবে পিছু পিছু ধাওয়া করে আসে এক হাজার সৈনিক আর কয়েকশো সিভিলিয়ান। তামবারু কি ধরনের যোদ্ধা ছিল বুঝতে পারছ তো?'

'তবু শেষ পর্যন্ত অ্যাপাচীরা হেরে যায়, এবং সেটাই স্বাভাবিক ছিল।'

'পরাজয় অবধারিত জেনেও লড়ে যেতে দুর্দান্ত সাহসের দরকার হয়।'

শীলা জানতে পারল না, কথাটা শুনে গর্ব অনুভব করল রানা।

সাপারের পর বারে নেমে এল রানা, কোণের একটা টেবিলে রেমারিকের সাথে বসে থাকতে দেখল ট্যালবটকে। পকেট থেকে এক প্যাকেট তাস বের করে ফাঁটতে শুরু করল সে। 'পোকার চলবে নাকি, বস্?'

একটা চেয়ার টেনে বসে পড়ল রানা। 'আপত্তি নেই।'

যেন অদৃশ্য একটা সঙ্কেত পেয়ে, একটা ট্রেতে বিয়ারের বোতল আর গ্লাস নিয়ে উদয় হলো শীলাও, সহাস্যে বলল, 'ম্যানেজারকে অনুমতি দেয়া আছে, ইচ্ছে করলে বিশেষ অতিথিদের সাথে মেলামেশা করতে পারবে সে।'

'আমি আপনার অনুগত ক্রীতদাস, মাদাম!' বলে শীলার হাতে চুমো খেল রেমারিক। তার চুল এলোমেলো করে দিয়ে কিচেনের দিকে ফিরে গেল শীলা।

ক্ষীণ একটু ঈর্ষা বোধ করল রানা। বলল, 'বুড়ো তামবারুর সাথে পরিচয় হলো। আশ্চর্য একটা মানুষ।'

'গ্রেট ম্যানদের সেরা গুণগুলো ওর মধ্যে দেখতে পাবে তুমি,' বলল রেমারিক। 'অ্যাপাচীদের সম্পর্কে ওর কাছ থেকে অনেক কিছু শিখেছি আমি।'

'ট্যালবট বলল, তুমি একজন এক্সপার্ট।'

কাঁধ ঝাঁকাল ফরাসী যুবক। 'ইউনিভার্সিটিতে অ্যানথ্রোপলজি পড়েছি,

তারপর সিদ্ধান্ত নিলাম বাড়ি থেকে যতটা সম্ভব দূরে গিয়ে সরেজমিনে তদন্ত করার পর থিসিস লিখব। ভেবেছিলাম ছ'মাসের বেশি থাকতে হবে না। কিন্তু পরে দেখলাম, এ-ধরনের মজার চাকরি ত্রিভুবনে পাব না, থেকে গেলে অসুবিধে কোথায়?' হাসতে লাগল সে। 'শীলা দ্য হোমায়রার মত বসের অধীনে চাকরি পাওয়া, কোন সন্দেহ নেই আমার পুণ্যবান চোদ্দপুরুষের আশীর্বাদ আছে আমার ওপর।'

ঈর্ষার খোঁচাটা আবার অনুভব করল রানা। ফরাসী যুবক আর শীলার মধ্যে কি কোন সম্পর্ক আছে? শীলা এমন ভঙ্গিতে তার চুল নেড়ে দিয়ে গেল, ওটা যেন কোন ব্যাপারই না।

সবার বিয়ার শেষ হলে পকেট থেকে কিছু পেসো বের করে টেবিলে ফেলল রানা। 'আরেক রাউন্ড হবে নাকি?'

'উইথ প্লেজার,' বলে টেবিল ছেড়ে উঠে গেল ট্যালবট।

একটা সিগারেট ধরিয়ে চেয়ারে হেলান দিল রানা। 'আজ যার সাথে রাস্তায় আমাদের দেখা হলো, হুয়ান কার্টিজ, তার সম্পর্কে তোমার কি ধারণা?'

'অনেস্টলি, জানি না। আরও কম বয়েসে দুর্নাম ছিল ওর। লোকে বলে অন্তত তিনজনকে খুন করেছে। ছুরি নিয়ে মারামারি, ইত্যাদি। পাহাড়ী এলাকায় আবার আইন কি! যুগটা পুরানো হলে আমার ধারণা নাম করত সে। তবে দুর্নাম যা কিছু কিনেছে সব নাকোজারির ধর্মযাজকদের হাতে পড়ার আগে।'

'তারমানে কি সত্যি বদলে গেছে লোকটা?'

'তাকে দেখে তোমার কি মনে হলো?'

চিন্তা করল রানা। তারপর বলল, 'আমার মনে হলো, নিজস্ব কায়দায় হোমায়রাকে ত্যক্ত করছে সে। যেন ধৈর্য হারাবার আহ্বান জানাচ্ছে।'

'কিন্তু তা সে কেন···?'

'জানি না। হয়তো আঘাত করার অজুহাত খুঁজছে।'

একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রেমারিক। 'রক্তের বন্যা এ-দেশে নতুন নয়। চারশো বছর ধরে শুধু হত্যাকাণ্ডই চলছে।'

'অথচ তুমি রয়ে গেলে।'

'গেলাম!'

ট্যালবট বিয়ার নিয়ে ফিরে আসার পর রানা দেখল দূরে ছোট একটা টেবিলে বসে আছে ডন হোমায়রা। কাপড় বদলেছে সে, চুরুট ধরিয়েছে। ছড়ি দিয়ে টেবিলে আঘাত করল, সাথে সাথে উঠে গেল রেমারিক। ডন হোমায়রার কথা শোনার পর কিচেনের দিকে চলে গেল সে, ফিরে এল ট্রে-তে করে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস নিয়ে।

রেমারিক ওদের কাছে ফিরে এলে রানা বলল, 'শ্যাম্পেন? এখানে?'

'শুধু দ্বিতীয় ঈশ্বরের জন্যে আমদানী করা হয়,' ব্যাখ্যা করল রেমারিক। 'এ তার অনেকগুলো প্রচার-কৌশলের একটা, আর সবার সাথে তার যে একটা

পার্থক্য আছে সবাইকে তা বুঝিয়ে দেয়া।'

ঠিক সেই মুহূর্তে বারে ঢুকল হ্যামার, মনে হলো নেশা করেছে। ডন হোমায়রাকে দেখে হ্যাট নামাল সে, সশ্রদ্ধভঙ্গিতে মাথা নত করল। কাছে ডেকে তার কানে কানে কি যেন বলল ডন হোমায়রা। ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাল হ্যামার, সিধে হলো, বারের সামনে পৌঁছে ঘুসি মারল কাউন্টারে। 'সার্ভিস দেয়ার জন্যে কে আছ!'

রেমারিক চেয়ার ছাড়ার আগেই কিচেন থেকে বেরিয়ে এল শীলা। কাউন্টারের পিছনে দাঁড়াল সে, হ্যামারের দিকে সরাসরি তাকিয়ে, হাত দুটো কোমরে। 'প্রথমে গলা নামাও। তারপর ওটা খুলে ঝুলিয়ে রাখো হলে, অন্যগুলোর সাথে।' হ্যামারের কোমরে স্ট্র্যাপ দিয়ে আটকানো রিভলভারটা ইঙ্গিতে দেখাল সে।

কুঁকড়ে ছোট হয়ে গেল হ্যামার, ঘুরে দাঁড়িয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল সে। একটু পর রিভলভার রেখে ফিরে এল, তার সামনে মদের একটা বোতল আর গ্লাস রাখল শীলা।

গ্লাসে মদ ঢেলে ঢক ঢক করে পান করল হ্যামার, ঠোঁটের দুই কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ল দুটো ধারা। ডন হোমায়রার দিকে তাকাল রানা, ঠাণ্ডা চোখে দৃষ্টিটা ফিরিয়ে দিল সে, গ্লাসে শ্যাম্পেন ভরল, চুমুক দিল ছোট্ট করে।

বিয়ারের গ্লাসে ঠোঁট ঠেকাল রানা, ঠক্ করে নামিয়ে রাখল টেবিলে। 'ওই শ্যাম্পেনের দাম কত?'

'এক বোতল পঁচিশ পেসো,' বলল রেমারিক।

ঝুঁকে ডান পায়ের বুট খুলল রানা, সুখতলিটা তুলে ভাঁজ করা একটা নোট বের করল। বুটটা আবার পরে নিয়ে নোটটা মেলে ধরল রেমারিকের দিকে। 'আমেরিকান বিশ ডলারে হবে?'

'হয়ে বেশি।'

'তাহলে দেরি করছ কেন? জলদি একটা বোতল আর গ্লাস নিয়ে এসো। শীলাকে বলো আমাদের পার্টিতে যোগ দিক।'

ডন হোমায়রার দিকে তাকিয়ে নিঃশব্দে হাসল রেমারিক, চেয়ার পিছনে ঠেলে দিয়ে দাঁড়াল, প্রায় ছুটতে ছুটতে চলে গেল কিচেনের দিকে।

একটু পরই নাচের ভঙ্গিতে পা ফেলে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সে, পিছনে ট্রে হাতে শীলা, ট্রে-তে শ্যাম্পেনের বোতল আর গ্লাস। হঠাৎ করেই আনন্দ-ফুর্তিতে সরগরম হয়ে উঠল পরিবেশ, সংক্রামক ব্যাধির মত মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ল উজ্জ্বল হাসি। চট্ করে একবার ডন হোমায়রার দিকে তাকাল রানা, ওর দিকেই একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সাত গ্রামের মোড়ল।

'আমি প্রস্তাব করছি,' ট্যালবট মুখ খুলতেই চুপ হয়ে গেল সবাই। 'বোতল খোলার সম্মান দানবীর পিটার রডকে দেয়া হোক...'

সবাই হাততালি দিয়ে উঠে কোরাস গাইল, 'সর্বসম্মতিক্রমে পাস হয়ে গেল প্রস্তাব।'

হাত বাড়াল রানা, কালো একটা ছায়া পড়ল টেবিলে। পথ থেকে ঠেলে

দিতে দেরি করায় দমাদম ঘুসি খেল কয়েকটা মুখে আর পাঁজরে।

দ্বিতীয়বার ধরাশায়ী হলো রানা, এবার ধীর ভঙ্গিতে এগিয়ে এসে রানার মুখ লক্ষ্য করে বুট তুলল হ্যামার। খপ্ করে দু'হাতের ভেতর ধরল রানা পা-টা, মোচড় দিল। ওর পাশে দড়াম করে আছাড় খেল হ্যামার। দু'জনেই পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে গড়াতে শুরু করল। জোড়া শরীর বাড়ি খেল দেয়ালে, নিজেকে হ্যামারের ওপর তুলে ফেলল রানা। শত্রুর গলার দিকে হাত বাড়াল। অকস্মাৎ হ্যাঁচকা টানে পিছন দিকে ছিটকে পড়ল ও।

দাঁড়াল রানা, একই সাথে দাঁড়াল হ্যামারও। ডান হাতের শক্ত মুঠো মিসাইলের মত ছুটে এসে আঘাত করল মেক্সিকানের মুখে। ফাটা ঠোঁট থেকে ছিটকে রক্ত বেরিয়ে এল। আঘাত করেই নাগালের বাইরে পিছিয়ে গেছে রানা, তারপর আবার—সেই একই ভঙ্গিতে শক্ত মুঠো ডান হাতের ঘুসি, ট্রেড মার্কসহ সর্বস্বত্ব যেন একা ওরই সংরক্ষিত।

আবারও পিছিয়ে আসার চেষ্টা করল রানা, কিন্তু ব্যর্থ হলো এবার, পা পিছলে যাওয়ায় ওর কপালের পাশে ডান হাত দিয়ে হাতুড়ির বাড়ি মারার সুযোগ পেল হ্যামার। ঘন ঘন হোঁচট খেয়ে পিছু হটল রানা, পিঠের সাথে ধাক্কা লাগল খোলা জানালার, নিচু কার্নিসে নিতম্ব, পড়ো পড়ো অবস্থা। পলকের জন্যে ঘুরে উঠল মাথাটা।

কোন রকমে তাল সামলে সিধে হলো ও, ইতোমধ্যে এগিয়ে এসেছে হ্যামার। সামনের দিকে ঝুঁকল রানা, হ্যামারের দিকে কাঁধ বাড়াল। দুটো শরীর এক হলো, হ্যামারকে কাঁধে নিয়ে সিধে হলো রানা, খোলা জানালা দিয়ে স্যাঁৎ করে বেরিয়ে গেল হ্যামার।

কার্নিসে উঠল রানা, টালমাটাল অবস্থা। বারান্দায় যখন নামল, তাড়াহুড়ো করে মেঝেতে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে হ্যামার, যেন রানার মোক্ষম একটা ঘুসির সামনে নিজেকে পরিবেশন করার জন্যে অস্থির। খালি হাতে লড়াইটা উপভোগ করছে রানা। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে মারল ও, সরাসরি নাকের ওপর। দু'জনের ওজন সমান সমান হলে বারান্দা থেকে উড়ে যেত হ্যামার। তার বদলে খসে পড়ল সে।

কয়েক মুহূর্ত রাস্তায় পড়ে থাকল হ্যামার। বারান্দার একটা থাম ধরে নিজেকে সামলাল রানা, অসুস্থ বোধ করছে। ধীরে ধীরে দাঁড়াল হ্যামার, লাইটপোস্টের নিচে টলমল করছে পা, মুখ নয় যেন রক্তাক্ত মুখোশ, ঘৃণায় জ্বলজ্বল করছে চোখ, তারপরই তার হাত চলে গেল কোমরের বেল্টে।

সামনে বাড়ল দৈত্য, হাতে ঝিক্ করে উঠল ছুরির ফলা।

হ্যামারের পিছনে, গাঢ় অন্ধকার থেকে ভূতের মত বেরিয়ে এল বৃদ্ধ তামবারু। বিরতিহীন, সাবলীল ভঙ্গিতে একবার মাত্র নড়ে উঠল তার ডান হাত—রানার পায়ের সামনে কাঠের বারান্দায় খ্যাঁচ্ করে গেঁথে গেল একটা ছুরি। ঝুঁকল রানা, ছুরিটা নিয়ে সিধে হলো। 'আয় শালা, খুন করে ফেলব!'

ছুরির সাথে নয়, ছুরি নিয়ে খালি হাতের সাথে লড়তে চেয়েছিল হ্যামার। দ্রুত ঘুরল সে, অদৃশ্য হয়ে গেল অন্ধকারে।

পায়ের শব্দ শুনে ঘুরল রানা, দেখল দরজা দিয়ে বারান্দার এক কোণে বেরিয়ে এসেছে সবাই, লাইটপোস্টের আলোয় হতচকিত, বিহ্বল দেখাচ্ছে ওদেরকে। সিঁড়ির গোড়ায় ওদের সাথে ডন হোমায়রাও রয়েছে। সেদিকে এগোল রানা, ছুরি ধরা হাতটা লম্বা করা।

হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটল ডন হোমায়রা, সিঁড়ির কয়েকটা ধাপ পেরিয়ে ঘুরল, পালিয়ে গেল লেজ তুলে। কব্জিতে লোহার বজ্রআঁটুনি অনুভব করল রানা। বৃদ্ধ তামবারু ওর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে নিল, আরেক পাশে উদয় হলো শীলা।

কারণটা বুঝতে পারল না রানা, তখনও কাঁদছে শীলা। তামবারু আর শীলা ওকে মাঝখানে নিয়ে বারে ঢুকল, উত্তেজনায় নাচতে নাচতে সামনে এসে দাঁড়াল ট্যালবট।

'মাইরি বলছি, মি. রানা, এমন ভেলকি জীবনে দেখিনি! মারের ভয়ে দৈত্যটা সত্যি পালাল!'

'রানা?' শীলার বিস্মিত কণ্ঠস্বর। 'আমি তো জানি তোমার নাম পিটার রড। কে তুমি?'

হাসতে শুরু করে ঘাড় ফেরাতে গেল রানা, আবার ঘুরে উঠল মাথা। ভীষণ ক্লান্ত আর দুর্বল লাগছে, অন্ধকার হয়ে এল চোখের সামনেটা। ট্যালবট আর শীলা, দু'জন ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে ফেলল ওকে।

ওয়াশিংটন, এফ.বি.আই. হেডকোয়ার্টার। অপরেশনাল ব্রাঞ্চের পদস্থ অফিসার জন হপকিন্স মার্কিন নাগরিক হলেও জন্মসূত্রে ফরাসী, ইউনিয়ন কর্সের সাথে তার গোপন সম্পর্ক দীর্ঘকালের। অফিসের দরজা বন্ধ করে ব্যক্তিগত চিঠি-পত্র নাড়াচাড়া করছে সে।

বেশ কয়েকটা তথ্য এসেছে হাতে। হার্মিসের একজন সিনিয়র সদস্য হিসেবে তার দায়িত্ব তথ্যগুলোর মূল্যায়ন করা, এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্যে সংশ্লিষ্ট সদস্যদেরকে দায়িত্ব ভাগ করে দেয়া। একটা নিষ্ঠুক টেলিফোন তুলে ডায়াল করল জন হপকিন্স। হার্মিসের আরেক সদস্যর সাথে কথা বলবে।

'সাদা একটা শেভ্রোলে,' কুশলাদি বিনিময়ের পর মিত্রকে জানাল সে। 'টেক্সাস থেকে সংগ্রহ করেছে রানা। রিকন্ডিশনড্ গাড়ি, ডিলার বলছে তার ধারণা ড্রাইভার দক্ষিণ দিকে গেতে পারে।'

'তারমানে মেক্সিকোয়?'

'ভেবে দেখো না, তুমি যদি রানা হতে, যেভাবে তাকে খোঁজা হচ্ছে, তুমিও কি যুক্তরাষ্ট্র ছেড়ে পালাবার কথা ভাবতে না?'

'ঠিক আছে, মেক্সিকো সিটিতে আমাদের লোককে এখুনি আমি সতর্ক করে দিচ্ছি। পুলিস চীফদের কাছে গোপন একটা সার্কুলার পৌঁছে দেয়া কোন ব্যাপারই না। ওরা ঘুষ খেতে পছন্দ করে, আর আমরা মোটা টাকা অফার করব। সাদা শেভ্রোলে নিয়ে কোন বিদেশীকে দেখা গেছে কিনা, এই তো?'

'হ্যাঁ, দেখা পাওয়া গেলে ব্যাপারটা গোপন রাখতে হবে, খবরটা আমার

কাছে পৌঁছুতে হবে সরাসরি। সার্কুলারে আরও কয়েকটা কথা থাকা দরকার—গাড়িটা চুরি করা, লোকটা বিপজ্জনক, এবং তার কাছে সম্ভবত আগ্নেয়াস্ত্র আছে।'

ছয়

ঝাপসা মেটে রঙ মরু বিস্তৃত হয়ে বহুদূর পাহাড়শ্রেণী পর্যন্ত চলে গেছে, ঘন ছায়ার ভেতর ক্যানিয়নগুলো এখনও অন্ধকার। দিনের এই সময়টাই সবচেয়ে ভাল, বালি আর পাথর ঢাকা প্রান্তর থেকে সূর্যতাপ বিদায় নেয়ার আগে ঠাণ্ডা আর শীতল বাতাস বইছে।

ট্যালবটের পাশে, শেভ্রোলের ড্রাইভিং সীটে বসেছে রানা, সারা শরীর টন টন করছে ব্যথায়। অসমতল ট্রেইল ধরে শ্লথ গতিতে গাড়ি চালাচ্ছে ও—একটা কারণ, নিজের ওপর অবিচার করতে চাইছে না, তাছাড়া তামাটে একটা ঘোড়ায় চড়ে ওদের সাথে আসছে শীলা।

'কেমন বোধ করছ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'জানি আজ আমাকে সুদর্শন বলা যাবে না।' রানার মুখের ডান দিকটায় বড় একটা বেগুনি-লাল চিহ্ন, চেহারাটাকে অসুন্দর করে তুলেছে

'ওর সাথে লাগতে যাবার কোন মানে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'মানে? হাহ্!'

ট্যালবটের দিকে তাকাল শীলা। 'তুমি বলতে পারবে, ও কি প্রায়ই এরকম আত্মহত্যার তাড়নায় ভোগে?'

'শুধু কেউ যখন ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে ক্ষমা না চায়।' ট্যালবট একাধারে গম্ভীর ও গর্বিত।

সামনে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে পাথুরে স্তম্ভ, কোনটা মিনার আকৃতির, কোনটা খাড়া করা সুটকেসের মত দেখতে, যেন পাতা বাদ দিয়ে পাথরের তৈরি গাছপালা নিয়ে গভীর একটা জঙ্গল, সেই জঙ্গলের ভেতর দিয়ে এঁকেবেঁকে এগিয়ে গেছে ট্রেইল, ঢুকে পড়েছে সংকীর্ণ একটা ক্যানিয়নে। মাঝখানটায় পিরিচ আকৃতি নিয়ে চওড়া হয়েছে ক্যানিয়ন, তারপর আবার খোলা প্রান্তরে মিলিত হবার আগে সরু হয়ে গেছে।

ঠিক ওখানটায় দু'দিকে ভাগ হয়ে গেছে ট্রেইল।

দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা। 'এখান থেকে আমাদের পথ আলাদা। আমি সরাসরি খনিতে যাব। ফাদার পামকিন দিনকয়েক গ্রামে থাকবেন, তাঁকে কিছু ওষুধ পৌঁছে দেয়ার কথা হয়ে আছে। পরে হয়তো আবার দেখা হবে আমাদের?'

এঞ্জিন বন্ধ করল রানা। 'তার আগে তোমার সাথে আমার কথা হওয়া দরকার।'

স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল শীলা, ঘোড়ার পিঠে এক চুল নড়ল না সে। তারপর ছোট্ট করে মাথা ঝাঁকাল। 'বেশ।' দুলকি চালে সামনে বাড়ল তার ঘোড়া।

গাড়ি থেকে নেমে ঘোড়ার পাশে চলে এল রানা, রেকাব ধরে হাঁটছে। 'কাল সন্ধ্যায় নিশ্চয়ই আমি কোন অন্যায় বা বাড়াবাড়ি করে ফেলিনি, মানে তোমাকে নিশ্চয়ই আমি···'

'একটা চুমো খেয়ে যদি ধরে নিয়ে থাকো আরও ভাল কিছু পাবার পথ খোলসা হয়ে গেছে, তাহলে বলব অন্যায় চিন্তা। আমি তোমার উচ্ছ্বাসটুকু অনুমোদন করছি, কিন্তু সেটা কোন প্রতিশ্রুতি বহন করে না।'

'স্বীকার করছি, আমি যে-সব মেয়েদের সাথে মেলামেশা করেছি তারা সম্পূর্ণ অন্য ধরনের।'

'তুমি আড়ষ্ট হয়ে উঠছ কেন! কেমন লাল হয়ে যাচ্ছ।'

'অসম্ভব!'

'তাহলে হয়তো রোদ।' হাসল শীলা। 'শোনো, কথাটা তোমাকে বলাই ভাল।'

ঈর্ষার খোঁচাটা আবার অনুভব করল রানা। কি বলবে শীলা? কি ধরনের স্বীকারোক্তি করবে সে? ফরাসী যুবকের সাথে ওর সম্পর্ক কি এতদূর গড়িয়েছে যে···!

'রড—বা রানা—তোমার আসল নাম যাই হোক···,' ঘাড় ফিরিয়ে ট্যালবটের দিকে তাকাল শীলা, সে যে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে না নিশ্চিত হয়ে নিল। '···আজ সকালে ঘুম থেকে উঠেই আমি টেলিগ্রাফ অফিসে গিয়েছিলাম। পুলিসের কাছে গোপন একটা অ্যালার্ম এসেছে। টেলিগ্রাফ অফিসে আমার বন্ধু আছে, তাই জানতে পেরেছি। খোঁজ করা হচ্ছে সাদা একটা শেভ্রোলে।'

'কে খুঁজছে—মানটু, নাকি দুবালিয়র?'

'ওদের কাছে এসেছে অ্যালার্মটা—এফ.বি.আই. থেকে।'

'সর্বনাশ! আর কে জানে?'

'টেলিগ্রাফার। ভাগ্য ভাল যে তোমার গাড়িটা সে দেখেনি। কিন্তু আমার কাকা তাকে নিয়মিত টাকা দেয়, বেতারে যাই আসুক সব তাকে জানাতে সে বাধ্য।'

'শহরে কি পুলিস আছে?'

'দু'জন। দু'জনই বুড়ো। কাকা না চাইলে মেসেজটা ওদের কাছে পৌঁছুবে না। আমাকে বলবে, কেন তারা খুঁজছে তোমাকে?'

'আমাকে নয়।' হাসল রানা। 'আমার গাড়িটাকে। অনেককেই ধার দিয়েছিলাম, তাদের মধ্যে কেউ হয়তো কোন অপরাধ করে থাকবে।'

'যখন মিথ্যে কথা বলো, শিশুর মত দুষ্টু লাগে দেখতে।' ঘোড়ার ঘাড়ে মৃদু চাপড় মারল শীলা। 'পরে তাহলে দেখা হবে। তখন হয়তো তোমার মুখে কিছু দেব আমি।'

নির্দেশ দিল, পিছনে উপত্যকা ফেলে উঠে এল ঢালের গায়ে। রোদের মেজাজ গরম হচ্ছে, বুঝতে পারছে পিঠের শার্ট ভিজে গেছে ঘামে।

অবশেষে পাহাড়ের কাঁধ ঘুরে আরেক উপত্যকার মাথায় বেরিয়ে এল ওরা। জীবনে এমন বেদনাদায়ক বসতি খুব কমই দেখেছে রানা। চারদিকে গু-গোবরের স্তূপ, তার মাঝখানে বিশ-পঁচিশটা ধসে পড়া ইঁটের ঘর। ঘরগুলোর সামনে খোলা একটা ল্যাট্রিন, নর্দমা উপচে রয়েছে।

ছোট্ট গ্রামের মাঝখানে একটা কুয়া, এক বালতি পানি তুলে মাটিতে নামাচ্ছিল এক মহিলা, এই সময় পৌঁছুল ওরা। আজকালকের মধ্যে বাচ্চা হবে তার, ফুলে ঢোল হয়ে আছে পেট। বালতি নামিয়ে জোরে জোরে নিঃশ্বাস ফেলল সে, কোমরে হাত রেখে দম ফিরে পাবার চেষ্টা করছে। তারপর আবার সে বালতি তোলার জন্যে ঝুঁকল।

গাড়ি থেকে নেমে বালতিটা তার হাত থেকে নিল রানা। 'কোথায় পৌঁছে দিতে হবে বলো,' আঞ্চলিক ভাষায় বলল ও, কান খাড়া করল শিক্ষক ট্যালবট না আবার ভুল ধরে।

নিঃশব্দে হাত তুলে রাস্তার ওপারটা দেখাল মহিলা, তার আগে আগে এগিয়ে গিয়ে ঘরের দরজা খুলল রানা। গ্রামে বোধহয় এটাই একমাত্র কামরা যার সবগুলো দেয়াল অক্ষত, তবে কোন জানালা নেই। আধো অন্ধকার চোখে সয়ে আসতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল। তারপর দেখতে পেল লোলচর্মসর্বস্ব বুড়িটাকে, ছোট্ট একটা গর্তের ভেতর প্রায় নিভে যাওয়া আগুনে বসানো ছোট্ট একটা পাতিল পাহারা দিচ্ছে সে। এক কোণে ময়লা তেল চিটচিটে কয়েকটা ইন্ডিয়ান চাদর ভাঁজ করা রয়েছে, ওগুলোই সম্ভবত বিছানা। চৌকি বা অন্য কোন ফার্নিচার নেই। বালতিটা নামিয়ে রাখল রানা, ভাপসা গরম আর দুর্গন্ধে দম বন্ধ হয়ে এল ওর, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এল বাইরে।

'এই পরিবেশে একটা কুকুরও থাকবে না,' গাড়িতে উঠে ট্যালবটকে বলল রানা। 'এদের জন্যে কেউ কিছু করে না কেন?'

'করে না মানে? সাধ্যমত যথেষ্ট করে শীলা। ফাদার পামকিনও করেন। তিনিই তো ওদের সেরা বন্ধু। কিন্তু ওরা ভূতে পাওয়া মানুষের মত ঘোরের মধ্যে জীবন কাটায়। ওদেরকে দিয়ে পনেরো থেকে আঠারো ঘণ্টা কাজ করায় হোমায়রা। এত কঠিন পরিশ্রম করতে হয় যে দুনিয়ার আর সমস্ত ব্যাপার ওরা ভুলে বসে আছে।'

গ্রামের আরেক মাথায়, একটা ঘরের বাইরে শীলার ঘোড়াটা দেখা গেল, পাশেই কার যেন বাকবোর্ড। ব্রেক করল রানা। 'খনিটা কি এখান থেকে আরও অনেক দূরে?'

'পাহাড়ের মাথা টপকালেই, তিন কি চারশো গজ।'

'তুমি হেঁটে চলে যাও, আমি পরে আসছি।'

রাস্তা ধরে এগিয়ে গেল ট্যালবট, গাড়ি থেকে নেমে ঘরটার দিকে পা বাড়াল রানা, ঠিক তখুনি দরজা দিয়ে বেরিয়ে এল শীলা। গাড়ির শব্দ পেয়েছে

সে। তাকে ক্লান্ত আর ম্লান দেখল রানা, মুখে ঘাম লেপ্টে রয়েছে। গাড়ি থেকে পানি ভর্তি ক্যান্টিন বের করে তার হাতে ধরিয়ে দিল ও। 'তোমাকে এরকম দেখাচ্ছে কেন?'

'ও কিছু না, ঘরটার ভেতর অসম্ভব গরম।' হাতে পানি নিয়ে চোখে-মুখে ছিটাল শীলা।

'ভেতরে কে?'

'ফাদার পামকিন। এসো তোমার সাথে পরিচয় করিয়ে দিই।'

শীলার পিছু পিছু ভেতরে ঢুকল রানা। ভেতরটা আর সব ঘরের মতই—মাটিতে ছোট একটা গর্ত, তাতে ঘুঁটে পুড়ছে। ভাপসা গরম, ধোঁয়া আর দুর্গন্ধে টেকা দায়। এককোণে নোংরা চাদরের ওপর শুয়ে আছে এক লোক, অ্যাপাচী মহিলা তার পায়ের কাছে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে। লোকটার মাথার কাছে একজন শ্বেতাঙ্গ বৃদ্ধ, তার সব চুল পাকা। অসুস্থ ইন্ডিয়ানের মাথায় জলপট্টি দিচ্ছে সে। সামনের দিকে ঝুঁকে ভাল করে দেখল রানা। বেশ বোঝা গেল লোকটা গুরুতর অসুস্থ, তার চামড়া প্রায় স্বচ্ছই বলা যায়, প্রতিটি হাড় আলাদাভাবে চেনা যায়।

দু'হাত এক করে প্রার্থনা শুরু করল ফাদার, মুখটা স্বর্গের দিকে তোলা, ধোঁয়া ফুটো করে নিঃসঙ্গ একটা রোদের বাহু তার সাদা চুল স্পর্শ করেছে।

ঘর থেকে বেরিয়ে এল রানা, পিছু নিয়ে শীলাও। পকেট থেকে মদের ছোট একটা বোতল বের করে ছিপি খুলল ও, খাড়া করে ধরল মুখের সামনে। আস্তিন দিয়ে মুখ মুছে ফিরল শীলার দিকে। 'কিছুই কি করার নেই?'

সাথে সাথে জবাব দিল শীলা দ্য হোমায়রা, 'বাবার একটা প্ল্যান ছিল, চমৎকার প্ল্যান। উপত্যকার শেষ মাথায়, র‍্যাঞ্চের ওপরে কয়েকটা স্রোত নেমে এসেছে—সার সার পাহাড়ের বরফ গলা পানি। বাবা একটা বাঁধ তৈরি করতে চেয়েছিল। বাঁধ দিয়ে পানি আটকানোর পর যদি সেচের ব্যবস্থা করা যায় গোটা উপত্যকা ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।'

'কিন্তু তোমার কাকা এ নিয়ে চিন্তা করতে রাজি নয়?'

'মোটেও না, সিনর,' বললেন ফাদার, ঘর থেকে ওদের পিছনে বেরিয়ে এলেন তিনি। 'ডন হোসে শুধু ওদেরকে দিয়ে খনি থেকে যতটা সম্ভব সোনা তুলিয়ে নিতে চায়। যখন সে সন্তুষ্ট হবে যে, না, মৌচাকে আর একফোঁটাও মধু নেই, তখন সে সরে গিয়ে আরেক আস্তানা গাড়বে।'

'ইনি সিনর রড, ফাদার,' বলল শীলা। 'কাকা যাকে গায়ের জোরে এখানে আসতে বাধ্য করেছে।'

'জোর করে?' ফাদারের মুখে নির্মল হাসি, মাথা নাড়লেন তিনি। 'না, তা হতে পারে না।' রানার বাড়ানো হাতটা ধরলেন তিনি। 'কাল রাতে হারমোজায় কি ঘটেছে আমি শুনেছি, মাই সান। ঈশ্বর তাঁর অনুকূল সময়ে আমাদেরকে নিয়ে খেলেন। ডন হোসে সত্যি হয়তো জোর খাটিয়েছে, কিন্তু তোমার এখানে আসার সেটাই একমাত্র কারণ নয়। ঈশ্বরের ইচ্ছে তাকে দিয়ে একটা ভুল করানো, সেজন্যেই জোর খাটানোর কুবুদ্ধি হয়েছে তার।'

রানা কিছু বলার আগেই, পাহাড়ের মাথা টপকে ঢালে নেমে এল দু'জন অশ্বারোহী, একজনের পিছনে একজন। রাস্তায় নেমে এল ওরা, হ্যামার সামান্য একটু আগে। এত দ্রুত আর আচমকা লাগাম টানল সে, পিছনের পায়ে ভর দিয়ে তার ঘোড়া একপাশে সরে গেল নাচের ভঙ্গিতে, রানা, শীলা আর বৃদ্ধ ফাদারকে প্রায় ঠেলে নিয়ে ফেলল ঘরের দেয়ালের ওপর, ধুলোয় ঢাকা পড়ে গেল ওরা।

তোবড়ানো স্ট্র হ্যাট মাথায় তার সঙ্গীটি দো-আঁশলা, লোকটা সগোত্রের বিরুদ্ধে চলে গেছে। কর্কশ চেহারা তার, হিংস্র নেকড়ের মত, মোটা চামড়ার তৈরি একটা চাবুক হাতে।

ঘোড়ার পিঠে বীরযোদ্ধার মত বসে থাকল হ্যামার, শ্যেনদৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে রানার দিকে। নিচের সারি থেকে দুটো দাঁত হারিয়েছে সে, ফুলে স্বাভাবিক আকৃতির চেয়ে দ্বিগুণ হয়েছে ঠোঁট। চিবুকের বাম দিক থেকে দগদগে একটা গোলাপী ঘা উঠে গেছে চোখ পর্যন্ত, প্রায় বুজে আছে সেটা।

'কি চাই তোমার?' জিজ্ঞেস করলেন ফাদার।

'কয়োটকে নিতে এসেছি। কুত্তার বাচ্চাটা আজ কাজে যায়নি।'

'কিন্তু সে তো অসুস্থ,' নরম সুরে বললেন ফাদার।

'অসুস্থ তো ওরা চিরকাল।' ঘোড়া থেকে নামল হ্যামার। 'শালারা জানে যে খনিতে আমাদের প্রতিটা লোককে দরকার, আর ঠিক সেই সুযোগটাই নেয়...'

এক পা সামনে বাড়ল সে, কিন্তু তার বুকে একটা হাত রাখল রানা। 'শুনলে না ফাদার কি বললেন?'

পিছিয়ে গেল হ্যামার, ডান হাত রিভলভারের বাঁটে নেমে গেল।

'ভুল কোরো না,' শান্তভাবে বলল রানা।

নিস্তব্ধতার মধ্যে স্টীম এঞ্জিনের আওয়াজ শুনতে পেল ওরা, খনির কনভেয়র বেল্ট সচল রাখছে। ইন্ডিয়ানদের অস্পষ্ট, তীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বরও ভেসে এল। দো-আঁশলা লোকটা নার্ভাস ভঙ্গিতে চাবুক নাড়াচাড়া করছে, ভুলেও রানার দিকে তাকাল না। একটা কথাও না বলে ঘুরল হ্যামার, উঠে বসল জিনে, পেটে বুটের খোঁচা মেরে ঘোড়া ছোটাল।

শীলা আর ফাদারের দিকে ফিরল রানা। 'এবার বোধহয় খনিতে গিয়ে দেখা দরকার কি হচ্ছে ওখানে।'

ঘোড়ায় চড়ল শীলা। 'হারমোজায় ফিরছি আমি। সন্ধ্যায় তুমি আসছ নাকি?'

'আগে ভেবে দেখো আমার মত বিপজ্জনক লোকের সঙ্গ তুমি চাও কিনা।'

'তোমার পদ্ধতিতে কোথায় ভুল আমি হয়তো দেখিয়ে দিতে পারব।'

'সন্দেহ আছে। তবে তোমার কি করা উচিত সেটা বলে দিতে পারি।'

'কি করা উচিত?'

'এবারের শ্যাম্পেনটা তুমি কিনতে পারো।'

মুখ টিপে হাসল শীলা। তার ঘোড়ার নিতম্বে চাপড় মারল রানা। ঘন ঘন দীর্ঘ লাফে শীলাকে নিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঘোড়াটা।

গাড়ি চালিয়ে গ্রাম থেকে বেরিয়ে এল রানা। পাহাড়ের গায়ে বারান্দার মত ঝুলে আছে পথটা, পথের শেষে ছোট একটা মালভূমিতে উঠে এল শেভ্রোলে। বরফ মোড়া পাহাড়চূড়া থেকে নেমে আসা পানির দশ-বারোটা স্রোতকে একটা ধারায় ভোঁতা আকৃতির দুই মুখ খোলা শেড-এর ভেতর দিয়ে প্রবাহিত করা হয়েছে।

ব্যাপক কর্মব্যস্ততার একটা দৃশ্য। খনির মুখের কাছে পুরানো একটা স্টীম এঞ্জিন ধোঁয়া উদ্গীরণ করছে, ভেতরে টেনে নিচ্ছে চওড়া একটা স্টীল কেবল, স্টীল কেবল বহন করছে খনিজ পদার্থ ভর্তি ট্রাকগুলোকে।

শেভ্রোলে থেকে নেমে ওর শেডের দিকে এগোল রানা। বাইরে বেরিয়ে এসে হাতছানি দিয়ে ডাকল ট্যালবট। 'দেখে যান!'

শেডের ভেতর মেশিন বলতে একটা মাত্র স্টীম-অপারেটেড ক্রাশার। দু'জন ইন্ডিয়ান অক্লান্ত চেষ্টায় ওটার আগুনে কাঠ যোগান দিয়ে যাচ্ছে। উত্তাপ এককথায় অসহনীয়। ফুটো বন্ধ করার জন্যে কাদামাটি দিয়ে মোড়া বিশাল একটা ট্যাঙ্ক রয়েছে, পানির দ্রুতগতি ধারা ঢুকে যাচ্ছে সেটার ভেতর। কয়েকটা ক্রেডল আর একজোড়া পাডলিং ট্রফও আছে। ওগুলো নিয়ে ইন্ডিয়ান যারা কাজ করছে তাদের কোমরে নেংটি, উদোম গা চকচক করছে ঘামে।

'আরও মেশিনারি নেই কেন? খনিতে যদি তোলার মত সোনা থাকে, আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করলে তো হোমায়রারই লাভ।'

'আপনাকে বলেছি না, পঞ্চাশ বছর আগে দু'শো ইন্ডিয়ানের ওপর ধসে গিয়েছিল খনিটা! আমি আসার পর থেকেও এতবার ধস নেমেছে যে সংখ্যাটা ভুলে গেছি। প্রতিমাসেই মারা যাচ্ছে মানুষ।'

'তাহলে টিমবারিঙে ত্রুটি আছে। বোলো না, ওখানেও পয়সা বাঁচাবার চেষ্টা করছে হোমায়রা।'

মাথা নাড়ল ট্যালবট। 'পাহাড়টাই আসলে পড়ো পড়ো, বস্। কখন আমাদেরকে চাপা দেবে সেই অপেক্ষায় আছে। যে-কোন টানেলে জোরে একবার কাশি দিলেও হুড়মুড় করে নেমে আসে পাথরগুলো। সেজন্যেই অন্যান্য মেশিনারি ব্যবহার করতে সাহস পাই না আমরা। হতে পারে, আর হয়তো খানিকটা কাঁপনই শুধু দরকার, তাহলেই সর্বনাশের ষোলোকলা পূর্ণ হয়।'

তিনটে কাঠের কেবিনের সামনে থামল ওরা, প্রথমটার দরজা খুলল ট্যালবট। 'এখানে আমরা বাস করি।'

ভেতরে সাদামাঠা চেয়ার আর টেবিল, দুটো বাঙ্ক, এক কোণে লোহার একটা স্টোভ।

'বাকি দুটো কেবিনে কারা থাকে?'

'একটা পাউডার স্টোর। শেষেরটায় থাকে হ্যামার।'

'এখন সে কোথায়?'

'মিনিট পাঁচেক আগে খনিতে গেছে, রাগে দাঁত কিড়মিড় করছিল। তার সামনে পড়লে আজ আর কারও রক্ষে নেই।'

রেললাইনের পাশ ঘেঁষে এগোল ওরা, স্টীম এঞ্জিন পেরিয়ে এসে টানেলের মুখে ঢুকল। রানা আশা করেছিল টানেলের ভেতরটা ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু এখানে উত্তাপ যেন আরও বেশি। 'এখানে দেখছি বাতাস বলতে কিছু নেই। নিশ্চয়ই ত্রুটি আছে ভেন্টিলেশন-এ।'

'মাস দুই আগে পাথর ধসে এয়ার শ্যাফট বন্ধ হয়ে গেছে,' বলল ট্যালবট। 'ওটায় হাত লাগাতে নিষেধ করে দেয় হোমায়রা।'

'শুনে তো আমার ভয়ই লাগছে। কেউ তাকে কথাটা বলোনি তোমরা?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট। 'তার কথা হলো নষ্ট করার মত সময় নেই আমাদের।'

দিনের আলো পেছনে ফেলে বাঁক ঘুরল ওরা, সামনে লণ্ঠন আর মোমের আলো। খানিক এগিয়ে থামল ট্যালবট, টানেল দু'ভাগ হয়ে গেছে, বলল, 'খনির দুটো ফেস, উত্তর আর দক্ষিণ। দুটোর যে-কোন একটায় থাকতে পারে হ্যামার।'

একপাশে সরে দাঁড়াল ওরা, ধুলো মাখা ছয় জন ইন্ডিয়ান ক্লান্তদেহে ঠেলে নিয়ে গেল একটা ট্রাক। দেয়াল থেকে লণ্ঠন নামাল ট্যালবট, রানাকে পিছনে নিয়ে এগোল সে।

প্রথমে অস্পষ্ট আওয়াজ শুনল রানা, তারপর আলো দেখল। সরু হয়ে গেল টানেল, ঘাড়-মাথা নিচু করে এগোতে হচ্ছে। খানিক পরই একটা চওড়া গুহায় বেরিয়ে এল ওরা, ছাদটা নিচু, মোমবাতির আলোয় অন্ধকার দূর হয়নি।

দশ কি বারো জন ইন্ডিয়ান পাথুরে পাঁচিলে ছোট হাতলের কোদাল চালাচ্ছে। কয়েকজন মাটি মেশানো পাথর ভরছে বাস্কেটে, বাস্কেটগুলো খালি করা হচ্ছে ট্রাকে। আগুনের আঁচ লাগল গায়ে, ধোঁয়ায় শ্বাস টানার উপায় নেই।

ঘুরল রানা, ফিরে এল টানেলে। থামল একবার, হেলান দিল দেয়ালে, ঘন ঘন কেশে ফুসফুস থেকে ধুলো আর ধোঁয়া বের করার চেষ্টা করল। মাথার ওপর অন্ধকার থেকে ঝুর ঝুর করে প্রচুর ধুলো আর কয়েকটা নুড়ি পাথর খসে পড়ল।

'কি বলেছিলাম বুঝতে পারছেন তো?' ট্যালবটও কাশছে।

কথা না বলে টানেল ধরে ফিরে আসছে রানা। অকস্মাৎ একজন লোক আর্তচিৎকার করে উঠল, নিঃসঙ্গ একটা ভয়ার্ত কণ্ঠস্বর চারদিকের অন্ধকার থেকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে ফিরে আসতে লাগল।

ছুটল রানা। ক্রমশ উজ্জ্বল হলো আলো, তারপর মেইন টানেলে বেরিয়ে এল ও। দেখল কয়েকজন ইন্ডিয়ান দেয়াল ঘেঁষে সেজদার ভঙ্গিতে হুমড়ি খেয়ে রয়েছে, কাত হয়ে পড়ে গেছে তাদের ট্রাক, লাইনের ওপর স্তূপ হয়ে রয়েছে খনিজ আবর্জনা।

কিশোর এক ইন্ডিয়ানকে মেঝের সাথে একহাতে চেপে ধরেছে হ্যামার,

তার অপর হাতে ধরা চাবুকটা মাথার ওপর তোলা। বাতাসে শিস কেটে নেমে এল চাবুক, চামড়া ছিঁড়ে বেরিয়ে পড়ল কাঁধের লাল মাংস আর তাজা রক্ত। তীব্র যন্ত্রণায় আবার আর্তনাদ করে উঠল কিশোর ছেলেটা।

আবার যখন উঠল চাবুক, দু'হাতের প্রচণ্ড ধাক্কায় লাটিমের মত ঘুরিয়ে দিল রানা হ্যামারকে, দড়াম করে দেয়ালের সাথে বাড়ি খেয়ে থামল সে। ক্রোধে উন্মাদ মেক্সিকান বাঘের মত হুঙ্কার ছাড়ল, লাফ দিয়ে সিধে হয়েই এক ঝটকায় বের করল রিভলভার।

তৈরি ছিল রানা, ত্বরিত এগিয়ে গিয়ে এক হাতে দৈত্যটার গলা চেপে ধরল, কব্জিটা মুঠোয় নিয়ে নিচের দিকে ঘুরিয়ে দিল রিভলভারের মাজ্‌ল্। এক কি দুই মুহূর্ত ধস্তাধস্তি করল ওরা, তারপরই বেরিয়ে গেল গুলি।

বদ্ধ জায়গার ভেতর ডিনামাইট বিস্ফোরণের মত আওয়াজ হলো, তারই সাথে কেঁপে উঠল চারদিকের দেয়াল। ভয়ার্ত আর্তচিৎকার বেরিয়ে এল ইন্ডিয়ানদের গলা থেকে। পরমুহূর্তে পাহাড়টা ধসে পড়ল ওদের ওপর।

সাত

মৃত্যুভয় ওদের সবাইকে গ্রাস করল। দীর্ঘ প্রায় এক কি দেড় সেকেন্ড রানার মাথা কোন কাজই করল না—নিজের অস্তিত্ব, বিপদের গুরুত্ব, প্রাণরক্ষার তাগিদ, কিছুই ওকে বিচলিত করতে পারল না। তারপর যখন চেতনা ফিরে পেল, আধ সেকেন্ডের জন্যে জীবনের প্রতি প্রচণ্ড মায়া অনুভব করল ও। অবধারিত মৃত্যুর মুখে দাঁড়িয়ে পরম সত্যটা উপলব্ধি করল, জীবন বড় সুন্দর। পরবর্তী মুহূর্তে বাস্তব জগতে প্রবেশ করল—রাহাত খানকে আভাস দেয়া আছে কোথায় থাকতে পারে ও, লাশ নিতে লোক পাঠাবেন তিনি। অবশ্য যদি উদ্ধার করা সম্ভব হয়। পরমুহূর্তে সবচেয়ে দুর্লভ আর মানবিক গুণটা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল ওর মনের ভেতর। লোকগুলোকে বাঁচাতে হবে। আর লোকগুলোকে বাঁচাতে হলে প্রথমে বাঁচতে হবে নিজেকে।

পায়ের নিচে গুহার মেঝে থরথর করে কাঁপছে। দূর থেকে ভেসে এল ভোঁতা আর গুরুগম্ভীর পতনের আওয়াজ। সবগুলো গুহা আর টানেল ধসে পড়ছে। ধুলোয় চারদিক অন্ধকার, আশপাশে দড়াম দড়াম শব্দে পাথরবৃষ্টি হচ্ছে, প্রথমে আহত কিশোর আর বুড়ো ট্যালবটের কথা মনে পড়ল রানার। এক হাত দিয়ে মাথা ঢেকে গড়াতে শুরু করল ও।

চার বার গড়ান দিয়ে একটা শরীরে বাধা পেল, হুমড়ি খেয়ে রয়েছে কে যেন। হাত দিয়ে ঝাঁকি দিল রানা, সাড়া পাওয়া গেল না। হাত বুলোতে শুরু করে টের পেল উদোম পিঠ আর কাঁধে লম্বা হয়ে ফুলে আছে মাংস—চাবুক মারার দাগ। কিন্তু ঘাড়ের ওপর মাথা নেই, উষ্ণ তরল রক্তে ভিজে উঠল হাতটা। মাখনের মত কি যেন লেপ্টে গেল আঙুলে। সম্ভবত বড় পাথর চিড়ে-

চ্যাপ্টা করে দিয়ে গেছে কিশোরের গোটা মাথা।

হাঁপাচ্ছে রানা, খক্ খক্ করে কাশছে। ঝরে পড়া পাথর আর ধুলোর স্তূপে শরীরটা ঘুরিয়ে নিল ও, হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে চেষ্টা করল। পাথরের ফাঁকে ক্ষীণ আলোর আভাস দেখতে পেল।

ট্যালবটের নাম ধরে ডাকল ও, কিন্তু ধসের শব্দে নিজের চিৎকারই শুনতে পেল না। হাত দিয়ে পাথর সরাচ্ছে ও। দু'মিনিট পর দু'পাশে উঠে এল হ্যামার আর ট্যালবট। ট্যালবটের নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে। হ্যামারকে অক্ষত বলেই মনে হলো, কিন্তু ফোঁপাচ্ছে সে, কাঁপছে থরথর করে। কয়েক মিনিট পর ফাঁকটা বড় করা সম্ভব হলো। রোদের ভেতর বেরিয়ে এল ওরা, ওদের পিছু পিছু তিনজন ইন্ডিয়ান।

শেড খালি করে ভিড় একটা এরইমধ্যে ছুটতে শুরু করেছে। আর ফাদার পামকিন এলেন পাহাড় টপকে বাকবোর্ড নিয়ে তাদের পিছু পিছু। কয়েক ফুট দূরে থাকতে লাগাম টেনে ধরলেন তিনি, লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন। 'কতটা খারাপ?'

ট্যালবটের মুখে রক্ত আর ধুলো মাখামাখি, মোছার কথা মনে নেই। 'আমার ধারণা গোটা পাহাড় ধসে গেছে।'

পকেট থেকে হুইস্কির বোতলটা বের করে ঢক ঢক করে খানিকটা খেল রানা, তারপর ধরিয়ে দিল ট্যালবটের হাতে। একটা বোল্ডারের ওপর মাথায় হাত দিয়ে বসে রয়েছে হ্যামার, চোখে উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি। ট্যালবটের কাছ থেকে নিয়ে বোতলটা তার দিকে বাড়িয়ে ধরল রানা, কড়া সুরে বলল, 'দু'ঢোক গিলে শক্ত হও।'

বোতলটা প্রায় খালি করে ফেলল হ্যামার, দাঁড়াল সে, মুখ মুছল।

'এবার বলো, ভেতরে কতজন ছিল?'

'ঠিক বলতে পারব না। বিশ কি বাইশ জন হবে।'

হামাগুড়ি দিয়ে বোল্ডারের মাথায় উঠল ট্যালবট রানার নির্দেশে। স্প্যানিশ ভাষায় জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ভেতরে যারা রয়ে গেছে বেশিক্ষণ বাঁচবে না ওরা। ওদের জন্যে আমরা যদি কিছু করতে চাই, এখুনি তা করতে হবে। কোদাল, শাবল, বাস্কেট যে যা পাও তাই নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ো।'

তৈরি হতে খুব বেশি সময় নিল না ওরা, তারপর রানার নেতৃত্বে ঢাল বেয়ে ওপরে উঠল সবাই, শুরু হলো প্রবেশমুখ থেকে পাথর সরাবার কাজ। সবাই অংশ গ্রহণ করল, এমনকি বৃদ্ধ ফাদার পামকিনও—তৈরি হয়ে গেল একটা মানব-শৃঙ্খল। মাটি আর পাথর পিছনের দিকে ফেলা হতে লাগল, ধীরে ধীরে সামনে বাড়ল শিকলটা, ঢুকে পড়ল টানেলের ভেতর। হঠাৎ করেই একটা ব্যাপার লক্ষ করল রানা—ওদের সাথে উদ্ধারপ্রাপ্ত তিনজন ইন্ডিয়ানের মধ্যে দু'জনকে দেখা যাচ্ছে, বাকি একজন কোথায় যেন অদৃশ্য হয়েছে। তেমন গুরুত্বপূর্ণ মনে না হওয়ায় ব্যাপারটা নিয়ে আর মাথা ঘামাল না ও।

যে ফাঁকটা গলে বেরিয়ে এসেছিল ওরা সেটাকে চওড়া করা হলো,

ইকুইপমেন্ট নিয়ে বারোজনের একটা দল ঢুকল ভেতরে, সামনের সারির কয়েকজনের হাতে লণ্ঠন। গায়ের শার্ট খুলে সাবধানে নতুন পাথরের দেয়ালটা পরীক্ষা করল রানা, ছাদ ধসে পড়ে বন্ধ করে দিয়েছে টানেলের পিছন দিকটা।

জায়গাটা আগুনের মত গরম, বাতাসে এখনও ধুলো উড়ছে। রানার পাশে সরে এল ট্যালবট। 'খুঁড়তে খুঁড়তেই এগোতে হবে আমাদের, বস্। অন্তত প্রয়োজনীয় টুলস তো আছে…'

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল হ্যামার, তারপর সিধে হলো, একটা হাত তুলে সিলিং স্পর্শ করল সে। সাথে সাথে খসে পড়ল কয়েকটা পাথর। 'যারা বেঁচে আছি সব ক'জনের জ্যান্ত কবর হয়ে যাবে।'

'বাজে কথা বোলো না,' দৃঢ় আত্মবিশ্বাসের সাথে বলল ট্যালবট। 'সাবধানে কাজ করলে আর একটা ধস নামবে বলে আমি বিশ্বাস করি না।'

কয়েকটা মুহূর্ত উত্তেজনা আর নিস্তব্ধতার মধ্যে কাটল। এক সময় মনে হলো একজন যদি পিছিয়ে যায়, সবাই তাকে অনুসরণ করবে। লণ্ঠনের আলোয় ভয়ে বিকৃত দেখাল সবার চেহারা। তারপর নড়ে উঠল রানা। কাউকে কিছু বলল না, ঝুঁকে পাথর সরাতে শুরু করল ও। অত্যন্ত সাবধানে, একটা একটা করে। দেখাদেখি একজন একজন করে হাত লাগাল আবার সবাই।

সতর্কতার কোন অভাব নেই, এগিয়ে চলল কাজ। ঊর্ধ্বাঙ্গ খালি, ঘামে চকচক করছে শরীরগুলো, তাজা বাতাসের অভাবে হাঁসফাঁস করছে স্বেচ্ছাসেবকরা। নিজেকে শক্তির একটা স্তম্ভ প্রমাণ করে ছাড়ল হ্যামার, তার বিশাল হাত এমন এক-একটা পাথর কোন সাহায্য ছাড়াই অনায়াসে তুলে সরিয়ে দিচ্ছে, রানা আর ট্যালবট দু'জনে মিলে যেটাকে নড়াতেও পারেনি। ওদের পিছনে ইন্ডিয়ানরা একটা লাইন তৈরি করেছে, লাইনের এক মাথা থেকে আরেক মাথায় চলে যাচ্ছে পাথর ভরা বাস্কেটগুলো।

পালা করে কাজ করল ওরা, নতুন বাঁশ দিয়ে বেঁধে নেয়া হলো সিলিং সামনে এগোবার আগে। তবে ঢিলে তালে এগোল কাজ। প্রচণ্ড গরম আর বাতাসের অভাব পাথুরে দেয়ালের সামনে প্রতিবার কাউকে আধঘণ্টার বেশি থাকতে দিল না। মাঝ বিকেলের দিকে টানেল ধরে মাত্র চল্লিশ ফুটের মত এগোতে পারল ওরা।

তিনটের খানিক পর হ্যামারের হাত থেকে বড় একটা পাথর পড়ে গেল।

'কি হলো?' জানতে চাইল রানা।

ঘুরল হ্যামার, ল্যাম্পের আলোয় তার চোখের সাদা অংশ জ্বলজ্বল করছে। দেয়ালের মাঝখান থেকে পাথর সরিয়ে সরু একটা পথ তৈরি করা হয়েছে, হামাগুড়ি দিয়ে সেদিকে এগোল রানা। বিশাল একটা পাথর সামনে এগোবার পথ বন্ধ করে রেখেছে, কম করেও সাত টন ওজন হবে।

হামাগুড়ি দিয়ে রানার পাশে চলে এল ট্যালবট। 'ওটাকে হাত দিয়ে সরানো সম্ভব নয়।'

'ডিনামাইট?' জিজ্ঞেস করল রানা।

খুব জোরে শ্বাস টানল হ্যামার। 'নির্ঘাত একটা পাগলের পাল্লায় পড়েছি আমরা। ডিনামাইট লাগবে না, ছোট একটা পটকা ফাটালেও চলবে—বাকি পাহাড় ধসে যাবে।'

'ভেতরে এখনও যদি কেউ বেঁচে থাকে, এমনিতেও তারা মরবে,' বলল রানা। 'কিভাবে মরল সেটা বড় কথা নয়। কাজেই শেষ চেষ্টা করে দেখব আমরা।' হামাগুড়ি দিয়ে পিছিয়ে এল ও, ইন্ডিয়ানদের লাইনকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে এল চোখ ধাঁধানো রোদে। চোখ কুঁচকে দেখল খনির সামনে গোটা গ্রাম উঠে এসেছে, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা কেউ বাকি নেই। মাটিতে গড়াগড়ি খাচ্ছে কেউ কেউ, অনেকেই স্তব্ধ পাথর হয়ে গেছে শোকে। একজন ইন্ডিয়ান ওর হাতে এক বালতি পানি ধরিয়ে দিল, বালতিটা মুখের ওপর ধরে কাত করল ও, মাথায় ঢালার আগে ঢক ঢক করে পান করল কুয়ার হিম-শীতল পানি। তারপর ডন হোমায়রার উপস্থিতি লক্ষ করল ও।

'কতটা খারাপ?' জিজ্ঞেস করল সে।

'কোদাল আর শাবল দিয়ে যতটা সম্ভব এগিয়েছি। সাত টনী একটা পাথর সরাব কিভাবে?'

'ভাঙা যায় কিনা চেষ্টা করে দেখেছ?'

'হাত দিয়ে কয়েক ঘণ্টা লাগবে,' বলল রানা। 'একমাত্র উপায় ডিনামাইট।'

'তাতে গোটা পাহাড় ধসে পড়ার আশঙ্কা আছে।'

'হয়তো, কিন্তু সবার আগে ভাবতে হবে বিশ-বাইশজন লোকের কথা। তিন কি চার ঘণ্টার মধ্যে ওদেরকে যদি বের করে আনতে না পারা যায়, একজনকেও বাঁচানো যাবে না।'

'তুমি কি জানো, এখনও ওরা বেঁচে আছে?'

'কি বলতে চান?'

'বাদ দাও। যখন হচ্ছে না তখন আর চেষ্টা-করে লাভ কি।'

'ফর গডস সেক, হচ্ছে না কে বলল আপনাকে? চেষ্টাই তো করা হয়নি!' চেঁচিয়ে উঠল ট্যালবট।

'আমি ডিনামাইটের কথা বলেছি,' শান্তভাবে মনে করিয়ে দিল রানা।

দৃঢ় ভঙ্গিতে এক পা সামনে বাড়ল ডন হোমায়রা। 'ক'জন ইন্ডিয়ানকে বাঁচানোর জন্যে সোনার উৎসটা আমি হারাতে পারি না। আমিও দেখতে চাই ওদেরকে উদ্ধার করা হয়েছে, কোদাল আর শাবল দিয়ে চেষ্টা করতে পারো। কোন অবস্থাতেই ডিনামাইট ব্যবহার করা যাবে না।'

'দেখা যাক,' বলল রানা, তারপর যেই যাবার জন্যে ঘুরেছে অমনি চিৎকার দিয়ে উঠল ট্যালবট।

'ওয়াচ আউট!'

ট্যালবটের কথা শেষ হয়নি, রানার ঘাড়ের পিছনে ঠাণ্ডা আর শক্ত কি যেন একটা ঠেকল।

'একদম নড়বে না,' রানার পিছন থেকে বলল ডন হোমায়রা, তার হাতে রিভলভার, মাজ্‌লটা চেপে বসেছে রানার খুলির নিচে। 'তুমি আছ নাকি, হ্যামার?'

'ইয়েস, ডন হোসে।' হ্যামারের পাশে এই মুহূর্তে তিনজন দো-আঁশলা, সবাই সশস্ত্র।

'চমৎকার। শোনো কি চাই আমি। তুমি, ট্যালবট, খনিতে ফিরে যাও। লোকজন নিয়ে বড় পাথরটার চারপাশ খুঁড়তে থাকো। ডিনামাইটের কথা ভুলেও মুখে আনবে না।'

'ঠিক আছে, সিনর,' পরাজিত লোকের মত ম্লানস্বরে বলল ট্যালবট, রানার দিকে তাকাতে পারল না।

'এবার তোমার প্রেসক্রিপশন,' রানাকে বলল ডন হোমায়রা। 'হারমোজায় ফিরে যাচ্ছ তুমি। তোমার সুন্দর গাড়ি তুমিই চালাবে, তোমার পাশে তোমার পরম বন্ধু হ্যামার থাকবে। হারমোজায় কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে তোমাকে। কর্তৃপক্ষ এফ.বি.আই.-কে জানাবে, সাদা একটা শেভ্রোলে সহ এক ভবঘুরে লোককে তারা আটক করেছে। বুঝতে পারছ তো? এখানে তোমার দিন ফুরিয়েছে।'

'এখানে' বলতে কি বোঝায় চারদিকে চোখ বুলিয়ে আরেকবার দেখে নিল রানা। উদ্ধারকর্মীদের একটা ভিড়, সাথে তাদের মহিলা। পঞ্চাশ ফুট দূর থেকে ওর দিকে সতর্কদৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে হ্যামার। তার পাশে, পরনে কালো পোশাক, ফাদার পামকিন। আর সবার পিছনে, একটা ঝুল-পাথরের কিনারায়, দাঁড়িয়ে রয়েছে হুয়ান কার্টিজ, তার দু'জন যোদ্ধাকে নিয়ে।

হঠাৎ করে যেন একটা জ্ঞানচক্ষু খুলে গেল, রানা বুঝতে পারল কর্কশ-কঠোর একটা সম্প্রদায়কে ডন হোমায়রার মত লোক কিভাবে নিজের অনুগত করে রাখে। আর সবাইকে শিক্ষণীয় একটা দৃষ্টান্ত উপহার দেয়ার জন্যে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করতেও এতটুকু দ্বিধা করবে না সে। বেআইনী কাজ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছে যে লোক, টার্গেট হিসেবে সে-ই তো আদর্শ।

রানাকে অবাক করে দিয়ে সামনে এগিয়ে এলেন ফাদার পামকিন।

সাথে সাথে তাঁর দিকে রিভলভার তুলল ডন হোমায়রা। 'আর এক পা-ও এগিয়ো না, ফাদার।'

কিন্তু ফাদার থামলেন না, যেমন হেঁটে আসছিলেন তেমনি আসতে লাগলেন। তাঁর পিছু নিয়ে পিঠের কাছে সেঁটে থাকল হ্যামার আর দো-আঁশলারা।

ডন হোমায়রার সামনে এসে থামলেন ফাদার, আঙুল দিয়ে তার রিভলভার ধরা হাতের কব্জি স্পর্শ করলেন। 'দয়া করুন, ডন হোসে হোমায়রা। বিদেশী এই ভদ্রলোক ঠিক কথাই বলছেন। খনির ভেতর একজনও যদি বেঁচে থাকে, আমাদের অপেক্ষায় আছে সে। তার এই অপেক্ষা ঈশ্বরের অপেক্ষা, তিনি দেখতে চাইছেন আমরা তাঁকে উদ্ধার করি কিনা। যদি

ডিনামাইটই একমাত্র উত্তর হয়, তবে তাই হোক না। ঈশ্বর চাইলে···'

'ঈশ্বর চাইলে পাহাড়টা দেবে যেতে পারে, তারপর আর এক আউন্স সোনাও ওখান থেকে পাব না আমি। হাত সরাও, ফাদার। ঈশ্বরকে উদ্ধার করা তোমার কাজ, আমার কাজ সোনার উৎস ঠিক রাখা।'

'দয়া করুন,' মিনতি জানালেন ফাদার। 'রিভলভারটা রেখে দিন।' আবার তিনি ডন হোমায়রার রিভলভার ধরা হাতটা ছুঁতে গেলেন। ঠিক তখুনি অবিশ্বাস্য ঘটনাটা ঘটে গেল। কাউকে কিছু মাত্র বুঝতে না দিয়ে রিভলভার তুলল ডন হোমায়রা, আধ হাত দূর থেকে গুলি করল ফাদার পামকিনের কপালে। ফাদারের খুলি উড়ে গেল, ছিটকে পড়ল লাশ, লোকজন আঁতকে উঠে পশুর মত চেঁচিয়ে উঠল।

'কুত্তার বাচ্চা!' বাঘের মত গর্জে উঠল রানা, লাফ দিতে গিয়ে বাধা পেল পিছন থেকে, চারজন ঝাঁপিয়ে পড়ে ধরে রাখল ওকে, ওর গলা পেঁচিয়ে ধরল হ্যামারের বিশাল হাত।

ঠিক তখুনি বজ্রপাত ঘটল। বজ্রপাত নয়, তারচেয়েও গুরুগম্ভীর একটা কণ্ঠস্বর ভেসে এল। লোকটা প্রাচীন যোদ্ধা হুয়ান কার্টিজ। দু'জন সঙ্গী যোদ্ধাকে নিয়ে ঝুলন্পাথরের কিনারায় দাঁড়িয়ে রয়েছে সে। 'হোমায়রা!' হাঁক ছেড়ে বলল সে। 'ঈশ্বর আমার সাক্ষী, তুমি একটা মরা মানুষ!'

যোদ্ধাদের নিয়ে পাথর থেকে নেমে এল কার্টিজ, নিজেদের ঘোড়ায় চড়ল, তারপর তাদের সেই স্বর্ণযুগের অনুকরণে রণহুঙ্কার ছাড়তে ছাড়তে অদৃশ্য হয়ে গেল চোখের পলকে।

হারমোজায় ফিরে আসছে রানা, গাড়ি চালাচ্ছে ধীরগতিতে। পাশেই প্যাসেঞ্জার সীটে রয়েছে হ্যামার, অজুহাত খুঁজছে পুলিসের হাতে তুলে দেয়ার বদলে কিভাবে পথেই মিটিয়ে ফেলা যায় ঝামেলা।

একটা পাথুরে বাঁক ঘুরতেই সামনে পড়ে গেল কার্টিজ আর তার দল। ঘোড়ার লাগাম টানার সময় পেল কার্টিজ, কিন্তু রাইফেল তোলার অবকাশ পেল না। রাইফেলটা জিনে রয়েছে, জানে তুলতে চেষ্টা করে কোন লাভ নেই, তার আগেই বিদেশী লোকটাকে গুলি করবে ঘৃণ্য হ্যামার।

'পরদেশী,' চিৎকার করে বলল কার্টিজ। 'তুমি জানো না, খনির ভেতর আমার একমাত্র সন্তান আটকা পড়েছে। তোমার প্রতি আমি কৃতজ্ঞ, কারণ তুমি ডিনামাইট ব্যবহার করতে চেয়েছ। আমরা ডিনামাইট ব্যবহার করতে জানি না, জিনিসটা আমাদের কাছে নেইও। আমরা অ্যাপাচী, করুণা ভিক্ষা চাওয়া আমাদের স্বভাব নয়। তবে, জেনো, কিভাবে প্রতিশোধ নিতে হয় তা জানা আছে। তোমার প্রতি অনুরোধ, আমাদের কাজে বাধা হয়ে দাঁড়িয়ো না।' উত্তরের অপেক্ষায় না থেকে ঘোড়া ছুটিয়ে দিল সে, গ্রামের দিকে চলে যাচ্ছে।

'ধরো ওকে, ধাওয়া করো!' তাগাদা দিল হ্যামার।

'সম্ভব নয়,' বলল রানা। 'রেডিয়েটর টগবগ করে ফুটছে, বাষ্প উঠছে

দেখছ না? আগে ওটায় পানি ঢালতে হবে।'

'গাড়িতে পানি নেই?'

'শুধু গ্যাসোলিন।'

'তাহলে? আমরা পৌঁছুব কিভাবে?'

গাড়ি থামাল রানা। 'নার্ভাস হয়ো না, সব সমস্যারই সমাধান আছে।' রেডিয়েটরের ছিপি খুলে হুডের ওপর দাঁড়াল ও, ট্রাউজারের বোতাম খুলে প্রস্রাব করল। 'কার্টিজকে তুমি ধাওয়া করতে চাইছিলে, তাই না, হ্যামার?' জিজ্ঞেস করল ও।

'ডন হোসে ওকে ভয় পান, কিন্তু আমি না। কত দিন বলেছি, অনুমতি দিন, ইন্ডিয়ান কুকুরটাকে সাবাড় করে দিই।'

'একটা ব্যাপার তুমি বুঝছ না, হ্যামার। কার্টিজকে তুমি ভয় করো, হোমায়রা যতটা ভয় করে তারচেয়ে বেশি, সেজন্যেই ওকে খুন করতে চাও তুমি। আরও একটা জিনিস তোমার মাথায় ঢোকেনি। ধাওয়া তুমি ওকে নয়, ও তোমাকে করবে। হুয়ান কার্টিজ এখনও জানে না ওর ছেলেকে তুমি চাবুক মারছিলে, জানে না পাথর ধসের জন্যেও তুমিই দায়ী।'

'কার্টিজের ছেলে বলেই তো চাবুক মারছিলাম।' নিষ্ঠুর হেসে বলল হ্যামার। 'কিন্তু তুমি কিভাবে জানলে ছোকরা কার্টিজের ছেলে···?'

'জানতাম না, এখন জানলাম।'

গ্রামে ঢোকার সাথে সাথে উত্তেজিত ভিড়টা দেখতে পেল ওরা। প্রধান চৌরাস্তার ওপর কার্টিজকে ঘিরে ছটফট করছে লোকজন।

'সবাইকে জড়ো করছে হারামির বাচ্চাটা,' দাঁতে দাঁত ঘসে বলল হ্যামার। 'থামছ কেন?'

'অনেক লোকজন।'

'যেতে থাকো!' গর্জে উঠল হ্যামার।

'তারপর, কেউ আহত হলে?' গাড়ির গতি আরও কমিয়ে আনল রানা।–

'ও, চালাকি হচ্ছে!' রানার কপালের পাশে রিভলভারের মাজ্‌ল্ চেপে ধরল হ্যামার। 'তবে রে!'

হাসল রানা। 'উঁহুঁ, হ্যামার, মিথ্যে ভান কোরো না। আমি এখন তোমার সবচেয়ে বড় বন্ধু, আমাকে তুমি গুলি করতে পারো না।' ব্রেক করল রানা, শব্দ পেয়ে জনতা ওদের দিকে ফিরল, গোটা ভিড় যেন একজন মানুষ। তারপরই ছুটতে শুরু করল সবাই গাড়ির দিকে। পরাজিত মানুষ নয়, উত্তেজিত জনতা।

'কি হলো, হ্যামার, গুলি করছ না যে?' কপালে রিভলভারের মাজ্‌ল্ নিয়ে আবার হাসল রানা। 'জানি, প্রাণের ওপর তোমার খুব মায়া। তুমি মরতে চাও না। আমি মারা গেলে গাড়ি চালাবে কে, তাই না? আর গাড়ি না চললে, তুমি পালাবে কিভাবে? ওরা যে তোমাকে টুকরো টুকরো করবে।'

রানা শুনতে পেল কার্টিজ চিৎকার করছে, 'ওই গাড়িতে হোমায়রার লোক

হ্যামার রয়েছে। খুনীর ভাড়াটে খুনী। যে আমার ছেলেকে উদ্ধার করার জন্যে ডিনামাইট ব্যবহার করতে রাজি হয়নি।'

বিপদের গুরুত্ব হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে হ্যামার। 'ঘুরিয়ে নাও গাড়ি,' রানাকে নির্দেশ দিল সে।

রিভলভারের স্পর্শ গ্রাহ্য না করে গাড়ি থেকে নামতে গেল রানা, বলল, 'তুমি চালাও।'

'দেখো, মরতে হয় তোমাকে নিয়ে মরব!' শাসাল হ্যামার, কিন্তু রানা নেমে যেতেও গুলি করল না। 'গাড়ি যদি চালাতে জানতাম, এতক্ষণে···'

'আমাকে মেরে ফেলতে···'

'ফিরে এসো বলছি!' দরদর করে ঘামছে হ্যামার, রানার বুক লক্ষ্য করে রিভলভার ধরে আছে।

শর্ত দিল রানা। 'রিভলভারটা নামিয়ে রাখো সীটের ওপর। আস্তে আস্তে।'

রাগে কাঁপছে হ্যামার। চট্ করে উত্তেজিত জনতার দিকে একবার তাকাল সে, তারপর আর সিদ্ধান্ত নিতে দেরি করল না। জানে প্রথমবার যত লোককেই গুলি করুক সে, রি-লোড করার আগেই পিঁপড়ের ঝাঁকের মত ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বে ইন্ডিয়ানরা, কিল-ঘুসি-লাথি মেরে ছাতু বানিয়ে ফেলবে, তারপর ওদের ঐতিহ্য অনুসারে কঙ্কালটা ঝুলিয়ে রাখবে গাছের ডালে।

সাবধানে সীটের ওপর রিভলভারটা রাখল সে। হুইলের পিছনে বসার আগে রিভলভারটা তুলে নিল রানা, তারপর ধীরে ধীরে গাড়ি ঘোরাল।

দ্রুতবেগে গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে এল শেভ্রোলে। এক হাতে হুইল, অপর হাতের রিভলভার হ্যামারের দিকে তাক করা, গুণ গুণ করছে রানা, 'হু ইজ অ্যাফ্রেড অভ দ্য বিগ ব্যাড উলফ?'

একটানা প্রায় আধঘণ্টা তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল কার্টিজ, পৌঁছুল ছোট্ট জলাশয়ের ধারে গা ঘেঁষে থাকা তিনজোড়া তাঁবুর সামনে। তাঁবুগুলোকে ঘিরে আছে ছোট বড় অসংখ্য বোল্ডার, পথনির্দেশ না পেলে এখানকার ইন্ডিয়ানদের খোঁজ পাওয়া প্রায় অসম্ভব।

ছোট একটা হরিণের ধড় ঝলসানো হচ্ছে গনগনে আগুনে, সেটাকে ঘিরে বসে আছে পাঁচজন তরুণ ইন্ডিয়ান, নিবিষ্টমনে সিগারেট ফুঁকছে!

ঘোড়া থেকে নেমে একটা পাথরে লাগাম জড়াল কার্টিজ। গম্ভীর চেহারা নিয়ে তরুণদের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকল সে, তারপর নিজের তাঁবুতে ঢুকে শুয়ে পড়ল, বন্ধ করল চোখের পাতা।

দীর্ঘ পনেরো সেকেন্ড লাগল তার সিদ্ধান্তে আসতে। অন্ধকার ও শান্তিময় তাঁবু ছেড়ে বেরিয়ে এল সে, দেখল এরইমধ্যে অন্যান্য তাঁবু থেকে বেরিয়ে এসে এক জায়গায় জড়ো হয়েছে তার লোকজন।

'আর কোন চেষ্টা করার দরকার ছিল না, আমি ধর্মযাজক হতে

যাচ্ছিলাম। কিন্তু আজ আমি একজন ধর্মযাজককে, ঈশ্বরের একজন প্রতিনিধিকে, গুলি খেয়ে মরতে দেখেছি। আমার চোখের সামনে ফাদার পামকিনকে কসাই হোমায়রা গুলি করে মারল। সব কথার শেষ কথা, আমি একজন অ্যাপাচী, ধর্মযাজক হওয়া আমার পোষাবে না।' এক টানে গায়ের আলখিল্লা ছিঁড়ে নামিয়ে ফেলল সে, ভেতরে দেখা গেল আঁটসাঁট পাজামা পরে রয়েছে সে, গায়ে চামড়ার বর্ম। এবার মাথায় সে লাল পট্টি বাঁধল।

বলে চলেছে, 'অ্যাপাচীদের ঐতিহ্য আমি বজায় রেখেছি। আমি করুণা ভিক্ষা করিনি। আমার একমাত্র সন্তান আমার অজ্ঞাতে হোমায়রার খনিতে কাজ করতে গিয়েছিল। তাকে সেখান থেকে বেরিয়ে আসার সুযোগ দেয়া হয়নি। সবাই জানি, হোমায়রার হাতে-পায়ে ধরলেও কোন লাভ হত না। আমরা অ্যাপাচী, কাজেই যে-পথে গিয়ে আমাদের পূর্ব-পুরুষরা নিজেদের ঐতিহ্য বজায় রেখেছেন আমরাও সেই পথে যাব। হ্যাঁ, আমরা প্রতিশোধের পথে যাব।

'এবার, কি করা হবে। কাটু আর চার্ট, আমাদের সব ভাইবেরাদারকে খবর দাও, আমাদের হাতকে শক্তিশালী করবে তারা। ঘোড়া ছুটিয়ে চলে যাও উত্তরের খামারে, বেড়া ভাঙো, হত্যা করো কিছু গরু-ছাগল। রাখালদের অন্তত একজনকে মারবে না। হোমায়রার কাছে খবর পৌঁছুনোর জন্যে বাঁচিয়ে রাখবে।

'তুমি, কিরিকিরি, লুকানো রাইফেলগুলো নিয়ে—যতগুলো পারো—ফিরে এসো আমার কাছে।'

কয়েক মুহূর্তের মধ্যে রওনা হয়ে গেল ইন্ডিয়ানরা, নিজের জায়গায় একা দাঁড়িয়ে থাকল হুয়ান কার্টিজ। আগুনে সেদ্ধ হচ্ছে হরিণের ধড়, সেদিকে ধীরে ধীরে পিছন ফিরল সে। প্রতিশোধ নেয়া শেষ না হওয়া পর্যন্ত জল বা আহার কিছুই গ্রহণ করবে না সে।

পাথরের মূর্তির মত কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল সে। তারপর আবার ঘুরল, নিভিয়ে দিল আগুনটা। শুধু তার বুকের আগুনটা জ্বলতেই থাকল।

আট

'তোমার বাপের নাম কি?' গাড়ি চালাচ্ছে রানা, নিরীহভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করল।

বেকায়দা অবস্থায় পড়ে গেছে হ্যামার। শুধু যে রিভলভারটা রানার হাতে চলে গেছে তাই নয়, ছুটন্ত একটা গাড়িতে রয়েছে সে। মান্ধাতা আমলের চারচাকা ডন হোমায়রার একটা আছে বটে, কিন্তু ভুলেও সেটায় কখনও চড়েনি সে, তার গা ছমছম করে। 'কেন, কি দরকার?'

'ভুলিয়ে দেব।'

রাগে গরগর করতে লাগল হ্যামার, অন্য দিক মুখ ফেরাল। নিজের ঘাড়ে হাত দিয়ে টিপতে শুরু করল সে।

'ঠিক আছে, বাদ দাও, বিশেষ করে তুমি যখন হাই ব্লাড প্রেশারের রোগী, তোমাকে উত্তেজিত করা ঠিক হবে না। কি করে বুঝলাম?' হাসছে রানা। 'ঘাড় টিপতে দেখে। কিছুদিন ওরকম ঘাড় ব্যথা হবে, তারপর হঠাৎ একদিন দু'বার পিড়িক-পিড়িক করে উঠবে, ব্যস, সমস্ত পিড়িক-প্যাড়াক চিরকালের জন্যে বন্ধ।'

'দেখে নিয়ো, তোমাকে আমি ঠিকই খুন করব···'

ডান পা দিয়ে ব্রেকের ওপর এত জোরে চাপ দিল রানা, সামনের দিকে ছিটকে পড়ল হ্যামার, উইন্ডস্ক্রীনে বাড়ি খেয়ে থেঁতলে গেল নাক আর কপাল। 'দুঃখিত,' বলল রানা। 'মনে হলো যেন একটা সাপ দেখলাম রাস্তার ওপর।'

'গাড়ি আরও আস্তে চালাতে পারো না?' রীতিমত কুঁকড়ে গেছে হ্যামার, কখন আবার কোন্‌দিকে ছিটকে পড়তে হয়।

'কি!' ঋপ্ করে কথাটা ধরল রানা। 'আমি গাড়ি চালাতে পারি না? এত বড় কথা! নামো, নেমে যাও বলছি!' হ্যামারের দিকে রিভলভার নাড়ল ও। 'আউট!'

'এখানে তুমি আমাকে নামিয়ে দিতে পারো না। র‍্যাঞ্চে পৌঁছে দাও।'

'অসম্ভব, তোমাকে আমি আর একদণ্ডও গাড়িতে রাখব না। বলে কি, আমি নাকি গাড়ি চালাতে পারি না! র‍্যাঞ্চে যাবে কি জাহান্নামে যাবে, সে তোমার ব্যাপার, আমি তোমাকে কোথাও নিয়ে যাচ্ছি না।' হঠাৎ উজ্জ্বল হয়ে উঠল রানার চেহারা। 'তবে তুমি চাইলে তোমাকে আমি ওই গ্রামে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারি। কি, যাবে?'

'না!'

'কিন্তু আমি তো সেখানেই যাচ্ছি, হ্যামার। আউট।'

'ধরো এ-পথে কেউ যদি না আসে, আমার কি হবে?' গাড়ি থেকে নেমে গিয়ে জিজ্ঞেস করল হ্যামার।

'খনির ভেতরও তো কেউ যায়নি, যারা আটকা পড়েছে তাদের কি হয়েছে? তবে তুমি কোথাও আটকা পড়োনি, কেউ না কেউ আসবে। মানুষ যদি না-ও হয়, তোমার মত কেউ—কুকুর, শুকুন, কয়োট···' গলা ছেড়ে হাসল রানা, ঘুরিয়ে নিল গাড়ি, একরাশ ধুলোয় হ্যামারকে ঢেকে দিয়ে চলল শহরের দিকে।

শহর দু'মাইল দূরে থাকতে ট্রেইলের ধারে কিছু কাঁটাঝোপ দেখল রানা, গাঢ় নীল আর হলুদ বুনো ফুলে ছেয়ে আছে। শেভ্রোলে থামিয়ে এক ডজনের মত ফুল তুলে সীটের ওপর রাখল ও।

শহরটাকে ফাঁকা লাগল।

হোটেলের ভেতর একটা হাত তুলে ওকে অভ্যর্থনা জানাল ব্রেমারিক।

'শীলা ওপরে?'

মাথা ঝাঁকাল রেমারিক, তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলেও তার চেহারায় ঈর্ষার ভাব আবিষ্কার করতে ব্যর্থ হলো রানা।

ওপরে উঠে এল ও, নক করল দরজায়, বুনো ফুলগুলো পিছনে লুকাল।

'কে?' শীলার গলা ভেসে এল।

একি দশা, ভাবল রানা, আওয়াজ শুনেই শিরশির করবে গা! 'তোমার প্রিয় আউটল,' জবাব দিল ও।

গাঢ় সবুজ কিমোনো পরেছে শীলা দ্য হোমায়রা, কিনারায় সোনালি-রূপালি ঝালর। এক হাতে কিমোনোর সামনেটা ধরে আছে সে, সিল্ক ফুঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে সুগঠিত বুক। 'আমার ধারণা ছিল কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হয়েছে তোমাকে,' বলল সে।

'তোমাকেই তো আমার কর্তৃপক্ষদের একজন বলে মনে হচ্ছে। ভেতরে আসতে পারি?' ঝট্ করে ফুলগুলো সামনে এনে শীলাকে চমকে দিল রানা।

'ওমা, কি সুন্দর!' রানার হাত ধরে ভেতরে ঢোকাল শীলা, চারদিকে তাকাল ফুলদানীর সন্ধানে। ফুলদানীতে ফুল সাজানোর পর বলল, 'তোমার মুখ খুব তাড়াতাড়ি সেরে উঠল দেখছি, আবার সুদর্শন লাগছে।'

'মুখে কি যেন দেবে বলেছিলে, এড়িয়ে যাচ্ছ নাকি?' সকৌতুকে জিজ্ঞেস করল রানা।

হাসল না শীলা, এগিয়ে এসে রানার ঠিক সামনে দাঁড়াল। হাত দুটো তুলল সে, দশ আঙুল দিয়ে রানার গাল স্পর্শ করল। সারা মুখে আঙুলগুলো নড়াচড়া করছে। 'ভয় হয়, রড, তোমাকে ভালভাবে চিনতে ভীষণ ভয় করে আমার।' হঠাৎ হাত নামিয়ে পিছন ফিরল সে। 'তারচেয়ে দূরে দূরে থাকো, রহস্যময় থাকো, নিজের কোন কথাই আমাকে জানিয়ো না···তাহলে তুমি চলে যাবার পর ভাবব যার আসার কথা ছিল আসেনি সে, কিংবা জানতেও পারিনি এসে চলে গেছে···'

'হ্যাঁ, এসেছিলাম, কিন্তু চলে যাচ্ছি···দরজাটা বন্ধ করে দাও।' বলে ঘুরল রানা,পা বাড়াল দরজার দিকে। পিছন থেকে বাধা পেল ও, প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে ওকে জড়িয়ে ধরল শীলা।

ঘুরল রানা, মুখোমুখি হলো দু'জন। হাসতে শুরু করল একসাথে, তখনও ওরা পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে আছে, কিন্তু হাসতে হাসতে চোখে পানি এসে গেল শীলার। এ তার আনন্দের কান্না কিনা কে জানে।

'দরজাটা?' জিজ্ঞেস করল রানা। 'বন্ধ করবে না?'

নিঃশব্দে ওপর-নিচে মাথা দোলাল শীলা, তারপর বলল, 'করব। কিন্তু তারপর? কি চাইবে তুমি?' চোখে টলটল করছে মুক্তোর মত স্বচ্ছ পানি। ক্ষুধার্তের মত একটা ঢোক গিলল সে।

'চাইব? বলো কি চাইব না!'

'কিন্তু রানা, তুমি চাইলে আমি যে বিপদে পড়ে যাব, তার কি হবে?'

'মানে?'

'তোমাকে প্রত্যাখ্যান করব সে ক্ষমতা আমার নেই,' শীলার বিষণ্ণ মুখে মৃদু হাসি। 'আমি বড়জোর অনুরোধ করতে পারি, সবটুকু তুমি চেয়ো না।'

'উঁহুঁ,' গোঁয়ারের মত মাথা নাড়ল রানা। 'অল্পে সন্তুষ্ট হওয়া আমার স্বভাব নয়। চাইলে আমি সবটুকুই চাইব, তা না হলে কিছুই চাইব না!'

'ওরে পাজি, ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে!' আকস্মিক ধাক্কায় রানাকে সরিয়ে দিল শীলা, ছুটে গিয়ে বন্ধ করে দিল দরজা। কবাটে পিঠ রেখে দু'হাত তুলে হাতছানি দিল। 'এসো, পারলে জোর করে আদায় করো···'

'আসছি।' চ্যালেঞ্জটা গ্রহণ করল রানা।

মস্ত একটা হাই তুলল ট্যালবট, হাত উল্টো করে ঘুম লেগে থাকা লাল চোখ দুটো রগড়াল। বিছানা থেকে নেমে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল সে, পাহাড়ের গায়ে ভোরের ম্লান আলো কেমন যেন অশুভ আর ভৌতিক লাগল তার কাছে। নির্জন গ্রামের রাস্তাটা ফাঁকা পড়ে আছে, খড় আর গাছের পাতা উড়ছে বাতাসে।

ঠাণ্ডা হিম বাতাস, কাঁপ ধরে গেল শরীরে, মুখের ভেতরটা টক টক। মুশকিল হলো, বুড়ো হয়ে যাচ্ছে সে। আয়ু যখন শেষই হয়ে এসেছে, আর পালিয়ে বেড়ানোই যখন বিধিলিপি, যতক্ষণ বেঁচে আছে ব্যস্ত থাকা উচিত ভাল কোন কাজে। কসাই হোমায়রার ক্রীতদাস হয়ে থাকাটা জীবন নয়।

কাল ওরা মাঝরাতের পর খনিতে পাথর ভাঙার কাজ বন্ধ রেখেছিল, কারণ কাজ চালিয়ে যাবার শক্তি ছিল না কারও। সিনর রড যেমন বলেছিলেন, ভাবল সে, ডিনামাইট ছাড়া লোকগুলোকে উদ্ধার করা সম্ভব নয়। কিন্তু হোমায়রাকে বোঝায় কে! নিজের সোনা বাঁচাতে গিয়ে লোকগুলোকে খুন করল সে।

সন্ধের পর থেকে ইন্ডিয়ানদের সাথে কাজ করার সময় অদ্ভুত একটা ব্যাপার লক্ষ করেছে ট্যালবট। কি যেন জানে ওরা, ওকে বলার প্রয়োজন বোধ করেনি। নিজেদের মধ্যে চাপা স্বরে তাদেরকে ফিসফিস করতে দেখেছে সে, চোখ ইশারায় ভাব বিনিময় হতে দেখেছে।

কোট পরে মাথায় হ্যাট চাপাল ট্যালবট। দরজা খুলে বেরিয়ে এল বারান্দায়। এখনও নির্জন গ্রাম, শুধু বাতাস পেয়ে ঝোপঝাড়গুলো দুলছে। গোটা গ্রামটাকে ভূতুড়ে, পরিত্যক্ত লাগল। কোঁচকানো ভুরু নিয়ে বারান্দা থেকে নেমে এল সে, ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল।

শেড খালি, কেউ নেই ভেতরে। সাধারণত আরও আগেই ইন্ডিয়ানরা ভিড় জমায় শেডের ভেতর, দেয়ালের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে থাকে প্রথম শিফট শুরু হবার অপেক্ষায়। হাত দিয়ে দেখল ট্যালবট, স্টীম এঞ্জিনটা ঠাণ্ডা। কয়েকজন পাহারাদার থাকার কথা, তাদের একজনের দায়িত্ব এঞ্জিনটাকে মাঝে মধ্যে চালু করে গরম রাখা। তারমানে রাতে শেডের ভেতর কেউ ছিল

না।

ঘোড়া নিয়ে কেবিনের দিকে ফিরে এল সে, পিছন দিকে এসে জিন চাপাল। গ্রামের ভেতর দিয়ে যাবার সময়ও লক্ষ করল, সব কিছু স্থির হয়ে আছে। কোথাও আগুন জ্বলছে না। বাচ্চারা কাঁদছে না। কুয়ার কাছে এসে ঘোড়া থেকে নামল সে। রাস্তায় একটা কুকুর পর্যন্ত নেই।

ধীর পায়ে হেঁটে এসে সবচেয়ে কাছের একটা দরজা খুলল সে। ঘর খালি। রান্না করার জন্যে একটাই পাতিল থাকে, সেটাও গায়েব। চুলোয় হাত দিল ট্যালবট। ঠাণ্ডা।

এক এক করে আরও দুটো ঘরে ঢুকল সে। খালি।

ধীর পায়ে কুয়ার কাছে ফিরে এল। মরু প্রান্তর থেকে করুণ সুরে ডেকে উঠল একটা কুকুর। গা ছমছম করতে লাগল ট্যালবটের। কিছু একটা ঘটতে যাচ্ছে। তারপর সে চমকে উঠল—ওটা কি আসলেই কুকুরের ডাক ছিল? নাকি ইন্ডিয়ানদের কোন গোপন সঙ্কেত? ভয়ে ভয়ে ঘোড়ায় চড়ল ট্যালবট, দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল চারদিকে। যত তাড়াতাড়ি পারা যায় গ্রাম থেকে বেরিয়ে যেতে হবে।

কি ঘটেছে বুঝতে পারল না ট্যালবট। যাই ঘটুক, ঘটনাটা গ্রামের সবাইকে আতঙ্কিত করে তুলেছিল। এই সব চিন্তা করতে করতে তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল সে। আধ ঘণ্টা পর উপত্যকার মাথায় পৌঁছুল, ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল র‍্যাঞ্চে।

উঠানে ঢোকার পর দরজা খুলে গেল, বেরিয়ে এল মোনা লিজা। তার চুল এলোমেলো হয়ে আছে দেখে অবাক হলো ট্যালবট। মহিলা অত্যন্ত ফিটফাট থাকতে ভালবাসেন, স্বভাব-চরিত্রও স্বামীর ঠিক উল্টো। তার চেহারায় কেমন যেন একটা অস্থির ভাবও লক্ষ করল সে।

'সিনর ট্যালবট, ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, আপনি এসে পড়েছেন!'

ঘোড়া থেকে না নেমেই তাকিয়ে থাকল ট্যালবট। 'কেন, কি হয়েছে? ডন হোসে কি বাড়িতে নেই?'

মাথা নাড়ল মোনা লিজা। 'শুধু টেরেসাকে নিয়ে আমি, আর সারা, আমার চাকরানীটা আছে। সেই ভোর অন্ধকারে হ্যামারকে নিয়ে আমার স্বামী উত্তরের চারণভূমিতে গেছে। একজন রাখাল খবর নিয়ে এসেছিল গরু-ছাগল সব নাকি কারা মেরে ফেলেছে।'

'চাকরবাকররা, তারা কোথায়?'

'একজন তো রোজই ছ'টার সময় বিছানায় কফি দেয় আমাকে। আজ সে না আসায় খুঁজতে যাই আমি।' অবিশ্বাস আর বিস্ময়ে মাথা নাড়ল মোনা লিজা। 'রান্নাঘর ঠাণ্ডা, চুলোই জ্বালা হয়নি। তারপর গোটা বাড়ি খুঁজলাম। কেউ নেই, আমাকে কিছু না বলে চলে গেছে সবাই।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে ট্যালবট বলল, 'কাল খনিতে যা ঘটেছে তার সাথে সম্পর্ক থাকতে পারে। সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে গিয়ে দেখছি, ওখানে নিশ্চয়ই

এমন কেউ আছে যে বলতে পারবে আসলে কি ঘটছে।'

ঘোড়া ছুটিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে এল ট্যালবট, তারপর ঢাল বেয়ে ঝর্ণার আশপাশে ছড়িয়ে থাকা কুঁড়েগুলোর দিকে নামল। প্রথম দরজায় লাথি মেরে ভেতরে ঢুকে সেই একই দৃশ্য দেখল সে। চাকরবাকররা তাদের জিনিস-পত্র সহ বিদায় হয়েছে।

বেরিয়ে এসে ঘোড়ায় চড়ছে, র‍্যাঞ্চের দিক থেকে তীক্ষ্ণ একটা চিৎকার ভেসে এল। তাড়াতাড়ি ঘোড়া ছোটাল ট্যালবট। ঢালের মাথা হয়ে আবার যখন উঠানে ফিরল সে, দেখল সামনের দরজার পাশে একটা বাকবোর্ড। দেয়ালে কাঁধ আর মুখ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোনা লিজা। আর গিবন, ডন হোমায়রার খাস চাকর, দাঁড়িয়ে রয়েছে সিঁড়ির একটা ধাপে, হাতে হ্যাট।

'কি ব্যাপার, কি হয়েছে?' ধমকের সুরে জিজ্ঞেস করল ট্যালবট।

ধীরে ধীরে ধাপ থেকে নেমে এল গিবন, চেহারা খুবই ম্লান। 'নিজের চোখেই দেখুন, সিনর।'

বাকবোর্ডের পিছনে, সীটের ওপর, রঙচঙে ইন্ডিয়ান চাদরে কি যেন একটা ঢাকা রয়েছে। সামনে এগিয়ে ঝুঁকল ট্যালবট, সশব্দে নিঃশ্বাস বন্ধ করল। আকাশের দিকে ভাষাহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছেন ফাদার পামকিন। খুলি উড়ে যাওয়া মুখটা বীভৎস দেখাচ্ছে।

চাদরের প্রান্ত দিয়ে সেটা ঢাকল ট্যালবট। 'কোথায় পেলে তুমি ওকে?'

'আমার কুঁড়ে থেকে পঞ্চাশ গজ দূরে, সিনর। আশ্চর্য কি জানেন, ঘোড়াগুলোর পা এক করে বাঁধা ছিল।'

'ওরা তাহলে ওকে কবর দেয়নি। লাশটা পাঠিয়েছে একটা মেসেজ হিসেবে।'

দেয়ালের কাছ থেকে ওদের দিকে ফিরল মোনা লিজা। তার চেহারা ফ্যাকাসে দেখালেও, ইতোমধ্যে নিজেকে সামলে নিয়েছে। 'সিনর ট্যালবট, আমাকে সত্যি কথা বলবেন। এর মানে কি?'

'ডন হোসে আপনাকে কি বলেছেন?'

'তিনি আমাকে কিছুই বলেননি। প্লীজ, এসব কি ঘটছে আমার জানা দরকার।'

'খনিতে একটা ব্যাপার নিয়ে হাঙ্গামা হয়েছিল। পাথর ধসের ফলে ভেতরে বিশ-বাইশজন লোক আটকা পড়ে। মি. পিটার রড, নতুন বিদেশী ভদ্রলোক, পরামর্শ দেন বড় একটা পাথর সরাবার জন্যে ডিনামাইট ব্যবহার করা উচিত, তা না হলে ইন্ডিয়ানদেরকে উদ্ধার করা যাবে না। কিন্তু ডন হোসে তার ওপর খুব রেগে গেলেন, বললেন তাকে কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দেয়া হবে। ফাদার পামকিন ডন হোসেকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু···আমি দুঃখিত, মিসেস হোসে···ডন হোসে একটা দৃষ্টান্ত হিসেবে গুলি করলেন ফাদার পামকিনকে।'

'এত কিছু ঘটে গেছে আর আমি কিছু জানি না! এ অসম্ভব, এ আমি

বিশ্বাস করি না!'

ট্যালবট শান্তভাবে বলল, 'বহুলোক দেখেছে।'

'সেজন্যেই কি গরু-ছাগলগুলোকে জবাই করা হয়েছে?'

কাঁধ ঝাঁকাল ট্যালবট।

'সেজন্যেই কি চাকরবাকররা পালিয়েছে?'

ট্যালবট কোন জবাব দিল না।

'সিনর ট্যালবট,' মোনা লিজা বলল, 'এই মুহূর্তে আমি হারমোজায় যেতে চাই। আপনি আমার সঙ্গে যাবেন।'

ইতস্তত করল ট্যালবট। 'আপনার স্বামী না ফেরা পর্যন্ত অপেক্ষা করলে হত না?'

'না!' মাথা নাড়ল মোনা লিজা। 'শহরে আমরা এখানকার চেয়ে নিরাপদে থাকব। বাকবোর্ড নিয়ে যাব আমরা, ফাদার পামকিনও আমাদের সাথে থাকবেন। গিবন চালাবে।' ট্যালবটকে আর কোন কথা বলার অবকাশ না দিয়ে বাড়ির ভেতর চলে গেল সে।

ইতস্তত ভাবটা এখনও কাটিয়ে উঠতে পারছে না ট্যালবট, অশুভ আশঙ্কায় খুঁত খুঁত করছে মনটা। দূর পাহাড়ের দিকে তাকাল সে, দিনের প্রথম সূর্য সোনালি আলো ঢেলে দিয়েছে। কে জানে, ওদের জন্যে কি অপেক্ষা করছে ওখানে। গিবনের দিকে ফিরল সে, জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কাছে কোন অস্ত্র আছে?'

'ডন হোসে তাঁর সব অস্ত্র সেলারে তালা দিয়ে রাখেন, সিনর। শুধু তাঁর কাছে চাবি থাকে। দরজা ভাঙতে হলে স্লেজহ্যামার লাগবে।'

বাড়ি থেকে বেরিয়ে এল মোনা লিজা, কাঁধ আর মাথা শাল দিয়ে ঢাকা। তার পিছনে কোলে ছোট্ট টেরেসাকে নিয়ে সারা। বাচ্চাটাকে নিয়ে সে পিছনে বসল। নিজের ঘোড়ায় চড়ল ট্যালবট। গেট থেকে বেরিয়ে এসে রওনা হলো সে, পিছনে বাকবোর্ড। ট্রেইল ধরে উপত্যকার মাথায় উঠে যাচ্ছে ওরা।

পাহাড়শ্রেণীর মাথায় চড়ে বসল সূর্য, মরু থেকে তাড়া করে আনল নীলচে ছায়াগুলোকে, আর ঘোড়ার পিঠে দমাদম চাবুক কষল গিবন, বেপরোয়া হয়ে ওঠার তাগাদা দিচ্ছে।

পায়ের নিচের মাটি, পাথর আর বালি থেকে এরইমধ্যে ঘন কুয়াশার মত ভাপ বেরুতে শুরু করেছে, খানিক পরপর আস্তিন দিয়ে মুখের ঘাম মুছছে গিবন। শুকনো, সরু, গভীর একটা গিরিখাতে নেমে এল ওরা। গোপন হত্যাকাণ্ডের জন্যে জায়গাটা আদর্শ, কথাটা বারবার মনে হতে লাগল ট্যালবটের। উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে বারবার পিছন দিকে তাকাল সে, ঘন ঘন ঢোক গিলেও ভেজাতে পারল না গলা। কিন্তু কিছুই ঘটল না, নিরাপদে গিরিখাত থেকে উঠে এল ওরা, তারপর নির্দিষ্ট একটা পথচিহ্নের দিকে এগোল, যেখানে খনি থেকে আসা ট্রেইলটা হারমোজার দিকে যাবার আরেকটা ট্রেইলের সাথে

মিশেছে। সামনে আরও একটা গভীর ক্যানিয়ন, এতই গভীর আর বিশাল বেঢপ আকৃতির পাথরবহুল যে সূর্যের আলো নিচে নামার পথ পায় না, গোটা ক্যানিয়ন আশ্চর্য ঠাণ্ডা।

গভীর অটুট নিস্তব্ধতার মধ্যে একটা জে পাখি ডেকে উঠল তিনবার, ঝট্ করে মাথার ওপর দৃষ্টি ফেলল ট্যালবট। নাকি জে পাখি নয়? জে-রা সাধারণত পানির ধারেকাছে থাকে, অথচ এদিকে কোন জলাশয় নেই। ঠিক সেই মুহূর্তে রক্ত-ছলকানো একটা চিৎকার ভেসে এল পিছন থেকে, ক্যানিয়নের দেয়ালে দেয়ালে বাড়ি খেয়ে প্রতিধ্বনি তুলল, মরু থেকে টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল দু'জন অ্যাপাচী, বন্ধ করে দিল বাকবোর্ডের পিছু হটার পথ।

গিবনের মুখ যেন আতঙ্কের মুখোশ, একবার মাত্র পিছনে তাকিয়ে ঘোড়ার পিঠে সপাং সপাং চাবুক চালাল সে। সামনে চওড়া হয়ে গেছে ক্যানিয়ন, পিরিচ আকৃতির গভীর খাদ, চারদিকে প্রায় খাড়াভাবে উঠে গেছে ঢালগুলো। পিরিচের পুরোটা দৈর্ঘ্য পেরিয়ে ওরা যদি ওপারে যেতে পারে, সামনে খোলা প্রান্তর। উন্মাদের মত আবার চাবুক মারল গিবন। সামনে তিনটে বিন্দু দেখতে পেল সে। দূরত্ব কমিয়ে আনার পর বিন্দু তিনটে আকৃতি পেতে শুরু করল। তারপর পরিষ্কার চেনা গেল ঘোড়সওয়ার তিনজন অ্যাপাচীকে।

এবার গিবন লাগাম টেনে ঘাবড়ে যাওয়া ঘোড়াগুলোকে থামাবার চেষ্টা করল। কিন্তু সামনের অ্যাপাচীরা এত কাছে চলে এসেছে যে তারা এখন রাইফেলের নাগালের মধ্যে পাবে ওদেরকে। রাইফেল তুলেই গুলি করল একজন অ্যাপাচী, অনায়াস ভঙ্গিতে। গুলিটা গিবনকে ছুঁয়ে বেরিয়ে গেল, তারপরও সন্ত্রস্ত ঘোড়াগুলোকে থামাবার চেষ্টা করল সে। দ্বিতীয়বার গুলি হলো, এবার বুলেটটা ঠিকমত পেল টার্গেটকে। চিৎকার করে কিনারা থেকে পড়ে গেল গিবন।

মেয়েরা আর্তনাদ করে উঠল, কাত হয়ে পড়ল বাকবোর্ড, পিছনের চাকা ধাক্কা খেল একটা বোল্ডারের সাথে। হতচকিত ঘোড়াগুলো পিছনের পায়ে ভর দিয়ে প্রায় খাড়া হয়ে গেল, পাশ কাটাল অ্যাপাচীদের দলটাকে, পরমুহূর্তে উল্টে গেল বাকবোর্ড, পাথরের ওপর ছড়িয়ে দিল আরোহীদের।

লাগাম টেনে ধরেছে ট্যালবট, তার ঘোড়ার নিচে গড়াচ্ছে সারা। আচমকা পিছনের পায়ে দাঁড়িয়ে পড়ল ঘোড়াটা, জিন থেকে পড়ে গেল সে। একটা গড়ান দিয়ে দাঁড়াল, পাথরের সাথে ঠুকে যাওয়ায় ঝিমঝিম করছে মাথা। আবার পড়ে গেল সে, এবার উল্টে পড়া বাকবোর্ডের পাশে ফাদার পামকিনের লাশের ওপর।

ক্যানিয়নে ঢোকার সরু প্রবেশপথটার দিকে প্রাণপণে দৌড়াচ্ছে মোনা লিজা, বুকের সাথে আঁকড়ে ধরে আছে ছোট্ট টেরেসাকে, স্কার্টে পা বেধে গিয়ে হোঁচট খেল সে, আছাড় খেয়ে পড়ল, শব্দহীন চিৎকারে হাঁ হয়ে আছে মুখ। পুরানো নীল কোট পরা একজন অ্যাপাচী, কোটের বোতামগুলো চকচকে পিতলের, ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল তার পিছন থেকে, ঠা ঠা হাসছে, এক

হাতে উঁচু করে ধরে আছে রাইফেল। একটা বৃত্ত রচনা করে রাইফেলটা ঘোরাল সে, নল স্থির হলো মোনা লিজার মাথা লক্ষ্য করে। অসহায় দর্শকের মত তাকিয়ে থাকল ট্যালবট, রাইফেলের একের পর এক বিস্ফোরণের সাথে গুঁড়ো গুঁড়ো হতে থাকল মোনা লিজার হাড়গোড়। টেরেসা তার মাকে জড়িয়ে ধরে ত্রাহি চিৎকার ছাড়ছে, দুর্বল ছোট দুটো হাতে ঝাঁকি দিয়ে প্রাণ ফেরাবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

মরিয়া হয়ে চারদিকে তাকাল ট্যালবট, কিন্তু পালাবার কোন পথ দেখল না। সাদা বালি থেকে ঢালগুলো খাড়া আর মসৃণভাবে উঠে গেছে। লোহার মত শক্ত একজোড়া হাত টেনে-হিঁচড়ে বাকবোর্ডের তলা থেকে বের করে আনল তাকে।

ইন্ডিয়ানরা তাকে বাকবোর্ডের পিছন দিকে রশি দিয়ে বাঁধল, হাত দুটো আগেই পিছমোড়া করে বেঁধেছে। ইতোমধ্যে হামাগুড়ি দিয়ে তার বিবিসাহেবার কাছে চলে এসেছে সারা, ফোঁপাচ্ছে সে, চেষ্টা করল মায়ের বুক থেকে টেরেসাকে টেনে নিতে। কিন্তু বাচ্চাটা তার মাকে ছাড়ছে না। একটা পাথরে হেলান দিয়ে রয়েছে গিবন, রক্তাক্ত হাতটা অপর হাতে খামচে ধরে আছে। অ্যাপাচীদের কাছে রাইফেল রয়েছে, দু'জনের বেল্টে রিভলভার। লাল, সাদা আর নীল ডোরা আঁকা মুখ।

অ্যাপাচীদের একজন মোনা লিজাকে চিৎ করল। তার ভাগ্য ভাল যে সে মারা গেছে। আতঙ্কিত সারার দিকে এগিয়ে গেল ইন্ডিয়ান। দয়া ভিক্ষা চাইছে সারা, দু'হাত সামনে বাড়িয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। কিন্তু অ্যাপাচীর মুখে কোন ভাব নেই। রাইফেলটা উল্টো করে ধরল সে, বাঁট দিয়ে সারার মাথায় বাড়ি মারল একের পর এক। রক্ত আর মগজ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেল। টেরেসাকে দু'হাতে তুলে নিল সে, বাচ্চা মেয়েটা চিৎকার করছে, হাত-পা ছুঁড়ছে। থাকতে না পেরে, সম্ভবত নিজের অজান্তেই, চিৎকার করে ট্যালবট বলল, 'ছেড়ে দাও, বাচ্চাটাকে ছেড়ে দাও…' এগিয়ে এসে ট্যালবটের মুখে থুথু ছিটাল লোকটা।

ভাঙা বাকবোর্ডের কাঠ, কাপড়চোপড় ইত্যাদি জড়ো করে একটা আগুন জ্বালা হলো। আগুন যখন বেশ দাউদাউ করে উঠল, ধরাধরি করে তাতে ফেলা হলো গিবনকে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা হলো তাকে। এ-সবই করা হলো তারা শুধু ডন হোমায়রার লোক বলে।

সূর্য আরও ওপরে ওঠার সাথে সাথে গন্ধ অসহ্য হয়ে উঠল পোড়া মাংসের। ট্যালবটের মনে হলো অনন্তকাল ধরে ঝুলে আছে সে, অপেক্ষা করছে কখন তার পালা আসবে। বুকের ওপর নুয়ে পড়ল তার মাথা।

একাধিক খুরের আওয়াজ শুনে মুখ তুলল সে। পনেরো বিশজন যোদ্ধাকে নিয়ে মঞ্চে আবির্ভূত হলো হুয়ান কার্টিজ। ঘোড়া থেকে নামল সে, উত্তেজিতভাবে যারা তার সামনে এসে দাঁড়াল সবাইকে ঠেলে সরিয়ে দিল। আর সবার মত তার মুখে যুদ্ধের রঙচঙে নকশা নেই, তবে লাল ফ্ল্যানেল শার্ট

আর মাথার পট্টিটা ট্যালবটের দৃষ্টি এড়াল না। এ-থেকেই যা বোঝার বুঝে নিল সে।

শুকনো ঠোঁটে জিভ বুলিয়ে ট্যালবট সাহস সঞ্চয় করল। 'হুয়ান,' বলল সে। 'এসব কি?'

'হুয়ান কার্টিজ নামে যাকে তুমি চিনতে, আমি সে-লোক নই,' জবাব দিল অ্যাপাচী সর্দার। 'তুমি একজন অ্যাপাচীকে দেখছ, যার কাঁধে প্রতিশোধ নেয়ার গুরুদায়িত্ব চেপেছে। আমার সাথে সাথে বলো, প্রতিশোধ।'

'প্রতিশোধ,' বিড়বিড় করল ট্যালবট।

'গুড,' বলল কার্টিজ, কোমর থেকে একটা ছুরি বের করে ট্যালবটের দিকে এগিয়ে এল সে, ঘ্যাঁচ্ করে এক পোচে কেটে দিল তার বাঁধন।

দাঁড়াতে গিয়ে টলতে লাগল ট্যালবট, বোকার মত এদিক ওদিক তাকাচ্ছে, যেন পথ খুঁজছে পালাবার। তার হাবভাব লক্ষ করে হাসাহাসি করতে লাগল অ্যাপাচীরা। একটা পনি আনা হলো, সেটার পিঠে তুলে দেয়া হলো তাকে। এগিয়ে এসে তার বাহুতে হাত রাখল কার্টিজ।

'হোমায়রার কাছে ফিরে যাও, তাকে বলো আমি তার মেয়েকে রেখে দিয়েছি। এই কাজটার জন্যে তোমাকে আমি প্রাণে মারছি না। বুঝতে পারছ তো?' লাগামটা ট্যালবটের হাতে ধরিয়ে দিল সে।

ঘোড়া ছোটাল বুড়ো ট্যালবট।

নয়

ঘুম ভাঙার পর বিছানায় শীলাকে না পেয়ে ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল রানা। দূর পাহাড়ের মাথার কাছে সবে উঁকি-ঝুঁকি মারতে শুরু করেছে সূর্য।

গত রাতে ওকে জোর করে নিজের ঘরে রেখে দিয়েছিল শীলা। মেয়েটা যে আশ্চর্য একটা ব্যতিক্রম, উপলব্ধি করতে পেরেছে রানা। প্রায় সারারাত খাটে বসে হাসি-ঠাট্টার মধ্যে কেটেছে, দুনিয়ার গল্প করেছে ওরা, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রশ্ন তুলে কেউ কাউকে বিব্রত করেনি। শীলা তাকে শুনিয়েছে নিজের ছেলেবেলার মধুর কাহিনী, বাপদাদার মুখে শোনা রোমাঞ্চকর ওয়েস্টার্ন সত্যঘটনা, এবং একান্ত ব্যক্তিগত কিছু আশা আর স্বপ্নের কথা। স্বীকার করেছে, তার স্বভাবটা রোমান্টিক। তার যত ভালবাসা সব এই শীলা হংকং চাইনীজ রেস্তোরাঁটাকে ঘিরে। তার স্বপ্ন রুক্ষ-কঠিন পাথুরে প্রান্তরে তার রেস্তোরাঁটা আনন্দ-ফুর্তি আর সংস্কৃতির প্রাণকেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠবে। আশা আছে, অশিক্ষিত বর্বর অধিবাসীদের জন্যে একটা স্কুল খুলবে সে, সেখানে দিনে পড়াশোনা করবে বাচ্চারা, রাতে বয়স্করা। ইচ্ছে করলেই সব সম্পত্তি বিক্রি করে দিয়ে ভদ্র ও সভ্য কোন জায়গায় চলে যেতে পারে সে.

কিন্তু শীলা চায় তার এই জন্মভূমিটাকেই নিজের চেষ্টায় ভদ্র ও সভ্য করে গড়ে নিতে।

আর রানা তাকে শুনিয়েছে রক্ত হিম করা ভূতের গল্প।

মাঝে মধ্যে উঠে গিয়ে দু'জনের জন্যে কফি তৈরি করে এনেছে শীলা, তার পিছু পিছু কিচেন পর্যন্ত গেছে রানা, দেখতে না পাবার ভান করে ধাক্কা খেয়েছে তার সাথে। কৃত্রিম রাগে চোখ রাঙিয়েছে শীলা, 'ফাজলামি হচ্ছে, না? নিজেকে আনাড়ি প্রমাণ করতে চাও?' ধরা পড়ে গিয়ে হেসে ফেলেছে রানা। 'এ-ধরনের অভদ্রতা আমি ঘৃণা করি।' রানার হাসি যখন দপ্ করে নিভে গেল ঠিক তখুনি অপ্রত্যাশিতভাবে পাল্টা একটা ধাক্কা দিল শীলা। ব্যথা পেয়ে উফ্ করে উঠল রানা, তারপর একসাথে দু'জনের হেসে ওঠা। মাঝরাতে ছাদেও উঠেছিল ওরা, পরস্পরের হাত ধরে হেঁটেছিল কিছুক্ষণ, তারপর নিচে নেমে এসে রানার শার্টের বোতাম খুলে দিয়েছিল শীলা, রানা সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে দেখে লাইটারটা কেড়ে নিয়ে নিজে জ্বেলে ধরিয়ে দিয়েছিল। রাত যখন শেষের দিকে, রানা বলল সে না হয় ড্রইংরুমে শোবে। 'পাগল নাকি,' প্রতিবাদ করে বলল শীলা। 'দু'জনেই আমরা পরিণত মানুষ, নিজেরা চাই না এমন কিছু ঘটতেই পারে না। আর যদি চাই, যা চাইব তা তো শুধু পরিণত মানুষেরই প্রাপ্য। না, তুমি আমার সাথে আমার ঘরে এই বিছানায় আমার পাশে শোবে। এই সুযোগ আর যদি না পাই?' শোয়ার পর রানার চুলে বিলি কেটে দিল শীলা। হাত বুলিয়ে দিল মুখে আর বুকে। 'আমিও দেব,' বিছানায় উঠে বসে জেদ ধরল রানা। 'কেউ কিছু দান করলে প্রতিদান না দিয়ে ছাড়ি না আমি। আমিও তোমার চুলে আঙুল চালাব, হাত বোলাব···' খিল খিল করে হেসে উঠে বলল শীলা, 'ভীরু করব করব ভাব দেখায়, সাহস করে করা আর হয়ে ওঠে না। কেউ মানা করেছে তোমাকে?'

কাল রাতের কথা স্মরণ করে আপনমনে ক্ষীণ একটু হাসল রানা। অথচ খচ্ খচ্ করে কি যেন একটা বিঁধছে বুকে, এত সুখ আর ভালবাসার মধ্যে কোথায় যেন একটা ব্যথা আছে।

নিচে নেমে এসে রানা দেখল বার খালি, শব্দ আসছে কিচেন থেকে।

দোরগোড়ায় হেলান দিল ও। স্টোভের সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছে শীলা, পরনে রাইডিং ড্রেস।

'জিনিসটা যাই হোক, ঘ্রাণটা দারুণ।'

কাঁধের ওপর দিয়ে তাকিয়ে হাসল শীলা। 'আজ সকালে ডিম পাইনি। আলু, কড়াইশুঁটি, সীম, মটরশুঁটি, বীট, গাজর, বেগুন, টমেটো—সব একসাথে করে···'

'থাক থাক। শুনেই পেট ভরে যাচ্ছে।'

'পটে কফি আছে।'

একটা কাপ খুঁজে নিয়ে কফি ঢালল রানা।

'খনির দিকে যাচ্ছ নাকি আবার?' জিজ্ঞেস করল শীলা।

'হ্যাঁ। শেষ একটা চেষ্টা করে দেখব…'

'কারণ এখন তোমার হাতে একটা রিভলভার আছে?' আবার কাঁধের ওপর দিয়ে তাকাল শীলা। 'কাল রাতে দেখেছি ওটা।'

'হ্যামারের। ইতিমধ্যে সে নিশ্চয়ই আরও একটা জোগাড় করে নিয়েছে।' চেয়ারে বসল রানা, চুমুক দিল কাপে। 'আচ্ছা, কেমন মেয়ে বলো তো তুমি, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে তোমার কোন কৌতূহল নেই? রাতে নিজের সব কথাই তো শোনালে, কই, আমার কথা তো কিছু জিজ্ঞেস করলে না?'

'তোমাকে আমি চিনি, তোমার সব কথা আমার জানা।'

ঘাবড়ে গেল রানা। 'মানে?'

'তুমি কোন অপরাধ করে পালিয়ে বেড়াচ্ছ, এ আমি বিশ্বাস করি না,' বলল শীলা। 'কল্পনায় একজনকে দেখতাম—কল্পনা যখন, নায়কোচিত সমস্ত গুণ ভরে দিয়েছিলাম তার ভেতর—তারপর তুমি এলে, দেখলাম এ তো আমার নিজের বানানো সেই প্রিয় পুরুষ। অতি চেনা।'

হেসে উঠল রানা। 'শোনো। বিশ্বাস করে তোমাকে একটা কথা বলব।'

'কাকা বলে, ভুলেও কখনও কোন মেয়েকে বিশ্বাস কোরো না।'

'কিন্তু আমি তোমাকে বিশ্বাস করব। করা দরকার। শোনো। ডন হোমায়রা আমার সম্পর্কে জানে…'

কৌতুক করল শীলা। 'আমার চেয়ে বেশি?'

'জানে, কিন্তু ভুল জানে। আমি লুকিয়ে আছি এ-কথা ঠিক, কিন্তু আইনের হাত থেকে নয়…' নিজের পরিচয়, হার্মিসের দৌরাত্ম্য, ইত্যাদি সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত একটা বিবরণ দিল ও। গভীর মনোযোগ দিয়ে সব শুনল শীলা। সবশেষে রানা বলল, 'পরিস্থিতি ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আমাকে ফিরে যেতে হবে। কিংবা তার আগেই অন্য কোথাও সরে যাওয়ার দরকার হবে, বাংলাদেশ থেকে হুকুম এলেই…'

ম্লান মুখে ছোট্ট মন্তব্য করল শীলা, 'আমার জন্যে দুঃসংবাদ।'

'যদি না তুমি আমার সাথে যেতে পারো।'

'তোমাকে তো বলেছি, রানা,' বিষণ্ণ চোখে তাকাল শীলা। 'এই হোটেলটাই আমার দুনিয়া। এখানকার মাটি, পাথর, বালি আর মানুষগুলোকে আমি ভালবাসি। সব যদি সরিয়ে নিয়ে যেতে না পারি, আমি নিজেও সরতে পারি না। তুমি যেমন তোমার নিজের জগতে বন্দী, তেমনি আমি আমার নিজের জগতে।'

ঠিক সেই সময় কিচেনে ঢুকল রেমারিক, পাথরের একটা গামলা রাখল টেবিলে। 'কি ঘটছে আমি জানি না। গোটা এলাকায় কোথাও কোন ইন্ডিয়ানের ছায়া পর্যন্ত দেখছি না। দুধ দোয়ার কাজটাও আমাকে করতে হলো।'

মাথা উঁচু করল শীলা। 'কি বলছ তুমি?'

'ইন্ডিয়ানরা কেউ কোথাও নেই, সবাই চলে গেছে। আছে শুধু দো-

আঁশলাগুলো, তারাও ভয়ে ঠকঠক করে কাঁপছে।'

'ভয়ে কাঁপছে?' অবাক হলো রানা। 'কেন? আবার কি হলো?'

ভুরু কুঁচকে শীলা বলল, 'সকালে যখন মানচিটা ডিম নিয়ে এল না তখনই আমি ভেবেছি কিছু একটা ঘটছে।'

স্টোভ থেকে কড়াই নামিয়ে কিচেন থেকে বেরিয়ে এল সে, বারে চলে এল, পিছন পিছন এল রানা আর রৈমারিক। সকালের প্রথম রোদে জনশূন্য ফাঁকা লাগল শহরটাকে। প্রৌঢ় ডি কস্টা, টেলিগ্রাফ অফিসে কাজ করানোর জন্যে যাকে আমদানী করেছে ডন হোমায়রা, ক্রাচে ভর দিয়ে বেরিয়ে এল তার অফিস থেকে। দরজায় তালা লাগিয়ে ধীরে ধীরে রাস্তা পেরোল সে, শীলার সামনে দাঁড়িয়ে মাথা থেকে হ্যাট নামাল।

'সবাই কোথায় গেছে বলতে পারবে, ডি কস্টা?'

'পরম করুণাময় ঈশ্বর জানেন, সিনোরিটা। আমি আমার নিজের জ্বালায় বাঁচি না। লাইনে আবার গোলযোগ দেখা দিয়েছে।'

'ঠিক জানো?'

ডি কস্টা মাথা ঝাঁকাল। 'রোজ সকাল ছ'টায় চিহুয়াহুয়া থেকে একটা সিগনাল পাই, স্রেফ লাইন ঠিক আছে কিনা চেক করার জন্যে। তারপর আমি জবাব দিই। কিন্তু আজ সকালে কোন সিগনাল আসেনি।'

'এখন তাহলে কি হবে?' জিজ্ঞেস করল রানা। লোকটা নিশ্চয়ই জানে এফ.বি.আই. এমন একজন লোককে খুঁজছে যে সাদা একটা শেভ্রোলে চালায়।

কাঁধ ঝাঁকাল ডি কস্টা। 'ত্রুটি খুঁজে বের করে মেরামতের জন্যে তিন দিন সময় দেয় ওরা। তারপর আমার কাছ থেকে কোন খবর না পেলে মাকোজারি থেকে মেকানিক পাঠায়। মোটামুটি এই রকম ব্যবস্থা করা আছে। কিন্তু শুধু কাগজে-কলমে। শেষবার যখন লাইনে গোলযোগ দেখা দিল, লোক পাঠাতে দশ দিন পেরিয়ে যায় ওদের।'

বারান্দা থেকে নেমে রাস্তায় পৌঁছুল সে, ঠিক তখুনি চার্চ থেকে বেরিয়ে এল চল্লিশ-পঞ্চাশজন দো-আঁশলা। হোটেলের দিকে এগিয়ে এল তারা।

ওদের প্রতিনিধি মোটাসোটা এক দীর্ঘদেহী লোক, মাঝ-বয়স্ক। সে তার হ্যাট নামিয়ে শীলাকে বলল, 'সিনোরিটা, রাতের অন্ধকারে ইন্ডিয়ানরা আমাদের গাধাগুলোকে চুরি করে নিয়ে গেছে। এর কারণ কি?'

'আমরা জানি না, জর্জি,' জবাব দিল শীলা। 'হতে পারে খনির ঘটনার সাথে এ-সবের সম্পর্ক আছে। ওরা হয়তো ভেবেছে যারা মারা গেছে তাদের বদলে ওদেরকে জোর করে কাজ করাতে নিয়ে যাবে ডন হোমায়রা।'

মাথা নাড়ল জর্জি। 'না, সিনোরিটা, এর ভেতর আরও কোন ব্যাপার আছে। আমরা ভয় পাচ্ছি।'

'ভয় পাবার কি আছে, জর্জি?'

জবাবে এল বহুকণ্ঠের সম্মিলিত রণহুঙ্কার। হঠাৎ করে একটা বুলেট

চৌকাঠের কাঠ ছিলে নিয়ে বেরিয়ে গেল। গুলির ধ্বনি প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসার আগেই দ্বিতীয় একটা গুলির শব্দ শোনা গেল, চুরমার করে দিল একটা জানালার সবগুলো কাঁচ। ঝট্ করে ঘাড় ফেরাতেই ইন্ডিয়ানদের দেখতে পেল রানা, পাহাড়ের মাথা টপকে শহরের উল্টোদিকে হাজির হচ্ছে তারা। বাড়ি-ঘরের মাঝখান দিয়ে তীরবেগে ছুটে আসছে ঘোড়াগুলো।

ভিড়টা ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, বেশিরভাগ ভয়ার্তস্বরে চিৎকার করতে করতে যে যার বাড়ির দিকে ছুটল। শীলাকে ঠেলতে ঠেলতে বাড়ির ভেতরে নিয়ে এল রানা, ওদের পিছু নিল রেমারিক।

সামনের দরজা বন্ধ করে তালা লাগিয়ে দিল রানা, রান্নাঘরের দিকে ছুটে গেল রেমারিক পিছনের দরজা বন্ধ করার জন্যে। সামনের রাস্তা দিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে গেল কয়েকজন ইন্ডিয়ান, রেমারিক ফিরে আসার আগে বাড়িটাকে লক্ষ করে পাঁচটা গুলি হলো।

'ওরা খেপে গেছে,' বলল শীলা। 'গত একশো বছর এ-ধরনের কিছু ঘটেনি।'

জানালা দিয়ে উঁকি দিল রানা; উত্তেজনায় জ্বলজ্বল করছে মুখ। 'যুদ্ধের নকশা আঁকা অ্যাপাচী! কোন দিন দেখব বলে ভাবিনি।'

ওর পাশের জানালাটাও চুরমার হলো, উল্টোদিকের দেয়ালে লাগল বুলেট। কোল্ট অটোমেটিকটা বের করল রানা, হামাগুড়ি দিয়ে শীলার কাছে চলে এল, একটা জানালার নিচে বসে রয়েছে সে। তার মুখ রক্তশূন্য, ভুরুর পাশে রক্ত। কাঁচ লেগে কেটে গেছে।

'এখানে কোন অস্ত্র নেই?' জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে কেমন আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকাল শীলা, যেন নেশা করেছে। ভুরুর পাশে রক্তটুকু আবার মুছল সে। 'আমার বেডরুমে চলে যাও। ড্রেসারের টপ ড্রয়ারে পাবে। পুরানো একটা রিভলভার।'

শীলার হাতে কোল্টটা ধরিয়ে দিল রানা। 'চালাতে জানো তো?'

দপ করে আলো জ্বলে উঠল শীলার চোখে, সেই সাথে যেন হুঁশ ফিরে পেল। 'জানি না মানে!'

'ঠিক আছে। এখান থেকে নড়বে না। নাগালের মধ্যে কাউকে পেলে মাথায় গুলি করবে, কেমন? আমি আসছি।'

তিনটে করে ধাপ লাফ দিয়ে টপকে দোতলায় উঠে এল ও, করিডর ধরে ছুটল, লাথি মেরে দরজা খুলল, ঢুকে পড়ল শীলার বেডরুমে। প্রথমে রিভলভারটা বের করল, পয়েন্ট ফরটি-ফাইভ স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন। অস্ত্রটা খালি, তবে কারট্রিজের একটা বাক্স পাওয়া গেল। দ্রুত হাতে লোড করে ঝুল-বারান্দায় বেরিয়ে এল।

নিচে উঁকি দিতেই দেখল তিনজন অ্যাপাচী উঠানে ঢুকছে, একজনের হাতে জ্বলন্ত মশাল। বারান্দার মেঝেতে একটা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো, রিভলভারের ব্যারেল ঠেকাল রেইলের গায়ে, লক্ষ্যস্থির করল নিচের দিকে।

আস্তাবল লক্ষ্য করে মশালটা ছোঁড়ার জন্যে মাথার ওপর তুলেছে, ভারী বুলেটের ধাক্কায় জিন থেকে ছিটকে পড়ে গেল অ্যাপাচী ইন্ডিয়ান। তার বাকি দু'জন সঙ্গী তাদের পনির ঘাড়ের সাথে লেপ্টে গেল, আড়ালের খোঁজে ঘুরিয়ে নিল ঘোড়া।

বেডরুমে ফিরে এল রানা, তারপর সব ক'টা ঘরের জানালা বন্ধ করে নেমে এল নিচে। হামাগুড়ি দিয়ে শীলার পাশে পৌঁছুল ও। ঘাড় ফিরিয়ে শীলা বলল, 'ওদেরকে নেতৃত্ব দিচ্ছে কার্টিজ। এইমাত্র তাকে আমি পাশ কাটাতে দেখলাম। সে তার আলখেল্লা খুলে ফেলেছে।'

'কার্টিজ তার আসল পরিচয় ফিরে পেয়েছে আবার—এখন সে আপাদ-মস্তক অ্যাপাচী।' জানালার কিনারা দিয়ে বাইরে তাকাল রানা। বেশিরভাগ দো-আঁশলা নিজেদের ঘর-বাড়িতে ফিরে যেতে পেরেছে, কিন্তু দরজা-জানালা বন্ধ করে রাখলেও এই নিরাপদ আশ্রয় সাময়িক। তাদের তিন চারজনকে দেখা গেল হাত-পা ছড়িয়ে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। একজন অ্যাপাচী আহত এক লোকের সামনে দাঁড়িয়ে, উল্টো করে ধরা রাইফেলটা মাথার ওপর তুলছে, খুলি ফাটাবে। রানা তার শিরদাঁড়ায় গুলি করল।

আস্তাবলের উল্টোদিকে শুকনো কাঠের কাঠামো থেকে সরু একটা আগুনের শিখা লকলকিয়ে উঠল। টগবগিয়ে ঘোড়া ছুটিয়ে এগিয়ে এল একজন অ্যাপাচী, হাতের জ্বলন্ত মশালটা ছুঁড়ে দিল হোটেলের পোর্চ লক্ষ্য করে।

'নো! প্লীজ, নো! আমার বাড়িতে কেন!' ককিয়ে উঠল শীলা।

খালি বোর্ডের ওপর দিয়ে বিদ্যুৎচমকের মত ছুটে এল আগুন, লাল জিভ জানালার দিকে লম্বা হলো। পিছিয়ে আসতে বাধ্য হলো ওরা।

উঠানে আরও কয়েকজন অ্যাপাচী ঢুকে পড়ল, এলোপাতাড়ি গুলি করছে তারা। হাতের চাপে শীলাকে মেঝেতে শুইয়ে দিল রানা।

হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে এল রেমারিক। 'এখানে থাকলে মারা পড়ব আমরা!'

জানালা দিয়ে ভেতরে উঁকি দিল আগুন, অবশিষ্ট কাঁচ ফেটে যাচ্ছে। রানার হাত ধরে দাঁড়াল শীলা। 'ছাদে চলো, ওখানে কোন বিপদ হবে না। হোটেলের বাকি সব ক'টা দেয়াল পাথরের।'

সবাইকে নিয়ে ওপরতলায় উঠে আসছে শীলা। করিডর পেরোচ্ছে, নিচে থেকে বিকট আওয়াজ ভেসে এল। টালির ছাদসহ পোর্চের থামগুলো ধসে পড়েছে।

করিডরের শেষ মাথায় স্টোররুম, একটা মই ট্র্যাপ-ডোরের দিকে উঠে গেছে। প্রথমে ছাদে উঠল রেমারিক, আর সবাইকে উঠতে সাহায্য করল সে। রাস্তা থেকে আবার কয়েকটা গুলির আওয়াজ ভেসে এল।

শীলা ছাদে ওঠার পর তাকে অনুসরণ করল রানা। নড়বড় করছিল মইটা, হঠাৎ বিকট আওয়াজের সাথে প্রচণ্ড এক ঝাঁকি খেল। ছিটকে পড়েই যাচ্ছিল রানা, কোন রকমে সামলে নিয়ে মই ছেড়ে দিয়ে মেঝেতে নামল। আওয়াজটা

করিডর থেকে এসেছে। দরজার দিকে ছুটল ও, উল্টোদিকের বন্ধ জানালা বিস্ফোরিত হলো। চৌকাঠের নিচের কাঠ টপকে কালো একটা পা ঢুকল ভেতরে, হোঁৎকা চেহারার এক অ্যাপাচী, রঙচঙে মুখ, রাইফেল তুলল রানার দিকে।

তার মুখে গুলি করল রানা। রাইফেল ছেড়ে দিয়ে পিছন দিকে অদৃশ্য হলো সে, পতনের সাথে তার চিৎকার নিচের দিকে নেমে গেল

পুরানো একটা উইনচেস্টার কারবাইন। তুলে নিয়ে স্টোররুমে ফিরে এল রানা, মই বেয়ে তরতর করে উঠে গেল। মইটা তুলে নিল রেমারিক, বন্ধ করে দিল ট্র্যাপ-ডোর।

সমতল ছাদটা তিন ফুট উঁচু ইঁটের পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। রিভলভারটা রেমারিকের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে পাঁচিলের দিকে এগোল রানা।

আস্তাবল, আস্তাবলের উল্টোদিকের দো-চালা, এবং শহরের আরও কয়েকটা বাড়িতে আগুন জ্বলছে। ধোঁয়ায় প্রায় ঢাকা পড়ে আছে প্রধান রাস্তাটা।

আস্তাবলের একটা দিক জ্বলছে, আরেক দিকের সরু গলিটায় রয়েছে রানার সাদা শেভ্রোলে। ধোঁয়ার ভেতর থেকে ঘোড়া নিয়ে বেরিয়ে এল একজন ইন্ডিয়ান, চোখের পলকে ঢুকে পড়ল গলির ভেতর, আগেই তার হাতে চলে এসেছে কুড়ালটা।

ঘোড়া থামিয়ে গাড়ির ছাদ লক্ষ্য করে কুড়াল তুলল সে। গুলি করে তাকে জিন থেকে নামিয়ে দিল রানা। আধ পাক ঘুরল ঘোড়াটা, ছুটে অদৃশ্য হয়ে গেল।

অ্যাপাচীরা এখন একই সাথে অনেকগুলো বাড়ির ওপর হামলা চালাচ্ছে, নেতৃত্ব দিচ্ছে হুয়ান কার্টিজ, তার গায়ের লাল শার্ট পতপত করে উড়ছে বাতাসে। তিনজন লোক জেনারেল স্টোর ভাঙার জন্যে মস্ত একটা গাছের শুকনো কাণ্ড দিয়ে আঘাত করছে দরজায়। রাইফেল তুলে লক্ষ্যস্থির করল রানা। কাণ্ডটা কাঁধে নিয়ে পিছিয়ে আসছে লোকগুলো, তারপর ছুটে যাচ্ছে দরজার দিকে, বারবার। পিছনের লোকটাকে গুলি করল রানা। মুখ সবটুকু খুলে গেল তার, আছাড় খেল সামনের দু'জনের গায়ে। কাণ্ড ফেলে দিয়ে দৌড় দিল তারা, রানার বুলেটও ধাওয়া করল তাদেরকে। চোখের কোণ দিয়ে কার্টিজকে দেখতে পেল ও, ছাদের দিকে রাইফেল তুলছে। পাঁচিলের নিচে মাথা নামাল রানা।

ক্রল করে ওর পাশে চলে এল শীলা আর রেমারিক।

'কার্টিজ পাগল হয়ে গেছে,' হাঁপাতে হাঁপাতে বলল শীলা। 'ওকে থামাতে হবে।'

মাথা নেড়ে রেমারিক বলল, 'আমাদের কাজ নয়। আরেকজন ইন্ডিয়ান যদি পারে।'

'ওরা বেশিক্ষণ এখানে থাকবে না,' বলল শীলা। 'আর খানিক পর

উত্তেজনা কমলে বুঝতে পারবে কি করে বসেছে ওরা, জানবে এর খেসারত দিতে হবে। সবাই তখন পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নেবে পাহাড়ে, ওদের বাপ-দাদাদের মত।'

'আমার তা মনে হয় না,' বলল রেমারিক। 'যা করছে বুঝেশুনেই করছে কার্টিজ, ঝোঁকের মাথায় নয়। ছেলেকে হারিয়েছে সে, প্রতিশোধ না নিয়ে ছাড়বে না।'

রাস্তায় কে যেন চিৎকার করে উঠল। এতক্ষণে অ্যাপাচীরা একটা বাড়ির দরজা ভাঙতে পেরেছে, এক মহিলার চুলের গোছা ধরে হিড়হিড় করে টেনে বের করে আনল রাস্তায়। ভিড়ের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে সাবধানে গুলি করল রানা, পরমুহূর্তে মাথা নামাল। পাঁচিলের কিনারা থেকে প্লাস্টার খসিয়ে বেরিয়ে গেল দুটো বুলেট।

তারপর হঠাৎ করেই গোলাগুলি বন্ধ হয়ে গেল।

রাস্তায় পড়ে থাকা মহিলাটার কান্না ছাড়া কোথাও আর কোন শব্দ নেই। পাঁচিলের কিনারা দিয়ে সাবধানে নিচে তাকাল রানা। অ্যাপাচীরা সবাই একসাথে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে, তাকিয়ে আছে পাহাড়ের দিকে।

চোখ তুলল রানা, খাকি কাপড় পরা এক সার ঘোড়সওয়ারকে রিজ টপকে ঢালে নেমে আসতে দেখল, পিছনে ধুলোর মেঘ।

'মেক্সিকান ক্যাভল্‌রি না?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

'অশ্বারোহী পুলিস,' বলল রানা। 'সম্ভবত ভিকোর খোঁজে বেরিয়েছে।' অথবা সাদা শেভ্রোলের সন্ধানে, ভাবল ও।

তীক্ষ্ণ, কর্কশ কণ্ঠে নির্দেশ দিল কার্টিজ। যারা দাঁড়িয়ে ছিল, সাথে সাথে লাফ দিয়ে উঠে বসল ঘোড়ার পিঠে। গোটা দল এক নিমেষে অদৃশ্য হয়ে গেল ধোঁয়ার ভেতর।

ট্র্যাপ-ডোরের ঢাকনি সরিয়ে মইটা নিচে নামাল রানা।

পোর্চের আগুন সামনের দরজাটাকে পুড়িয়ে ফেলেছে, কব্জা থেকে খুলে পড়ে গেছে আধপোড়া ফ্রেম। পায়ের কয়েকটা ধাক্কায় সেটাকে রাস্তায় ফেলে দিল রানা। ওর পাশে রাস্তায় নেমে এল শীলা আর রেমারিক, ঘর্মাক্ত ঘোড়া নিয়ে পুলিসবাহিনীও সামনে চলে এল, নেতৃত্বে রয়েছে লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ।

একটা হাত তুলল ফার্নান্দেজ, তার বারোজন সহকারী ঘোড়া থামাল। রেকাবে পা দিয়ে কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে জিন থেকে নিচে নামল সে। বারোজন পুলিস ছাড়াও তার সাথে সার্জেন্ট পিনাচিটোও রয়েছে, কব্জিতে একটা রশির লূপ, অপরপ্রান্তটা বৃত্ত রচনা করেছে আলবার্তো ভিকোর গলার চারপাশে।

ভিকোর হাত দুটো সামনে, এক করে বাঁধা। কিন্তু ঘোড়ার পিঠে বেশ আয়েশী ভঙ্গিতে বসে আছে সে। হাসছে না, গম্ভীর নয়, যেন নিরীহ নির্লিপ্ত একটা মূর্তি। কিন্তু রানাকে দেখামাত্র তার চেহারা উজ্জ্বল হয়ে উঠল, নিঃশব্দে হাসল সে। 'উপকারী বন্ধু, আবার তাহলে আমাদের দেখা হলো!'

উত্তেজিতভাবে এগিয়ে এল লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ, ধুলোয় সাদা হয়ে আছে তার কোট। 'আর কোন হাঙ্গামা নয়। আইন পৌঁছে গেছে। কি হয়েছে কি এখানে?'

ফিক্ করে হেসে ফেলল শীলা।

'কাল রাতে এলাকার সব ক'টা ইন্ডিয়ান ভেগেছে,' বলল রেমারিক। 'ব্যাপারটা কি বোঝার আগেই অ্যাপাচীরা আমাদের ওপর হামলা চালায়।'

'কেন তারা হামলা চালাবে?'

'খনিতে কাল পাথর-ধস নেমেছিল,' বলল শীলা। 'বিশ-বাইশ জন ইন্ডিয়ানকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। তাদের মধ্যে কার্টিজের ছেলেটাও ছিল। সে যে খনিতে কেন কাজ করতে গিয়েছিল বুঝতে পারছি না। নিজের পরিবারের কাউকে খনির ধারেকাছে যেতে দেয় না কার্টিজ।'

'বিদেশী ভদ্রলোকের কি ভূমিকা?' আড়চোখে রানার দিকে তাকাল লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজ।

'লোকগুলোকে উদ্ধার করার জন্যে ডিনামাইট ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন উনি,' বলল শীলা। 'কিন্তু ডন হোসে অনুমতি দেয়নি। তারপর ফাদার পামকিন অনুরোধ করায় ডন হোসে তাকে গুলি করে মারল। কার্টিজ ঘোষণা করল, ডন হোসে একজন মরা মানুষ। প্রতিশোধ নেয়ার জন্যে তৈরি হয়েছে ওরা।'

রাস্তা পেরিয়ে দৃঢ় পায়ে জেনারেল স্টোরের দিকে হেঁটে গেল ইউনিফর্ম পরা আইন। ছাদ থেকে রানার করা গুলিতে নিহত অ্যাপাচীদের একজন মুখ থুবড়ে পড়ে আছে দোকানটার সামনে, পা দিয়ে তাকে চিৎ করল ফার্নান্দেজ, রঙচঙে মুখটা দেখল। 'কে মেরেছে এগুলোকে?' চারদিকে তাকিয়ে আরও ইন্ডিয়ানের লাশ দেখল সে।

'আমি,' এগিয়ে এসে বলল রানা।

'আমি আপনার তারিফ করি।' যদিও হাসল না ফার্নান্দেজ। 'এ-ধরনের কেসে কেউ যদি নিজের হাতে আইন তুলে নেয়,' কাঁধ ঝাঁকাল সে, 'দোষ দেয়া যায় না। কতজন ছিল ওরা?'

'বারো কি পনেরোজন। চারজনকে মেরেছি আমরা। আপনাদের আসতে দেখে পালিয়ে গেল বাকি সবাই।'

'এখন যে এখানে আইন আছে, ওদেরকে সেটা বোঝাতে হবে,' বলল লেফটেন্যান্ট। 'ঘোড়াগুলোকে পানি খাওয়াও, সার্জেন্ট। এখুনি রওনা হব আমরা।'

'বন্দীর কি হবে?' পিনাচিটো জিজ্ঞেস করল।

'উপায় নেই, ওকে আমরা রেখে যাব।' রানার দিকে ফিরে অস্পষ্ট একটু হাসল ফার্নান্দেজ। 'এবার, সিনর, আপনাকে কথা দিতে হবে যে আপনার জিম্মায় থাকার সময় বন্দী পালাবে না।'

তার দৃষ্টি বাঁচিয়ে ভিকোর উদ্দেশে একটা চোখ টিপল রানা।

কেতাদুরস্ত ভঙ্গিতে শীলাকে স্যালুট করল ফার্নান্দেজ। 'আবার আপনার সাথে দেখা হওয়ার আনন্দটাই মাটি করে দিল এই অপ্রীতিকর পরিস্থিতি। যা ঘটেছে সেজন্যে আমি যারপর নাই দুঃখিত, শীলা দ্য হোমায়রা। আপনাকে আমি কথা দিলাম, অ্যাপাচীদের উচিত শিক্ষা দেব।'

রেমারিক বলল, একটু যেন ব্যঙ্গের সুরে, 'ওদের নাগাল পাওয়া সহজ কাজ হবে না, লেফটেন্যান্ট। গোটা পাহাড়ী এলাকা চেনে ওরা, জানে কোন্ গর্তে পানি পাওয়া যায়।'

'আপনি ঠিক যেন আমার লোকদের সম্পর্কে বললেন। ভুলে যাবেন না, এদের অর্ধেকই ইন্ডিয়ান।'

'কিন্তু অ্যাপাচী নয় একজনও,' মন্তব্য করল রেমারিক।

ঘোড়ায় চড়ল লেফটেন্যান্ট, থুতনিতে ঠিকমত বসাল স্ট্র্যাপটা, তারপর হাসল। 'সন্ধ্যার আগেই, বন্ধুরা, হুয়ান কার্টিজকে হাজির করব বলে কথা দিলাম। ঘোড়ার পিঠেই থাকবে, তবে শুয়ে।'

দলবল নিয়ে হালকা হয়ে আসা ধোঁয়ার ভেতর ঢুকছে সে, একদৃষ্টে সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা দীর্ঘশ্বাস ছাড়ল আলবার্তো ভিকো। 'অত্যন্ত দুঃখের বিষয়, অন্যদের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছুই শিখি না।'

ঘোড়ার পিঠ থেকে পিছলে নিচে নামল সে, বাঁধা হাত দুটো রানার দিকে বাড়িয়ে দিল। দাঁত বের করে হাসছে। 'ঋণের বোঝা আরেকটু বাড়াবেন নাকি? পছন্দসই এমন কোন জায়গা আপাতত দেখছি না যেখানে পালাতে ইচ্ছে করে। তাছাড়া,' হাসিটা সারা মুখে ছড়িয়ে পড়ল, 'হাতে রশি থাকায় মহাশয়কে স্যালুট করতে পারছি না।'

মাত্র ছ'মাস হলো লেফটেন্যান্ট হয়েছে ফার্নান্দেজ, আরও অন্তত তিন বছর লাগবে প্রমোশন পেয়ে ক্যাপ্টেন হতে। সঙ্গতভাবেই তার ধারণা হলো, কার্টিজ আর তার দলকে কুপোকাত করতে পারলে সময়টা অনেক কমে আসবে। এই চিন্তাটা বাকি সমস্ত বিবেচনা বের করে দিল মাথা থেকে।

হারমোজা ত্যাগ করার আধঘন্টা পর একটা ঢালের মাথায় ঘোড়াসহ দাড়িওয়ালা এক লোককে দেখল সে। ইন্ডিয়ান একটা পনিতে চড়ে তাদের দিকেই আসছে বুড়ো। খাকি কাপড় চিনতে পেরে কর্কশ আর্তনাদ বেরিয়ে এল ট্যালবটের গলা থেকে, ঘোড়া থামিয়ে নামল সে, ওখানেই দাঁড়িয়ে থাকল।

থরথর করে কাঁপছে ট্যালবট, মুখে ধরা ক্যান্টিনের পানি অর্ধেকই ঠোঁটের কোণ থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল। ক্যান্টিনের ছিপি লাগাতে লাগাতে শান্তস্বরে প্রশ্ন করল ফার্নান্দেজ।

তোতলাতে শুরু করল ট্যালবট। তবে পুরো কাহিনীটা শেষ করতে বেশি সময় নিল না।

পিনাচিটোর দিকে ফিরল ফার্নান্দেজ। 'ক্যানিয়ন অ্যামবুশে ছিল চারজন, শহর থেকে বারো থেকে পনেরোজন যোগ দিয়েছে পরে।' ঠোঁট টিপে হাসল

সে। 'শালাদের হাগিয়ে ছাড়ব, কি বলো? ওদের তিনজনের সমান আমাদের একজন, হিসেবটা তো এইরকম, তাই না?'

কথা না বলে মাথা ঝাঁকাল সার্জেন্ট।

তাড়াতাড়ি ঘোড়ায় চড়ল ফার্নান্দেজ। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে ধুলোর একটা মেঘে পরিণত হলো দলটা, মরুর ওপর দিয়ে ছুটে যাচ্ছে।

হাঁপাতে হাঁপাতে পনিতে চড়ল ট্যালবট। ঘন ঘন মাথা নাড়ল সে। আবার রওনা হলো হারমোজার দিকে।

ক্যানিয়নের প্রবেশমুখে থামল ফার্নান্দেজ, একজন সহকারীকে নিয়ে সামনে এগোল পিনাচিটো। গভীর খাদে নেমে এল তারা, অকুস্থলের কাছে পৌঁছে হঠাৎ লাগাম টানল।

আগুন থেকে এখনও ধোঁয়া বেরুচ্ছে, জ্বলন্ত কয়লার ওপর গিবনের শব পুড়ে ছাই হয়ে গেছে, মুখের চেহারা চেনার কোন উপায় নেই।

ঘোড়া নিয়ে উল্টোদিকে চলে এল সার্জেন্ট, ওখান থেকে একদল পনির পায়ের ছাপ মরুর দিকে চলে গেছে। সহকারীর কাছে ফিরে এল সে। 'লেফটেন্যান্টকে আসতে বলো। নেই ওরা।'

ঘোড়া থেকে নেমে সিগারেট ধরাল সে, দাঁড়িয়ে থেকে চোখ বোলাল খাড়া ঢালগুলোর ওপর। ঢালের মাথায় জগদ্দল পাথর। বুঝতে অসুবিধে হয় না, পালাবার পথ পায়নি অভাগারা। এ-ধরনের একটা গভীর খাদে গোটা একটা পুলিসবাহিনীকে আটকে রাখা যায়।

বাকি লোকদের নিয়ে হাজির হলো লেফটেন্যান্ট। ঘোড়া থেকে নেমে চারদিকটা ঘুরেফিরে দেখল সে। মোনা লিজার লাশ দেখে গম্ভীর হলো তার চেহারা, স্যালুট করল, ভাবল ডন হোসে দ্য হোমায়রা এই ক্ষতি মেনে নেবেন না। সারা, গিবন, ফাদার পামকিন, এক এক করে সবগুলো লাশ পরীক্ষা করল সে। হাত দুটো পেছনে, থমথম করছে চেহারা, ঘুরে দাঁড়াল।

'সবার জন্যে একটাই কবর, তারপর চলো সরে যাই এখান থেকে। এখনও খুব বেশি দূরে যেতে পারেনি ইন্ডিয়ানরা, ধাওয়া করে ধরা যাবে।'

ছোট হাতলের একটা করে কোদাল রয়েছে সবার কাছে, জিনের পিছন থেকে স্ট্র্যাপ খুলে হাতে নিল তারা। কারবাইন রেখে মাটি খুঁড়তে শুরু করল।

লেফটেন্যান্ট আর সার্জেন্ট দাঁড়িয়ে থাকল। কারও মুখে কথা নেই। চওড়া কবরটা যখন তিন ফুট গভীর হয়েছে, মাথা ঝাঁকাল লেফটেন্যান্ট। গর্তের ভেতর পাশাপাশি নামানো হলো লাশগুলো। চোখে লোভ নিয়ে কবরের আশপাশে ঘুর ঘুর করতে লাগল পুলিসরা, এটা-সেটা যা পেল পকেটে ভরল। হঠাৎ লেফটেন্যান্ট হাঁক ছাড়ল একটা।

হ্যাট নামিয়ে এক সারে দাঁড়াল সবাই, ফার্নান্দেজের সাথে যোগ দিল প্রার্থনায়।

ঢালের মাথা থেকে লেফটেন্যান্টের খুলি লক্ষ্য করে গুলি করল হুয়ান

কার্টিজ। প্রথম গুলি, একটা সঙ্কেতও বটে। ধাক্কা খেয়ে কবরে পড়ে গেল ফার্নান্দেজ, তার আগেই ইন্ডিয়ানরা পুলিসবাহিনীর প্রত্যেককে লক্ষ্য করে গুলি চালাল।

মাত্র কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে শেষ হয়ে গেল সব। এখানে সেখানে অভাগা দু'একজন পুলিস নড়াচড়া করছে, গড়িয়ে বা ক্রল করে বন্ধুদের লাশের আড়ালে লুকোবার ব্যর্থ চেষ্টা করছে। গুলি চলতেই থাকল, তারপর এক সময় আর একজনও নড়ল না। অবশেষে একটা হাত তুলল কার্টিজ, সিধে হয়ে দাঁড়াল।

ঠাণ্ডা চোখে খাদের নিচে তাকিয়ে আছে সে, বোল্ডারের ফাঁক দিয়ে এঁকেবেঁকে ছুটে এল একজন লোক, অস্থির আর উত্তেজিত, কার্টিজের শার্টের আস্তিন ধরে টান দিল সে। তাকে অনুসরণ করে ঢালের আরেক মাথায় চলে এল কার্টিজ, লোকটার দৃষ্টি অনুসরণ করে নিচে তাকাল। র‍্যাঞ্চের দিক থেকে দু'জন ঘোড়সওয়ার আসছে মরু পেরিয়ে।

বোল্ডারের ফাঁক গলে ছুটল কার্টিজ, ঠোঁটে আঙুল রেখে নিজের লোকদের চুপ থাকতে বলল। যে যার নিজের জায়গায় আবার পজিশন নিল সবাই। কয়েক মিনিট পর নিচের খাদে পৌঁছে গেল ডন হোসে হোমায়রা আর হ্যামার।

লাফ দিয়ে ঘোড়া থেকে নামল তারা। উদ্‌ভ্রান্তের মত ছুটোছুটি করল ডন হোমায়রা। ছায়ার মত তার পিছনে থাকল হ্যামার, মাঝে মধ্যে মুখ তুলে ঢালের মাথাগুলো পরীক্ষা করছে সে। হঠাৎ করেই স্ত্রীর লাশ দেখতে পেল ডন হোমায়রা, এগোতে গিয়ে কবরের পাশে হোঁচট খেল সে। পড়ার পর আর উঠল না, হামাগুড়ি দিয়ে নেমে গেল কবরের ভেতর। দু'হাতে লাশগুলো সরাল সে, ওগুলো তার স্ত্রীকে প্রায় ঢেকে রেখেছে। স্ত্রীর ঠোঁটে চুমো খেল সে, কপালে কপাল ঘষল।

তারপর উন্মাদের মত নিজের সন্তানের খোঁজে ছুটোছুটি করতে লাগল ডন হোমায়রা। যখন বুঝল টেরেসা এখানে কোথাও নেই, স্থির পাথর হয়ে গেল সে।

কার্টিজের পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে কোয়ান্টা, রাইফেলটা তুলল সে। তারপর অনুমতির জন্যে তাকাল সর্দারের দিকে।

কিন্তু মাথা নাড়ল কার্টিজ, ঠোঁটের কোণে অস্পষ্ট হাসি।

'কেন, ওকেই তো চাই আমরা,' বিস্ময় প্রকাশ করল কোয়ান্টা। 'ওকে মারতে পারলেই তো আমাদের প্রতিশোধ নেয়া শেষ হবে।'

'প্রথমে ওকে ভুগতে হবে,' জবাব দিল কার্টিজ। 'সেজন্যেই তো বাচ্চাটাকে রেখে দিয়েছি।'

দশ

হ্যামার আর বেতনভুক একদল দো-আঁশলা বড় একটা ওয়াগনে করে লাশগুলো নিয়ে এল।

ক্লান্ত, ঘর্মাক্ত শরীর নিয়ে ওয়াগনে কাকাকে উঠতে দেখে বুকটা মোচড় দিয়ে উঠল শীলার। আবার স্ত্রীর লাশটা দেখছে ডন হোমায়রা।

'টেরেসাকে পাওয়া গেল?' রুদ্ধশ্বাসে জিজ্ঞেস করল শীলা।

'না, সিনোরিটা, ওখানে নেই সে,' ম্লান মুখে জবাব দিল হ্যামার।

ডন হোমায়রা স্ত্রীর ওপর থেকে চোখ সরাল, স্থির দৃষ্টিতে তাকাল লেফটেন্যান্ট ফার্নান্দেজের ওপর, যেন পুলিসবাহিনীই তার শেষ ভরসা ছিল। তারপর সবাইকে হতভম্ব করে দিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল সে, শীলা বা আর কেউ যা কখনও দেখেনি। কাঁদতে কাঁদতে ওয়াগন থেকে নামল সে, দিশেহারা, কোথায় যাবে বা কি করবে জানা নেই। থাকতে পারল না শীলা, ছুটে গিয়ে কাকার ফুলে ফুলে ওঠা কাঁধ জড়িয়ে ধরল।

'যে গেছে সে গেছে, তার জন্যে আমি কাঁদছি না,' ডন হোমায়রা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল। 'আমি আমার টেরেসামণির জন্যে কাঁদছি।'

'শান্ত হও, কাকা,' ছলছল চোখে বলল শীলা। 'টেরেসাকে আমরা ফিরিয়ে আনব।'

'নারে মা, আমার মন বলছে…,' চোখ মুছল ডন হোমায়রা, '…কে তাকে ফিরিয়ে আনবে? পুলিসের অত বড় একটা দল নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।…নাহ্। পরবর্তী টেলিগ্রাফ স্টেশনে লোক পাঠাতে পারি, এবার হয়তো ফার্নান্দেজের খুনের বদলা নেয়ার জন্যে পঞ্চাশজন পুলিস পাঠাবে ওরা, কিন্তু ততদিনে কি আমার বুকের ধনকে বাঁচিয়ে রাখবে কার্টিজ?'

'না, নষ্ট করার মত অত সময় নেই আমাদের,' শীলা নয়, কথা বলছে রানা। 'যা করার এখুনি করব। যেভাবেই হোক টেরেসাকে ফেরত আনতে হবে। তবে আপনি পুলিস ডাকতে পারবেন না।'

তাকাতেই ডন হোমায়রা দেখল রানা আর শীলা দৃষ্টি বিনিময় করল।

'শীলা,' বলল সে, 'আমার এই চরম শোকের মুহূর্তে, বাধ্য হয়ে একটা কথা তোমাকে না বলে পারছি না। বিদেশী ওই লোকটাকে তুমি চেনো না, ওকে পাত্তা দেয়া হলে নিজের মস্ত ক্ষতি করবে তুমি।'

'চিনি, কাকা। ওর নাম পিটার রড নয়। মাসুদ রানা। আর পাত্তা দেয়ার কথা যদি বলো, প্রশ্ন হলো রানা আমাকে পাত্তা দেবে কিনা।'

'তুমি জানো মার্কিন কর্তৃপক্ষ ওকে খুঁজছে? ও একজন ওয়ান্টেড ম্যান?'

শান্ত কিন্তু দৃঢ়কণ্ঠে শীলা বলল, 'আমিও ওকে খুঁজছি, কাকা। হি ইজ

ওয়ান্টেড বাই মি।'

'তুমি আমার প্রশ্ন এড়িয়ে যাচ্ছ, শীলা। আমার কাছে প্রমাণ আছে এফ. বি. আই. খুঁজছে ওকে কোন সন্দেহ নেই ও একজন গুণ্ডা বা খুনী···'

ধৈর্য ধরে কয়েক সেকেন্ড চুপ করে থাকল শীলা, তারপর বলল, 'কাকা, ও যে কি ধরনের মানুষ তা আমি ওকে দেখেই বুঝে নিয়েছিলাম। ওর সব কথা আমাকে যদি না-ও বলত, ওর সম্পর্কে কিছুই আমার অজানা থাকত না। যা জানো না তা নিয়ে কথা বোলো না, এমনকি ব্যাখ্যা করলেও তুমি বুঝবে না রানা কোন্ ধাতুতে গড়া কোন্ জগতের মানুষ। ওকে তুমি খুনী বলছ, কিন্তু তুমি নিজে কি একবার ভেবে দেখেছ?'

'কি আমি?' ডন হোমায়রার চোখ দুটো দপ্ করে জ্বলে উঠল। 'কি বলতে চাস তুই?'

'কালকের কথাই ধরো না, খুনীর পরিচয় বেরিয়ে আসবে। ডিনামাইট ফাটাতে না দিয়ে বিশ-বাইশজন লোককে জ্যান্ত কবর দিলে তুমি। আর রানা? লোকগুলোকে বাঁচাতে চেয়েছিল। ফাদার পামকিনকে কে খুন করল? পাহাড় থেকে সোনা পাবার জন্যে প্রতি বছর কত লোককে খুন করছ তুমি হিসেব রাখো? খুনী যদি এখানে কেউ থেকে থাকে তো তুমিই আছ!'

থরথর করে কাঁপছে ডন হোমায়রা, তার চোখ কালো ইস্পাতের মত। শীলা, ট্যালবট, ও সবশেষে রানার দিকে তাকাল সে। তিনজনই ওরা পিছিয়ে এল, সে যেন বিষধর একটা কেউটে।

'আমি আমার মেয়েকে ফেরত চাই,' নিস্তব্ধতার ভেতর তার কণ্ঠস্বর বিকৃত শোনাল।

রানা বলল, 'হোমায়রা, আপনি একজন ব্যবসায়ী। আপনার সাথে আমি একটা ব্যবসায়িক চুক্তিতে আসতে চাই।'

ধীরে ধীরে রানার দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'বলুন, সিনর রানা।'

ঠেকায় পড়লে 'সিনর', ভাবল রানা। বলল, 'ছোট একটা দল নিয়ে পাহাড়ে যাব আমি। ট্যালবট, হ্যামার, ভিকো, আর গাইড হিসেবে তামবারু। ইচ্ছে হলে আপনিও যেতে পারেন, কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার বুঝে দেখুন। নিঃশর্ত নেতৃত্ব থাকবে আমার হাতে।'

'বলে যান,' রানার কথা মন দিয়ে শুনছে ডন হোমায়রা।

'আর সবার মত হ্যামারকে আমার প্রতিটি নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতে হবে।'

সাথে সাথে প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল হ্যামার, কিন্তু ডন হোমায়রা তাকে বাধা দিল।

'বলে যান।'

'আপনার স্টোর হাউজ থেকে অস্ত্র যোগান দেবেন আপনি। থম্পসন সাবমেশিন গানটাও লাগবে। গাড়ির জন্যে গ্যাস আর ঘোড়া, তা-ও দেবেন আপনি। ব্যাস, তাহলেই হবে। পুলিস যা পারেনি আমরা তা করে দেখাব।'

'সেটা কি?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

'আপনার টেরেসাকে ফিরিয়ে আনব।'

তির্যকদৃষ্টিতে তাকাল ডন হোমায়রা। 'ব্যস, শুধু টেরেসাকে ফেরত পাব?'

'আর কি চান আপনি?'

ঘাড় ফিরিয়ে ওয়াগনের দিকে একবার তাকাল ডন হোমায়রা। 'আমি ওদের লাশ দেখতে চাই, সব ক'টার।'

'দুঃখিত, সেক্ষেত্রে আপনার সাথে আমার চুক্তি হবে না। যদি লড়াই করে টেরেসাকে ছিনিয়ে আনতে হয়, তাহলে হয়তো ইন্ডিয়ানদের লাশ দু'একটা পড়তেও পারে, কিন্তু অকারণে তাদেরকে খুন করার ঠিকাদারি আমি নেব না।'

অনেকক্ষণ কেউ কোন কথা বলল না। তারপর ধীরে ধীরে মাথা ঝাঁকাল ডন হোমায়রা। 'ঠিক আছে···'

'দাঁড়ান, বিনিময়ে আমি কি চাইব সেটা বলিনি। আপনি আমাকে এগারো লাখ মার্কিন ডলারের সমান সোনা দেবেন। আর···'

ক্যাঙ্গারুর মত লাফাতে শুরু করল ডন হোমায়রা। তারস্বরে চিৎকার জুড়ে দিল। 'বলেছি না, এই লোক ডাকাত! আমার সর্বস্ব লুট করতে চায় সে! এগারো লাখ ডলার···আমি মারা যাচ্ছি···আমাকে এক গ্লাস পানি দাও···ডাকাত, ডাকাত! ওকে তোমরা আমার চোখের সামনে থেকে সরিয়ে নিয়ে যাও···'

রানা সম্পূর্ণ শান্ত, এমন সুরে কথা বলল যেন ডন হোমায়রার চিৎকার বা লম্ফঝম্প সম্পর্কে সচেতন নয়। 'আমি জানি, আপনি আমার শর্তে রাজি হবেন। আর মাত্র একটা শর্ত আছে। সেটা হলো, আপনার ওই খনিতে ডিনামাইট ব্যবহার করব আমি। আপনিই সাপ্লাই দেবেন। লোকগুলোকে জীবিত পাব বলে মনে হয় না, তবু চেষ্টা করে দেখব একবার। তবে ডিনামাইট ব্যবহার করতে চাইছি আরেকটা কারণে। আপনার ওই খনি স্থায়ী একটা মরণফাঁদ। ওটাকে চিরকালের জন্যে ধসিয়ে দেব আমি, কেউ যাতে ভেতরে ঢোকার পথ না পায়।'

আশ্চর্য, রানার প্রতিটি কথা কান খাড়া করে শুনল ডন হোমায়রা। তারপর আবার সে উত্তেজিত হয়ে পড়ল। 'আমাকে ব্ল্যাকমেইল করা হচ্ছে! এর ফল ভাল হবে না! আমিও দেখে নেব।' মনে মনে হাসল রানা, এত কথা বলছে ডন হোমায়রা, কিন্তু একবারও বলছে না যে প্রস্তাবটা সে মানবে না।

'এগারো লাখ ডলার, রানা?' ফিসফিস করে জিজ্ঞেস করল শীলা।

'মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজার করে ক্ষতিপূরণ,' মৃদু কণ্ঠে জবাব দিল রানা।

প্রথমে বুঝল না শীলা, তারপর তার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। খনিতে বাইশজন আটকা পড়েছে ধরে নিয়ে হিসাব করেছে রানা, এগারো দু'গুণে বাইশ।

'কাকা, আমার মনে হয়···'

'তুই থাম!' গর্জে উঠল ডন হোমায়রা। 'আমার কাছে অত টাকা আছে

নাকি যে···

'কাকে জিজ্ঞেস করছ, কাকা? আমাকে? তারচেয়ে হ্যামারকে জিজ্ঞেস করো, সে তোমার মনের মত একটা জবাব দিয়ে দেবে। কিন্তু আমাকে জিজ্ঞেস করলে আমি সত্যি কথাই বলব। রানা যদি মাথা পিছু এক লাখ করেও চায়, তাও তুমি দিতে পারবে এবং তারপরও অঢেল থাকবে তোমার।'

'বাচাল মেয়ে! তুই আমার টাকা-পয়সা সম্পর্কে কি জানিস, অ্যাঁ?'

'তাছাড়া, কাকা,' বলল শীলা, ডন হোমায়রার কথা যেন শুনতে পায়নি সে। 'টাকাগুলো আসলে ওদেরই, রানা যাদেরকে দিতে চাইছে। বছরের পর বছর ধরে ওদের তুমি ঠকিয়েছ···'

'মাথাপিছু আমি পঁচিশ হাজার করে দেব, তার বেশি একটা ফুটো পয়সাও না।'

হঠাৎ রানার দিকে ফিরল শীলা। 'আরে, তুমি দেখছি ফাদার পামকিনের কথা ভুলে গেছ। ওঁর জন্যে ক্ষতিপূরণ চাইবে না?'

'ফাদার পামকিন ছিলেন দেবতাতুল্য,' এই প্রথম মুখ খুলল ট্যালবট। 'কম করেও তার জন্যে বিশ লাখ ডলার ক্ষতিপূরণ চাওয়া উচিত।'

'পঞ্চাশ লাখ,' প্রস্তাব দিল রেমারিক।

'ঠিক আছে, মাথা পিছু পঞ্চাশ হাজারই দেব,' তাড়াতাড়ি বলল ডন হোমায়রা। 'কিন্তু পামকিনের জন্যে যদি কিছু চাওয়া হয়, চুক্তি হবে না। আমি বরং পুলিসেই খবর দেব···'

'ফাদার পামকিন ছিলেন ঈশ্বরের প্রতিনিধি,' বলল রানা। 'শুনেছি তাঁর পরিবার-পরিজন বলতে কেউ কোথাও ছিল না বা নেই। তাঁর মৃত্যুর জন্যে ক্ষতিপূরণ চাওয়া হলে তাঁর আত্মাকে কষ্ট দেয়া হবে। আপনি তাহলে সব শর্ত মেনে নিচ্ছেন, ডন হোমায়রা?'

'এক কথা ক'বার বলব? বললাম তো, আমি রাজি।'

সাবধান করে দিল রানা, 'যদি ভেবে থাকেন কাজ উদ্ধারের পর আমাকে ফাঁকি দেবেন, ভুলে যান। এখনও সময় আছে, ইচ্ছে করলে আপনি প্রস্তাবটা ফিরিয়েও দিতে পারেন। পরে আর কোন কৌশল খাটবে না।'

'আপনি আমাকে বিশ্বাস করতে পারেন, সিনর রানা।' রানার মনে হলো হাসতে গিয়েও নিজেকে যেন সামলে নিল ডন হোমায়রা। এগিয়ে এসে রানার দিকে একটা হাত লম্বা করল সে।

'তার কোন দরকার নেই।' হাত মেলাতে রুচি হলো না রানার। মনে মনে খুশি ও। ভাবল, ভালই হলো প্যাঁচে ফেলে শর্তগুলো গেলানো গেছে। হারামজাদা রাজি না হলেও কচি মেয়েটাকে উদ্ধারের জন্যে যেতে হত ওকে। 'এসো, হ্যামার,' নির্দেশ দিল ও। 'চলো যাই অস্ত্রগুলো নিয়ে আসি।'

বালির ওপর বসে পুরানো একটা পুতুল নিয়ে খেলছে টেরেসা। তার চারপাশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে অ্যাপাচী ইন্ডিয়ানরা। অতটুকুন মেয়ে, তাও সে

ওদেরকে দেখে ভয় না পাবার ভান করছে।

মেয়েটাকে নিয়ে ইন্ডিয়ানরাও খুব অস্বস্তির মধ্যে আছে। একবার কান্না শুরু করলে থামানো যায় না। আদর করতে গেলে কান্না আরও বাড়ে। ইতোমধ্যে একবার মাত্র খাওয়ানো গেছে তাকে, তাও জোর-জবরদস্তি করে গেলানো হয়েছে।

ওদের পিছনে পাহাড় প্রাচীর খাড়াভাবে নেমে গেছে নিচের মরুতে। পশ্চিমে পর্বতশ্রেণীর মাঝখানটাকে চিরে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত একটা বিশাল ক্যানিয়ন।

রঙচঙে ভূতের চেহারা নিয়ে ঢাল বেয়ে ওদের মাথার ওপর উঠে গেল হুয়ান কার্টিজ। পাথরের একটা স্তূপের ওপর চড়ল সে, তাকাল দূর পুবে। আশা ধুলোর ছোট্ট একটা মেঘ দেখতে পাবে।

নিচে, সবার কাছ থেকে দূরে, কোয়ান্টা আর চিকু একসাথে বসে আছে, ফিসফাস করছে দু'জনে। কোয়ান্টা বলল, 'কার্টিজ যে হোমায়রাকে ঘৃণা করে তা বুঝি, বুঝি ছেলেকে হারিয়ে উন্মাদ হয়ে গেছে সে। কিন্তু পুলিস মারার পর ব্যাপারটা এখন স্রেফ যুদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমরা হেরে গেলে খুন হয়ে যাব, আর যদি অল্প সময়ের জন্যে জিতিও, তাতে করে আরও শয়ে শয়ে পুলিসকে ডেকে আনা হবে। ওরা আমাদেরকে পাহাড়ের শেষ সীমা পর্যন্ত খেদিয়ে নিয়ে যাবে।'

'তুমি, ভাই, সত্যি কথা বলছ,' সায় দিল চিকু। 'আশা ছিল, দিন ফিরলে নিউ মেক্সিকোয় যাব কাজের সন্ধানে, ছেলেটাকে স্কুলে পাঠাব, কিন্তু কার্টিজ প্রতিশোধ নিতে গিয়ে সব ভেস্তে দিল।'

'আমরা যদি পালাই, ভাই,' কোয়ান্টা বলল, 'আমাদেরকে বেঈমান বলা হবে।'

'আর যদি থাকি,' চিকু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল, 'আমাকে হয়তো আরও খুন করতে হবে।'

'কাকে?' চমকে উঠে জিজ্ঞেস করল কোয়ান্টা।

দু'জনেই ওরা ঘাড় ফেরাল, কারণ ঢাল থেকে নেমে এসেছে কার্টিজ।

ডন হোমায়রাকে শীলা বলল, 'তোমার শরীর এখন কেমন, কাকা? আমার কাছে আছে, ঘুমের ওষুধ খাবে?'

'ঘুম আর এ-জীবনে আসবে কিনা সন্দেহ,' ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ল ডন হোমায়রা। 'এগারো লাখ ডলার···আমি বাঁচব কিনা তাই সন্দেহ। তা, কি কথা? একা আমার সাথে দেখা করতে চেয়েছিস কেন?

'অতীতে অনেক তিক্ত ঘটনা ঘটেছে, সে-সব আমি ভুলে যেতে চাই, কাকা। তুমি টেরেসাকে উদ্ধার করার দায়িত্ব আমার বন্ধুকে দিয়েছ, সেজন্যে আমি খুশি।'

'এ-যুগে ন্যায্য কথা বলতে নেই, আবার বলতেও হয়। রানা তোর বন্ধু

হলো কি করে? ওকে তো চাকরি দিয়ে আমি এখানে আনলাম।'

'কেন যে তুমি শুধু ঝগড়া খুঁজে বেড়াও! তাহলে শোনো, রানাকে তুমি আনোনি, ও স্বেচ্ছায় এসেছে। ওর আসার একাধিক কারণ আছে। বাদ দাও, ওসব বুঝবে না। আমি যে কথা বলার জন্যে এসেছি—সব ভুলে আবার কি আমরা আপন হতে পারি না? আপনজন বলতে তোমারও কেউ নেই, আমারও নেই…'

'হ্যাঁ, দুঃখজনক ঘটনার মধ্যে দিয়ে পরস্পরের কাছে আসে মানুষ,' বলল ডন হোমায়রা। 'ভাল কথা, তোর বন্ধু চিরকাল এখানে থেকে যাবার প্ল্যান করেনি তো?'

হেসে উঠল শীলা। 'না, সে ভয় নেই।'

'তাহলে? তুই ওর সাথে চলে যাবার প্ল্যান করছিস বুঝি?'

'এখনও কিছু ভাবিনি, কাকা।' হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে উঠল শীলা। 'নিজেকে ঠিক বুঝতে পারছি না। তাছাড়া, আমার কি এত বড় ভাগ্য যে রানা আমাকে সাথে নেবে!'

'আমি রসকষহীন পাথর, কাব্য বুঝি না। তবে জানি প্রেম-ভালবাসা বড় কথা, ওর ওপর যদি চোখ পড়ে থাকে তো সাথে গেলেই পারিস। যদি যাস, হোটেলটা দিয়ে যাস আমাকে, দেখেশুনে রাখব।'

'যদি যাই আর কখনও ফিরব না, কাজেই হোটেল আমাকে বিক্রি করে দিয়ে যেতে হবে।'

'দান করে গেলেও পারিস। এই না বললি, আমি ছাড়া তোর আর কেউ আপনজন নেই?'

'যদি যাই সে তখন দেখা যাবে। আগে টেরেসা তো ফিরুক।'

'তোকে আশীর্বাদ করি, মা,' বলল ডন হোমায়রা। 'এত বছরের তিক্ততার পর নিজে থেকে মিল করতে এলি তুই।'

শীলা কামরা থেকে বেরিয়ে যেতেই ভাবল সে, টেরেসাকে ফিরে পাই, তারপর খেল্ কাকে বলে দেখাব তোর বন্ধুকে। ও নিজেই কোথাও যাচ্ছে না, তুই আবার ওর সাথে কোথায় যাবি, অ্যাঁ? রানার কবর আমার র‍্যাঞ্চেই খোঁড়া হবে। তারপর আরেকটা কাজ বাকি থাকবে, যেটা অনেক আগেই সেরে ফেলা উচিত ছিল আমার। হ্যাঁ, রানার সাথে তোরও ব্যবস্থা করব এবার। দাঁড়া!

রানা, শীলা, রেমারিক, ভিকো আর ট্যালবটকে নিয়ে কোম্পানী অফিসে এল ডন হোমায়রা, হোটেল থেকে রাস্তা পেরিয়ে পঞ্চাশ গজ দূরে। দরজার ওপর সাইনবোর্ডে লেখা রয়েছে, হোসে মাইনিং কোম্পানী। তালা খোলা হলো। সামনের ঘরটা অফিসের মত করে সাজানো, মেটাল কেবিনেটটা এক কোণে। সেটারও তালা খোলা হলো, ভেতরে নানা ধরনের অস্ত্রশস্ত্র রয়েছে।

পিছন দিকে ইস্পাতের দরজা, সেদিকে হাত তুলে রানা জিজ্ঞেস করল, 'ওদিকে কি?'

দরজার পিছনে কি আছে ভালই জানে ট্যালবট, এমন দৃষ্টিতে রানার দিকে তাকাল সে, ও যেন মস্ত অপরাধ করে ফেলেছে।

কিন্তু ডন হোমায়রা সহজভাবে উত্তর দিল। 'ওখানে? খনির সোনা। প্রসেস করার পর ওখানেই সব রাখা হয়। অল্প সময়ের জন্যে, তারপর তো পাঠিয়ে দেয়া চিহুয়াহুয়ায়। ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই, সিনর রানা, আপনার ফি দেয়ার জন্যে যথেষ্টই আছে ওখানে।'

শীলার উদ্দেশে একটা চোখ টিপল রানা। 'ডন হোমায়রা, কিছু যদি মনে না করেন, একবার দেখতে পারি? এত সোনা এক সাথে দেখার সুযোগ আর হয়তো কখনও পাব না!'

'না!' গর্জে উঠল ডন হোমায়রা। 'আমার ব্যক্তিগত ব্যাপারে আপনি নাক গলাতে পারেন না!'

'কাকা,' নিরীহভঙ্গিতে বলল শীলা, 'শুনেছি শুধু এখানে নয়, আরও নাকি অন্তত পাঁচ জায়গায় সোনা রাখা হয়? সত্যি?'

'কে··· কে বলেছে? আমি তাকে খুন করব···'

অনেক কষ্টে হাসি চাপল শীলা। 'কথায় কথায় কাকীমাই তো একদিন বলছিল···'

'তাকে আমি ডিভোর্স···,' তারপর মনে পড়ল ডন হোমায়রার, মুখ নিচু করে নিল সে, বলল, 'বাজে কথা বলা তার একটা বদ অভ্যাস ছিল। সব মিথ্যে।'

মেটাল কেবিনেট থেকে প্রিয় অস্ত্র থম্পসন সাবমেশিনগানটা তুলে নিল রানা, হানড্রেড-রাউন্ড সার্কুলার ম্যাগাজিন দিয়ে লোড করল। 'এখানে দেখছি একটা শটগান রয়েছে, খুব ভাল জিনিস। কেউ একজন নিতে পারো।'

শটগানটা রেমারিক নিল। একটা রিভলভারও নিল সে। শীলার দিকে ফিরতে স্থির হয়ে গেল রানার দৃষ্টিতে। সরু কোমরে অ্যামুনিশন বেল্ট বাঁধছে শীলা, সে-ও একটা রিভলভার নিয়েছে। তার হাতে একটা রাইফেল ধরিয়ে দিল ও, বলল, 'এটাও রাখো। ওদের তুমি খুব কাছে পাবে কিনা বলা কঠিন।' নিজেকে মনে করিয়ে দিল, বিপদ থেকে যতটা সম্ভব সরিয়ে রাখতে হবে শীলাকে।

দু'জন দো-আঁশলা গাধা আর ঘোড়ার সাহায্যে হোটেলের পোড়া জঞ্জাল পরিষ্কার করছে।

'সাবধানে কাজ করো,' তাদেরকে বলল শীলা। 'মেইন বিল্ডিঙের যেন কোন ক্ষতি না হয়।'

ঠিক তখুনি নিঃসঙ্গ ঘোড়সওয়ারকে দেখতে পেল সে। দেখতে পাবে এই আশায় অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছিল শীলা। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কাছে চলে এল তামবারু, শীলার সামনে ঘোড়া থেকে নামল, তার দম হারানো ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকছে ঘন ঘন, চিহিঁহিঁ করছে।

'কি জানতে পারলেন?' অধীরকণ্ঠে জিজ্ঞেস করল শীলা।

শীলার পাশে রানা আর ট্যালবট এসে দাঁড়াল, রেমারিক আর ভিকো হেঁটে আসছে।

'কার্টিজ খুব চালাক। যেখানে রয়েছে, বহুদূর থেকে তোমাদেরকে আসতে দেখবে সে। তার ক্যাম্পের যত কাছে পৌঁছুবে তোমরা, ততই কঠিন হয়ে উঠবে পিছু হটা। পাথর দিয়ে প্রকৃতিই ওখানে ওই দুর্গ তৈরি করে রেখেছে। এত উঁচু, দূর পাহাড়ের মাথায় ট্রেইলগুলো দেখতে পাবে সে।'

'সে কি টেরেসার কোন ক্ষতি করবে?' প্রশ্ন করল শীলা।

'তার আশা পূরণ হলে করবে না।'

'তার আশা?'

'সে একটা জিনিস চায়।'

'কি জিনিস?'

'সেটা হলো…' হ্যামারের দিকে ইঙ্গিত করল তামবারু, ডন হোসে হোমায়রার সাথে ওদের দিকে এগিয়ে আসছে সে।

'সে যা চায় তা পেলে, তারপরও কি টেরেসার ক্ষতি করবে?'

'কার্টিজের মত মানুষের কাছে, শত্রুর স্ত্রী শত্রুর অংশবিশেষ। সে জন্যেই সে মোনা লিজাকে খুন করেছে। শত্রুর সন্তানও শত্রুর অংশবিশেষ। টেরেসাকে সে খুন করেনি, কারণ তাকে টোপ হিসেবে ব্যবহার করবে। ছাগল বেঁধে রেখে যেমন বাঘকে ডেকে আনা যায়, তেমনি টেরেসাকে ধরে রেখে তার শত্রুকে রেঞ্জের ভেতর পেতে চায় সে।'

রানা জিজ্ঞেস করল, 'আপনি নিশ্চয়ই ভাল একটা প্ল্যান করেছেন?'

'বহু চাঁদের অভিজ্ঞতা থেকে জানি,' বলল তামবারু, 'যে প্ল্যান সফল হয় সেটাই ভাল, যেটা ব্যর্থ হয় সেটাই খারাপ। আমাদের সাফল্য নির্ভর করছে চালাকির ওপর। কার্টিজও প্ল্যান করেছে, সে-ও জানে তার সাফল্য নির্ভর করছে চালাকির ওপর। এখন দেখা যাক কে কাকে হারাতে পারে।'

এগারো

হারমোজা ত্যাগ করার আগে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে। সামনের ঘোড়ায় থাকবে তামবারু, সাথে ভিকো, তবে পাশে নয়, ঠিক তার পিছনে। পরবর্তী জোড়া ডন হোমায়রা আর হ্যামার। ডন হোমায়রার নিরাপত্তার দিকে নজর রাখার জন্যে বিশেষভাবে নির্দেশ দেয়া হলো হ্যামারকে। ওদের পিছনে থাকছে ট্যালবট আর রেমারিক। প্রত্যেকেই ওরা সশস্ত্র।

রানাকে আস্তাবলে নিয়ে যেতে চাইল শীলা, বলল, 'আমার অনেক আছে, যে-কোন একটা বেছে নিতে পারো তুমি।'

পাল্টা প্রস্তাব দিল রানা, 'তুমিই বরং আমার গাড়িতে এসো। শেভ্রোলেটা

না থাকলে ঘোড়া নিতে বাধ্য হতাম, কিন্তু আছে যখন···' কাঁধ ঝাঁকাল রানা। 'কি, আসবে গাড়িতে?'

ছোটবেলা থেকে ঘোড়ায় চড়া অভ্যেস শীলার, তার জন্যে ব্যাপারটা সহজ আর স্বস্তিকর। গাড়িতে সে চড়েছে বটে, কিন্তু খুব কম, কেমন যেন ভয় ভয় করে তার। বার কয়েক চালিয়েওছে, কিন্তু হাত কাঁপে। অপ্রতিভ, আড়ষ্ট ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে থাকল সে, সিদ্ধান্ত নিতে পারছে না।

'কি হলো? নাকি ঘোড়াতেই থাকবে?'

'তুমি পাশে থাকলে ভয় কি?' আস্তাবলে ঘোড়া রেখে ফিরে এল শীলা, দেখল সামনের দলটা রওনা হবার জন্যে ছটফট করছে। হাত ধরে তাকে গাড়িতে তুলল রানা।

'কিন্তু এই গাড়ি নিয়ে পাহাড়ে কতটা উঠতে পারবে জানি না।'

'আগে রওনা তো হই, তারপর দেখা যাবে,' স্টিয়ারিং হুইলে টোকা মেরে বলল রানা। 'এ আমার বন্ধুর মত, হতাশ করবে বলে মনে হয় না।' গাড়িটা খুঁটিয়ে পরীক্ষা করেছে ও, কোথাও কোন ত্রুটি নেই। ট্রাঙ্কে কয়েকটা পেট্রল ভর্তি ক্যান আর পানিও নিয়েছে।

সিগারেট ধরাল রানা, টপটা তুলে দিল মাথার ওপর। রোদ থেকে বাঁচা যাবে, কার্টিজও জানতে পারবে না ক'জন আছে গাড়িতে। 'ওদেরকে এগিয়ে যেতে বলো, ধরতে পারব আমরা।'

সীটের ওপর দাঁড়িয়ে সামনের দলটাকে রওনা হবার ইঙ্গিত দিল শীলা, রানার পাশে বসে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি ভয় করছে?'

'কিসের ভয়?'

'এতেই আমার উত্তর পাওয়া হলো।'

'নিশ্চয়ই,' আবার স্টিয়ারিং হুইলে টোকা দিল রানা, 'ভয় লাগছে এই সুন্দরীর গায়ে বুলেট না ফুটো তৈরি করে। এদিকে কোন গ্যারেজ আছে বলে তো মনে হয় না। গাড়িটাকে সত্যি ভালবাসি, শীলা।'

'তুমি যখন বাসো তখন আমাকেও বাসার অভ্যেস করতে হবে। কিন্তু তোমার ভয় করছে না পিছনের ক্যানগুলোয় বুলেট লাগতে পারে?'

'ওগুলোয় বুলেট লাগলে ভয় পাবার জন্যে কেউ আমরা থাকব না। নাকি ঘোড়াতেই চড়বে আবার?'

'যেখানে আছি সেখানেই থাকছি।'

'বিপদ হতে পারে জেনেও?'

'তোমার চেহারায় কিসের আলো, রানা? কি ভাবছ তুমি? কি আশা করছ?'

'এইমাত্র সিদ্ধান্ত নিলাম তোমাকে একটা জিনিস উপহার দেব।'

শিশুর মত খুশি হয়ে উঠল শীলা। 'উপহার! প্লীজ বলো না, কি দেবে?'

'এখন নয়, যখন দেব তখন দেখো,' বলল রানা। 'কিন্তু আমার প্রশ্নের উত্তর দিলে না যে? বিপদ জেনেও এই গাড়িতে থাকবে?'

'এইমাত্র আমিও একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোমাকে আমি মুহূর্তের জন্যেও কাছছাড়া করতে চাই না।'

রাতের আকাশ পরিষ্কার, চাঁদের সাদা আলোয় স্নান করছে মরুভূমি। উপত্যকার বালি আর ধুলোর ওপর কার্টিজের দল চিহ্ন রেখে গেছে, অনুসরণ করতে কোন অসুবিধে হলো না তামবারুর।

বিরতি ছাড়া ঘোড়া ছোটাল ওরা, আরও দ্রুতগতি আদায়ের জন্যে তাগাদা দিচ্ছে পনিগুলোকে। মাঝরাতের ঠিক পরই প্রথম সারির পাহাড়গুলোর দিকে ঘুরে গেল ট্রেইল। বিশ্রামের জন্যে ওদেরকে থামাল তামবারু, গাড়ি থেকে নেমে ছোট একটা ঢালের মাথায় উঠে গেল রানা।

সামনে মনোমুগ্ধকর দৃশ্য। বুকে উঁচু-নিচু পাহাড় নিয়ে জ্যোছনাঢালা মরু দিগন্ত পর্যন্ত বিস্তৃত, গভীর গিরিখাদ আর গর্তগুলো গাঢ় অন্ধকার অভিশপ্ত ফাঁদ যেন, বিশাল আর বিচিত্র আকৃতির ঘন ছায়াগুলো জ্যান্ত প্রাণীর মত, যেন কাছে গেলেই নড়ে উঠবে।

'সুন্দর, কিন্তু গা ছমছম করে, তাই না?' রানার পাশে একটা বোল্ডারে বসে রয়েছে শীলা, হ্যাট খুলে মাথা ঝাঁকিয়ে লম্বা চুল থেকে ক্লিপ খুলছে।

'হ্যাঁ,' অস্ফুটে বলল রানা।

মৃদু হাসল শীলা, তারপর মরুভূমির দিকে তাকাল। খানিক পর মৃদু কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল সে, 'একটা কথা বলবে? কেন এলে বলো তো? টেরেসা তোমার কেউ নয়, আমার কাকার সাথে তোমার শত্রুতা, আর কার্টিজ তোমার শত্রুও নয় বন্ধুও নয়। তাহলে কিসের তাগিদে?'

'মানুষ একটা ফুলকে বাঁচানোর জন্যে যুদ্ধ করে না?'

অনেকক্ষণ কথা বলল না শীলা, উত্তর পেয়ে গেছে। তারপর ফিসফিস করে বলল, 'কি উপহার দেবে জানি না, জানতে চাইও না। কিন্তু আমি একটা জিনিস চাইলে দেবে, রানা?'

'চেয়েই দেখো,' আশ্বাস দিল রানা।

'জানি তোমাকে ধরে রাখতে পারব না। তোমার সাথে আমার হয়তো যাওয়াও হবে না। যদি না যাই, ওরকম একটা ফুল চাইলে পাব?'

চমকে উঠল রানা। 'কি বলছ তুমি!'

'খুব কি কঠিন সমস্যায় ফেলছি তোমাকে? চাওয়াটা কি খুব বেশি হয়ে যাচ্ছে? তোমাকে না পাই, তোমার সন্তানের মধ্যে তোমাকে আমি খুঁজে নেব—সে অধিকারটুকু আমাকে দেবে না?'

ঘেমে গোসল হয়ে গেল রানা। এমন আকুল প্রার্থনা কিভাবে প্রত্যাখ্যান করে সে! ভালবাসার দাবি নিয়ে কথা বলছে শীলা। অথচ রানার পক্ষে তার এই আশা পূরণ করা অসম্ভব। যেখানে কোনদিন ওর ফিরে আসা হবে কিনা সন্দেহ, সেখানে কিভাবে সে রেখে যাবে··· 'ব্যাপারটা নিয়ে ঠাণ্ডা মাথায় আরও চিন্তা করা দরকার, শীলা, দু'জনেরই, তাই না?'

দীর্ঘশ্বাস চাপল শীলা। কথা না বলে শুধু মাথা ঝাঁকাল সে। ঠিক তখুনি ঢাল বেয়ে উঠে এসে ওদেরকে অস্বস্তিবোধ থেকে বাঁচাল রেমারিক।

রেমারিক সিগারেট ধরাতে যাচ্ছে দেখে বাধা দিল রানা। 'লাইটার জ্বেলো না।'

দাঁত দিয়ে জিভ কাটল রেমারিক। 'দুঃখিত।' সিগারেট আর লাইটার পকেটে রেখে দিল সে।

'ভাবছি কতটা কাছাকাছি এলাম। বিশ মাইলের মত এগিয়েছি, তাই না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'তামবারুর ধারণা,' বলল রেমারিক, 'পাহাড়ের নিচে চর পাঠিয়ে থাকতে পারে কার্টিজ। এখন থেকে আস্তে-ধীরে এগোতে হবে আমাদের। হয়তো আরও এক ঘণ্টা, কিংবা দু'ঘণ্টা। কে বলতে পারে!'

গরম রাত, মাথার ওপর ভেসে বেড়াচ্ছে ঝাঁক ঝাঁক নক্ষত্র। মুখের ঘাম মুছে রানা বলল, 'কোথাও বোধহয় নিম্নচাপ সৃষ্টি হয়েছে।'

ঢাল বেয়ে উঠে এল ট্যালবট, রানার কথা শুনতে পেয়েছে সে। দূর পাহাড়শ্রেণীর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকাল বুড়ো আমেরিকান। ওদিকের নক্ষত্রগুলো ইতোমধ্যে ঢাকা পড়ে গেছে কালো মেঘে। 'ঠিক বলেছেন, বস্। ঝড় একটা তৈরি হচ্ছে বটে।'

'এরপর সামনের পথ,' জিজ্ঞেস করল রানা, 'শেভ্রোলে নিয়ে যেতে পারব?'

'আগেকার দিনে ওয়াগন ট্রেন আসা যাওয়া করেছে,' বলল ট্যালবট। 'তখন এদিককার সব পাহাড়ে সোনার খনি ছিল। র‍্যাঞ্চও ছিল দু'চারটে। পাহাড় সারির ওপারে আবার মরুভূমি।'

'সুন্দরী, তোমার পরীক্ষা শুরু হতে যাচ্ছে,' নিচে নেমে গাড়িটাকে উদ্দেশ্য করে বলল রানা। সামনের দলটা রওনা হবার পর এঞ্জিন চালু করল ও।

ভাঙা, বিধ্বস্ত চেহারা নিয়ে উঠে গেছে পাহাড়, গায়ে আঁকাবাঁকা রেখার মত বিছিয়ে আছে অসংখ্য সরু ট্রেইল, বহুকাল আগে শুকিয়ে যাওয়া পানির উৎসের দিকে চলে গেছে। প্রধান ট্রেইলটা যথেষ্ট চওড়া, দু'পাশের ঢাল ঢাকা পড়ে আছে শুকনো ঘাস আর কাঁটাঝোপে। আরও ওপরে ওঠার পর কিছু কিছু ক্যাকটাস দেখা গেল।

গাড়ি থামাতে হলো একবার। সবাইকে ডেকে সাহায্য চাওয়া হলো, বড় একটা বোল্ডার না সরালে গাড়ি এগোবে না। ছড়ি দিয়ে শেভ্রোলের গায়ে একটা বাড়ি মারল ডন হোমায়রা।

'এই ঝামেলাটা সাথে আনার কি মানে?'

জবাবে, বেশি দূর থেকে নয়, গুরু গম্ভীর ডাক শোনা গেল মেঘের। একজন বাদে হেসে ফেলল সবাই। আবার গাড়ি চলতে শুরু করলে শীলা মুচকি হেসে বলল, 'দেখা যাচ্ছে প্রকৃতিও তোমার দলে।'

সময় যতই গড়াল, কথাবার্তা বন্ধ হয়ে গেল ওদের। গরম ভাবটা কেটে

গেছে, জোরাল বাতাস বইতে শুরু করেছে। ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাচ্ছে দূর আকাশে। উপত্যকার ওপারের পাহাড়গুলো আলোকিত হয়ে উঠছে মাঝে মধ্যে।

বেশ কিছুক্ষণ হলো হাঁটছে তামবারু। গতি খুব মন্থর। মাঝে মাঝেই থামছে সে, চিনে নিচ্ছে ট্রেইল। তার ঘোড়াটাকে নিয়ে আসছে রেমারিক। ইতোমধ্যে আকাশ ঢাকা পড়ে গেছে, চাঁদ না থাকায় অন্ধকার হয়ে গেছে চারদিক। পাহাড়ে উঠতে শুরু করার পর একবারও আলো জ্বালেনি রানা।

পাহাড়ের কাঁধে উঠে এল ওরা। খানিক পর কাঁটাঝোপে ঘেরা ছোট একটা মালভূমি দেখা গেল। বুড়ো তামবারু ঘুরল, হাত তুলল মাথার ওপর। 'সকাল পর্যন্ত এখানে থামলাম আমরা। আলো নয়, আগুন নয়। ওদের খুব কাছে রয়েছি।'

ঘোড়া থামিয়ে নামল সবাই। কয়েকটা পাইন গাছের নিচে শেভ্রোলেটাকে রেখে ফিরে এল রানা। ডন হোমায়রা বিরক্তির সাথে জিজ্ঞেস করল, 'এখুনি আমরা হামলা করছি না কেন? ওরা আমাদেরকে আশা করছে না, হামলা করলে দিশেহারা হয়ে পড়বে।'

মাথা নাড়ল তামবারু। 'কানে শব্দ শোনার আগে ঘোড়ার গন্ধ পাবে ওরা—রাতের বাতাস কিনা। আমরাও পাহাড়ে রয়েছি, কিন্তু ওদের চেয়ে নিচে, তারমানে হামলার জন্যে অবস্থাটা সুবিধের নয়। যদি আক্রমণ করি, তাতে বিস্ময়ের ধাক্কা থাকবে না। অন্ধকারে ওদের চোখ জ্বলে, একটা একটা করে বেছে নিয়ে গুলি করতে পারবে।'

'কিন্তু আমি যেন শুনেছিলাম ইন্ডিয়ানরা রাতে যুদ্ধ করতে ভয় পায়,' বলল রানা।

'যে-ই বলে থাকুক, অ্যাপাচী ইন্ডিয়ানদের সম্পর্কে বলেনি সে,' উত্তর এল রেমারিকের কাছ থেকে, ডন হোমায়রার দিকে ফিরল সে। 'আমাদের ওপরে ওরা সতেরোজন। আমরা যে শুধু সংখ্যায় কম তাই নয়, অন্ধকার রাতে ঝড়টাও ওদের পক্ষে কাজ করবে। কোন্‌টা ভাল তামবারু জানে। আমি অপেক্ষা করার পক্ষে।'

'আমরাও,' বলল ট্যালবট।

ওদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল ডন হোমায়রা। 'তারমানে আমার কোন কর্তৃত্ব নেই এখানে?'

'কোন কালেই ছিল না,' মন্তব্য করল রানা।

দীর্ঘ নিস্তব্ধতার মাঝখানে ঘন ঘন বিদ্যুৎ চমকাল। তারপর মাথার ওপর ছড়িটা একবার ঘুরিয়ে ওদের দিকে পিছন ফিরল ডন হোমায়রা, জিন নামাল ঘোড়া থেকে।

ছোট্ট মালভূমির কিনারায় ঘোড়া বাঁধল ওরা। লাঠিপেটা করে কিছু ঝোপ-ঝাড় শুইয়ে দিল রেমারিক আর ভিকো, সাপ তাড়াচ্ছে। লম্বা হবার জন্যে শেভ্রোলের পিছনের সীটে উঠে গেল শীলা। বাকি সবাই তাকে ঘিরে থাকল,

কেউ দাঁড়িয়ে কেউ বসে, গল্প-গুজব করছে, শুধু ডন হোমায়রা বাদে। ফাঁকা জায়গাটার শেষ প্রান্তে একা বসে আছে সে। আর হ্যামার তার সঙ্গী সাথী হিসেবে বেছে নিল ঘোড়াগুলোকে।

কথা বলছে ওরা নিচু গলায়, গুঞ্জনটা রাতের বাতাসে বেশি দূরে যেতে পারছে না, মাঝে মধ্যেই মুখে হাত চাপা দিয়ে হাসি থামাচ্ছে। বুড়ো হয়ে গেল অথচ এখনও বিয়ে করেনি, ছি, তাহলে কি ধরে নিতে হবে বিশেষ একটা জিনিসই তার নেই? ট্যালবটকে খেপিয়ে তোলার ব্যর্থ চেষ্টা করল রেমারিক। শীলা জানে, ওরা আসলে ওর মনটাকে ভয় আর উত্তেজনা থেকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করছে, বোঝাতে চাইছে তারা থাকতে ওর কোন বিপদ হবে না। ওদের সবার জন্যে আকস্মিক স্নেহ-ভালবাসার একটা বিশাল ঢেউ সারা দেহমনে ছড়িয়ে পড়ল। আর ঠিক সেই সময় ঘোড়াগুলোর দিক থেকে দপ্ করে ছোট্ট একটা আগুন জ্বলে উঠল। সিগারেট ধরাল হ্যামার।

চাপা গলায় গুঙিয়ে উঠল রেমারিক, সটান দাঁড়িয়ে পড়েছে সে, কিন্তু রানা এরইমধ্যে ঘোড়াগুলোর দিকে অর্ধেক দূরত্ব পেরিয়ে গেছে। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে আঘাত করল ও, মেক্সিকান লোকটার মুখ থেকে খসিয়ে দিল সিগারেটটা, তাল হারিয়ে ঝোপের ওপর পড়ল সে। হ্যামার উঠতে গেল, এক হাতে তার বুকে চাপ দিয়ে ঠেকিয়ে রাখল ভিকো, ছুরির ডগা ঠেকাল তার নাকের নিচে।

'ফের যদি এরকম বোকামি করতে দেখি, তোমার আমি গলা কাটব।'

সিধে হলো ভিকো, তার সাথে সাথে হ্যামারও দাঁড়াল। বিপজ্জনক একটা মুহূর্ত। মনে হলো এই বুঝি ঝাঁপিয়ে পড়ল হ্যামার। রক্তচক্ষু মেলে একবার রানা, একবার ভিকোর দিকে তাকাল সে। কি ঘটছে, দূর থেকে সবই দেখল ডন হোমায়রা। ছড়ি হাতে উঠে এল সে, তার হাঁটার ভঙ্গিতে থামার কোন লক্ষণ নেই, যেন হ্যামারের সাথে ধাক্কা খাবে। ঠাস করে একটা চড় কষাল হ্যামারের গালে। 'ইডিয়েট! তুমি শুধু আমাদেরকে বিপদে ফেলছ না। বাচ্চাটার সর্বনাশ করতে যাচ্ছ।'

একটাও শব্দ না করে ঘুরে দাঁড়াল হ্যামার, হোঁচট খেতে খেতে ঝোপের ভেতর হারিয়ে গেল।

'এখন থেকে ও যাতে কথা শোনে, সেদিকটা দেখব আমি,' বলে নিজের জায়গায় ফিরে গেল ডন হোমায়রা। আর যদি কাউকে না-ও পারে, অন্তত হ্যামারকে সে বশে রাখতে পারবে।

ফাঁকা জায়গাটার কিনারা পর্যন্ত হেঁটে গেল তামবারু, কিছু শোনার চেষ্টা করল, একদিকে সামান্য কাত হয়ে আছে মাথা। 'কোন ক্ষতি হয়নি তো?' জিজ্ঞেস করল রেমারিক।

মাথা নাড়ল তামবারু। 'এখানে আমরা ভালভাবে লুকিয়ে আছি। তবে পাহারায় একজনের থাকা দরকার।'

ঠিক হলো পালা করে পাহারা দেয়া হবে, প্রথম রেমারিক স্বেচ্ছাসেবক হলো। শেভ্রোলের পিছনের সীটে কুণ্ডলী পাকাল শীলা। সামনের সীটে হেলান

দিয়ে বসে আছে রানা, যতটা সম্ভব ঢিল করে দিয়েছে পেশী। চোখ বন্ধ করল ও, সাথে সাথে গ্রাস করল চরম ক্লান্তি, ডুবে গেল ঘুমের রাজ্যে।

রাত তিনটের খানিক পর ট্যালবটের মৃদু ডাকে ঘুম ভাঙল ওর। 'আপনার পালা, বস্। ফুটো কম্বলটা সাথে নিলে ভাল করবেন। বৃষ্টি এল বলে।'

প্রথমে রানা দেখল শীলা কেমন আছে। লম্বা শরীরটা ভাঁজ খেয়ে ছোট্ট হয়ে আছে ব্যাক সীটে। বাচ্চা মেয়েরা যেমন মুঠো করা দুটো হাত চিবুকের নিচে রেখে ঘুমায়, শীলাও তেমনি ঘুমাচ্ছে, ভাঁজ করা পায়ের হাঁটু উঠে এসেছে বুকের কাছে। পাশ ফিরে শুয়ে থাকলেও মুখটা সামান্য ওপর দিকে তোলা, অন্ধকারে ঘন কোমল শীতল আভা। একটা দীর্ঘশ্বাস চাপল রানা। ঠিক যেন পুতুল পুতুল লাগছে শীলাকে। ছোট্ট আরেকটা পুতুল হলে সত্যি দারুণ মানাত ওকে।

ঘোড়াগুলোর পাশে বোল্ডারের ওপর পাহারায় বসল রানা, গুটানো কম্বলটা বগলের নিচে, হাঁটুর ওপর থম্পসন। ডান চোখের ঠিক পিছনে ভোঁতা একটা ব্যথা অনুভব করছে ও। ঘুম কম হলে যেমন হয়।

অন্ধকারে রানা দেখতে পেল না, ঝোপের ভেতর বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হ্যামার ওর দিকে।

সে কাপুরুষ নয় বটে কিন্তু নিজের চোখে দেখেছে কতটুকু নিষ্ঠুর হতে পারে কার্টিজ। দরদ বা আবেগের বশে এখানে আসেনি হ্যামার, এসেছে যার চাকরি করে তার হুকুমে। এবার নিয়ে দু'বার হলো, সবার সামনে অপমান করা হলো তাকে।

সামান্য যে-টুকু আনুগত্য অবশিষ্ট ছিল চড় খাওয়ার পর তা-ও আর নেই। ঘণ্টাখানেক হলো সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে সে। ওরা সব মরুক, জাহান্নামে যাক। ঘোড়াগুলোকে নিয়ে পালাবে সে। ঘোড়া না থাকলেও গাড়িটা থাকবে, তবে সবার ওতে জায়গা হবে না, অন্তত কয়েকজনকে হাঁটতে হবে। অ্যাপাচীরা যদি নাগাল পায়, একটাকেও আস্ত রাখবে না। সেই সাথে তার প্রতিশোধ গ্রহণের আশাও পূরণ হবে।

এতক্ষণ রানার পালা শুরু হবার অপেক্ষায় ছিল হ্যামার। ঝোপ থেকে গা বাঁচিয়ে সাবধানে দাঁড়াল সে, ছুরিটা বের করে সামনে এগোল, নিঃশব্দে।

ফাঁকা জায়গাটার উল্টোদিক থেকে হ্যামারকে সিধে হতে দেখল তামবারু। 'সাবধান, রড!'

সামনের দিকে লাফ দিল হ্যামার। ঘুরল রানা, ওর সাথে ঘুরল মেশিনগান। কব্জির হাড়ে ব্যারেলের বাড়ি খেল হ্যামার, ছুরিটা পড়ে গেল হাত থেকে। বুকে বুক ঠেকল, শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়ে রানার হাত থেকে থম্পসনটা কেড়ে নিতে চাইছে হ্যামার। তার গোড়ালির পিছনে পা বাধিয়ে টান দিল রানা, দু'জন একসাথে পড়ে গেল, ঘোড়াগুলোর মাঝখান দিয়ে গড়াতে গড়াতে প্রবেশ করল ঝোপের ভেতর।

অকস্মাৎ রানাকে ছেড়ে দিয়ে রিভলভার বের করল হ্যামার। রানা ধাক্কা

দিয়ে তাকে বুক থেকে সরিয়ে দিচ্ছে, গুলি করল মেক্সিকান, পাথুরে মাটিতে লেগে আরেকদিকে ছিটকে গেল বুলেট। দলের আর সবাই যখন পড়িমরি করে ছুটে আসছে, ঝোপের ভেতর দিয়ে ঝেড়ে দৌড় দিল হ্যামার।

দাঁড়াল রানা, বাকি সবাই পৌঁছুল। 'কি হয়েছে?' হাঁপাতে হাঁপাতে জিজ্ঞেস করল ট্যালবট।

'হ্যামার আমাকে ছুরি মারতে এসেছিল,' শান্তভাবে বলল রানা। 'তামবারু সাবধান করায় বেঁচে গেছি।' ইন্ডিয়ান লোকটার দিকে ঘুরল ও। 'গুলির আওয়াজ কি···?' প্রশ্নটা শেষ করল না।

গম্ভীর তামবারু মাথা ঝাঁকাল। 'আমরা কোথায় ওরা জানল। তৈরি হও সবাই।'

ভয়ের ঠাণ্ডা একটা শিরশিরে ভাব নিয়ে অ্যাপাচীদের আক্রমণ ঠেকানোর জন্যে প্রস্তুতি নিল ওরা। হঠাৎ বিরাট একটা আঁকাবাঁকা বিদ্যুৎরেখা আঘাত করল পাথরে, তারপর শোনা গেল বজ্রবিস্ফোরণের কড়াৎ শব্দ। সেই সাথে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি, বাতাস ভরে উঠল সোঁদা একটা গন্ধে।

আতঙ্কে অন্ধ হয়ে ছুটছে হ্যামার, তার ধারণা ধাওয়া করা হচ্ছে তাকে, যে-কোন মুহূর্তে ঝোপের ভেতর থেকে ছুটে আসবে গুলি। অন্ধকার এত গাঢ়, নিজের হাতও দেখতে পাচ্ছে না। একটা হাত মুখের সামনে তোলা, ঝোপের ডালপালা থেকে চোখ বাঁচানোর ভঙ্গিতে।

কিসে যেন পা বেধে গেল, আছাড় খেয়ে পড়ে যাচ্ছে হ্যামার। কিন্তু মাটির সাথে সংঘর্ষ হতে দেরি দেখে ছ্যাঁৎ করে উঠল তার বুক। একটা ঢালের উঁচু কিনারায় পা বেধে গিয়েছিল তার, কিনারা থেকে শূন্যে খসে পড়ল শরীরটা, ঢালের মাঝামাঝি জায়গায় পড়ে ঝোপের ওপর দিয়ে গড়াতে শুরু করল, হাত থেকে পাখির মত উড়ে গেল রিভলভারটা। ওটা আর খুঁজে পাওয়া সম্ভব নয়। শক্ত একটা কিছু ধরে পতনটা রোধ করার ব্যর্থ চেষ্টা করল সে। শরীরটা থেঁতলে যাচ্ছে। ঢালের নিচে কি আছে জানা নেই, নিচে কখন পৌঁছুবে তা-ও বুঝতে পারছে না।

অবশেষে একটা গাছের শুকনো গুঁড়ি ধরে নিজেকে থামাতে পারল হ্যামার। আর ঠিক তখুনি মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হলো। কয়েক সেকেন্ড কিছুই চিন্তা করতে পারল না সে। হাপরের মত হাঁপাচ্ছে, তারপরও মনে হলো বাতাসের অভাবে ফেটে যাবে ফুসফুস।

ধীরে ধীরে চিন্তাশক্তি ফিরে এল। সারা শরীরে জ্বালা, তবে কোন হাড় ভাঙেনি। হাঁটতে পারবে। প্রথম কাজ, পাহাড় থেকে নেমে যাওয়া। অন্ধকারের ভেতর দাঁড়াল সে, ব্যথায় বিকৃত হয়ে আছে মুখ। ধীরে ধীরে ঢাল বেয়ে নামতে শুরু করল সে। নিচে শুকনো একটা নালা। সেটা পেরোবার পর আবার একটা ঢাল বেয়ে নামতে হলো খানিকটা, তারপর আবার একটা গভীর নালা। এবার সেটা না পেরিয়ে মাঝখান দিয়ে হাঁটতে লাগল হ্যামার। কিন্তু

কোন্ দিক থেকে কোথায় যাচ্ছে জানে না।

এক সময় বিশ্রামের জন্যে থামল হ্যামার, জানে হারিয়ে গেছে সে। বৃষ্টি আগের মতই ঝমঝম করে ঝরছে, বাকি সব শব্দ চাপা পড়ে গেলেও তার পাশের আর পিছনের ঢাল থেকে পাথর গড়িয়ে পড়ার আওয়াজ পাচ্ছে সে। খানিক পর দাঁড়াল, তাকাল চারদিকে। কিন্তু না, চোখের সামনে কালো পর্দার মত ঝুলে আছে অন্ধকার। আরও এক পশলা পাথর গড়াতে শুরু করল তার পিছনে। গা ছম ছম করে উঠল তার। আবার ছোটার জন্যে পা তুলল।

দু'হাতের বেমক্কা ধাক্কা খেয়ে ছিটকে পড়ল হ্যামার। দাড়াতে যাবে, কয়েক জোড়া হাত তাকে পাথুরে মাটির সাথে চেপে ধরে রাখল।

তার শরীরের সব জায়গায় অদৃশ্য হাতের চাপ। দুই কব্জি দুটো মুঠোর ভেতর চলে গেল। দুই পায়ের ওপর দু'জোড়া হাত চেপে বসল। গলায় একজোড়া। চিৎকার করার চেষ্টা করল হ্যামার, মুখের ভেতর কি যেন একটা ঢুকিয়ে দেয়া হলো। আশপাশে অচেনা কণ্ঠস্বর।

কোয়ান্টা বলল, 'এটাকে উপহার পেলে কার্টিজ সম্ভবত সন্তুষ্ট হবে। খনিতে আমাদের লোকের সবচেয়ে বড় শত্রু ছিল এই ব্যাটা।'

চিকু বলল, 'উঁহু, কার্টিজ শুধু হোমায়রাকে পেলে সন্তুষ্ট হবে।'

'তাহলে এটাকে নিয়ে কি করব আমরা?'

'গাড়ি নিয়ে আসায় এখন সবাই খুশি তো?' জিজ্ঞেস করল রানা, তামবারু ছাড়া বাকি সবাই টপ ঢাকা শেভ্রোলের ভেতর ঠাঁই নিয়েছে, বৃষ্টির সময় কলেজ ছাত্ররা যেমন ফোন বুদে ভিড় করে। ব্যাপারটা উপভোগ করছে রানা, কারণ সবাইকে জায়গা দিতে গিয়ে প্রায় ওর কোলেরই ওপর বসতে হয়েছে শীলাকে।

'দেখো-দেখো, তামবারুর মাথায় ছাতা!' হঠাৎ হেসে উঠল ট্যালবট।

বৃদ্ধ ইন্ডিয়ান তার পোঁটলা থেকে তালপাতা দিয়ে বোনা দুটো ছোট মাদুর বের করে মাথা ঢেকেছে।

'ছাতা নয়, পোর্টেবল ছাদ বলতে পারো,' মন্তব্য করল রানা।

'ঠিক,' সায় দিল রেমারিক। 'ইন্ডিয়ানরা ছাতা পাবে কোথায়!'

হঠাৎ করেই ওদের হাস্য-কৌতুক থেমে গেল, বৃষ্টির শব্দ ছাপিয়ে উঠল প্যাঁচার ডাক।

'ওটা প্যাঁচা নয়,' ফিসফিস করে বলল ট্যালবট।

'গাড়ি থেকে নামো সবাই, জলদি!' জরুরী তাগাদা দিল রানা। 'এটা একটা সহজ টার্গেট।'

তাড়াহুড়ো করে গাড়ি থেকে বৃষ্টির মধ্যে নেমে পড়ল সবাই। তামবারু দাঁড়িয়ে রয়েছে উত্তর দিকে। ফাঁকা জায়গাটার দূর প্রান্তে একটা ঝোপ যেন নড়ে উঠল।

ঘোড়াগুলোর দিকে ছুট দেয়ার একটা ঝোঁক চাপল ট্যালবটের। মাথা নিচু

করে দৌড় দিল সে, তামবারু যেদিকে তাকিয়ে আছে তার উল্টো দিকে যাচ্ছে সে। সামনে ঝোপ-ঝাড়ের উঁচু কিনারা, ওখানেই বাঁধা রয়েছে ঘোড়াগুলো। ধ্যেৎ, আজকাল আর আগের মত দৌড়াতেও পারি না, নিজের ওপর বিরক্ত হয়ে ভাবল সে।

ঘোড়াগুলো অস্থিরভাবে নড়াচড়া করছে, ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ছাড়ছে, ঘন ঘন পা ঠুকছে মাটিতে। অন্ধকার চিরে দৃষ্টি ফেলার চেষ্টা করল ট্যালবট, তার হাতের রাইফেল গুলি করার ভঙ্গিতে তৈরি।

হঠাৎ বিদ্যুতের একটা চমক আকাশটাকে যেন চৌচির করে দিল। কাছে কোথাও বজ্রপাত হলো, কেঁপে উঠল পাহাড়গুলো। প্রথম বিদ্যুৎ চমকানির আলোয় চোখ ধাঁধিয়ে গেলেও দ্বিতীয় আলোয় ঘোড়াগুলোর মাঝখানে অ্যাপাচী লোকটাকে দেখতে পেল ট্যালবট।

সাবধান করে দিয়ে হাঁক ছাড়ল সে। তার দিকে ধেয়ে এল অ্যাপাচী। ট্যালবটও গুলি করতে করতে ছুটছে। একের পর এক বেরিয়ে গেল বুলেট, কিন্তু অ্যাপাচী থামছে না, তার ডান হাত সামনে বাড়ানো, হাতে ছুরি। ছুরিটা আসছে বুঝতে পারল ট্যালবট, কিন্তু তার কিছু করার ছিল না। থুতনির নিচে ঢুকে গেল ছুরির ডগা, তারপর সাঁৎ করে তালু ভেদ করে গেঁথে গেল মগজে।

পরবর্তী বিদ্যুৎ চমকের আলোয় কি ঘটছে দেখতে পেল রানা। ট্যালবটকে বাঁচানোর জন্যে ছুটল ও, কিন্তু ততক্ষণে সর্বনাশ ঘটে গেছে। অ্যাপাচী আর ট্যালবট, দুটো লাশ একটার ওপর আরেকটা পড়ে আছে।

ধীরে ধীরে দূরে সরে গেল মেঘগুলো, থেমে গেল বৃষ্টি। ঘন অন্ধকার যখন ফিকে হয়ে আসছে, ঝোপের ভেতর ঢুকে অদৃশ্য হয়ে গেল তামবারু। আবার যখন ফিরল সে, বলল, 'চলে গেছে ওরা।'

ট্যালবটের পাশে হাঁটু গেড়ে বসল ভিকো, টেনে বের করে নিল ছুরিটা, প্যান্টে মুছল সেটা। চোখে আতঙ্ক নিয়ে তাকিয়ে আছে শীলা।

'বুড়ো মোটেও সতর্ক ছিল না!' চেহারায় অসন্তোষ নিয়ে বলল ডন হোমায়রা।

'আপনি ডিনামাইট ফাটাতে দিলে লোকটা আজ বেঁচে থাকত,' জবাব দিল রানা।

দুলে উঠল শীলা, তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে তার কাঁধে হাত রাখল রানা।

ট্যালবটের জিনের সাথে ছোট হাতলের একটা কোদাল পাওয়া গেল, সেটা দিয়ে অগভীর দুটো কবর খোঁড়া হলো। লাশ নামাবার পর মাটি আর পাথর দিয়ে ভরা হলো গর্তগুলো।

শীলা বিড়বিড় করে বলল, 'বাড়ি ফেরা হলো না, একজন বিদেশী রয়ে গেল এখানে।'

সময় নষ্ট না করে রওনা হয়ে গেল ওরা।

প্রায় আধ ঘণ্টা পর প্রথমে রানার চোখে ধরা পড়ল ধোঁয়াটে রেখাটা। গাড়ি থামিয়ে নামল ও। গাছ আর ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে সাবধানে

এগোল তামবারু। তার পিছু পিছু নিঃশব্দে আসছে ওরা। সামনেই খানিকটা ফাঁকা জায়গা, সাদা ধোঁয়া সেখান থেকেই উঠছে আকাশে।

হ্যামারকে পেল ওরা, বা বলা যায় যতটুকু তার অবশিষ্ট আছে। মরা একটা কাঁটা-গাছের ডাল থেকে ঝুলছে, একটা অগ্নিকুণ্ডের ওপর।

বারো

ইন্ডিয়ানরা সবাই কার্টিজকে ঘিরে জড়ো হলো।

'আমরা একজনকে হারিয়েছি, কিন্তু ওরা হারিয়েছে দু'জনকে,' বলে চলেছে কার্টিজ। 'এ-থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়, ঈশ্বর আমাদের দিকে মুখ তুলে তাকাচ্ছেন।'

সে থামতে নিস্তব্ধতা নেমে এল। তারপর চিকু এগিয়ে এল। 'হ্যামারকে খুন করাই যথেষ্ট ছিল। বুড়ো লোকটাকে মারা আমাদের ভুল হয়েছে। আমি মনে করি…'

'চোপ!' দৃঢ়তার সাথে বাধা দিল কার্টিজ। 'কি ঘটেছে সেটা একবার চিন্তা করে দেখো। আমাদের একজন ওদের ঘোড়াগুলোকে ছেড়ে দিতে গিয়েছিল। বুড়ো তাকে দেখে ফেলে, রাইফেল তোলে গুলি করার জন্যে। ফলাফল? দু'জনেই মারা গেছে। কাজেই এরমধ্যে কোন ভুল-ভাল দেখতে চেয়ো না। তবে হ্যাঁ, এরপর যে লোকটা মারা যাবে তাকে হোমায়রা হতেই হবে।'

'আমরা কি তাদের জন্যে এখানে অপেক্ষা করব?' জানতে চাইল কোয়াস্টা।

মাথা নেড়ে কার্টিজ বলল, 'প্রথমে ওদেরকে আমরা খানিকটা নাজেহাল করব।' পাকানো রশির মত ছোটখাট এক অ্যাপাচীর দিকে ফিরল সে, পরনে সবুজ শার্ট আর লেদার ওয়েস্টকোট। 'লোকা, ছ'লোক লোক আর আমার ঘোড়াটাকে সাথে নাও। সোজা অ্যাডাবে কুয়া পর্যন্ত যাবে তোমরা, তারপর ঘুরপথে ফিরে আসবে এদিকে। আমরা ট্রেইল ধরে ক্যানিয়ন পেরোব, পাহাড় টপকে চলে যাব গ্রীন ওয়াটারস-এ। ওখানে তোমাদের সাথে দেখা হবে আবার।'

'কি করে বুঝব আমাদের নয়, লোকাদের পিছু নেবে তামবারু?' জিজ্ঞেস করল চিকু। 'বুড়োটা শেয়ালের মত চালাক।'

'চালাক বলেই তো আমার ঘোড়াটাকে চিনতে পারবে সে, দলটারও পিছু নেবে।' কার্টিজ হাসল।

'এমন হতে পারে ওরাও হয়তো দু'দলে ভাগ হয়ে গেল।'

'সংখ্যায় ওরা খুব কম।' মাথা নাড়ল কার্টিজ।

এরই মধ্যে লোক বাছাইয়ের কাজ সেরে ফেলেছে লোকা, কার্টিজের

ঘোড়াটায় চড়ল সে, পিছনে দলটাকে নিয়ে মরুভূমির দিকে নামতে শুরু করল।

ঘাড় ফিরিয়ে পুব দিকে তাকাল কার্টিজ। ছোট্ট দলটা যথেষ্ট ধুলো ওড়াচ্ছে। ডন হোমায়রার কথা ভাবতেই ঠোঁট স্পর্শ করল নিষ্ঠুর হাসি। খুব বেশি দেরি নেই আর। প্রতিশোধের যে আগুন তার বুকে জ্বলছে তা অচিরেই নিভবে।

লাফ দিয়ে লোকার ঘোড়ায় চড়ে বসল সে, নিজের লোকদের উদ্দেশে মাথা ঝাঁকাল, রওনা হয়ে গেল ক্যানিয়নের দিকে।

দুপুরের দিকে ক্লান্তির চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেল হারমোজা দল। চারদিকে যতদূর দৃষ্টি যায়, পাথর আর বালির বিস্তৃতি, বালির ওপর অসংখ্য আঁকাবাঁকা ট্রেইল পানির শুকিয়ে যাওয়া উৎসমুখের দিকে চলে গেছে। একফোঁটা বাতাস নেই, পাথর আর বালি থেকে আগুনের মত তাপ বেরুচ্ছে। প্রধান ট্রেইলটা যথেষ্ট চওড়া, তবে এত বেশি শাখা-প্রশাখা বেরিয়েছে যে পথ ভুল না করাই বিস্ময়কর। ধুলো মেখে সাদা হয়ে গেছে সবাই, পিপাসায় ফেটে যাচ্ছে ছাতি, মাথার ওপর দোর্দণ্ডপ্রতাপ সূর্য যেন পণ করেছে এক চুল নড়বে না। এবার সামনে রয়েছে রানা, ফাঁকা জায়গায় ফেলে আসা ট্যালবটের স্মৃতি দগ্ধ করছে ওকে। ট্যালবটকে হারিয়ে সবাই ওরা বিষণ্ন, এমনকি যে কিনা সদা প্রফুল্ল থাকতে ভালবাসে, সেই রেমারিকও নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। জিনের ওপর নেতিয়ে আছে, মাঝে মাঝেই চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে।

ঘাড় ফিরিয়ে আর সবার দিকে তাকাল রানা, ট্রেইলটা নিচের দিকে নামতে শুরু করায় ঘোড়াগুলো যেন হাঁপ ছেড়ে বেঁচেছে। শেভ্রোলের গতি বাড়িয়ে দিল ও, তামবারু কি করছে দেখা যাক।

ছোট একটা ঢালের মাথায় চড়ল গাড়ি, নেমে এল বালি ঢাকা মরুভূমিতে, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপে ভর্তি। কয়েকশো গজ দূরে পাহাড়ের একটা কাঁধ বিশাল পর্বতশ্রেণীর সারি সারি চূড়াগুলোর দিকে তীক্ষ্ণভাবে উঁচু হয়েছে। একধারে একটা ক্যানিয়ন, পাথর আর বালি ঢাকা প্রান্তরটাকে দু'ভাগ করেছে, কাঁটাঝোপ আর ক্যাকটাস বুকে নিয়ে হঠাৎ করে দেবে গেছে নিচের দিকে। আরেক দিকে একটা ঢাল, মরুভূমির দিকে উন্মুক্ত, দৃষ্টিসীমা ছাড়িয়ে পাথর আর বালির, ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপের একঘেয়ে বিস্তৃতি।

পাহাড়ের কাঁধের নিচে ঘোড়া থেকে নেমেছে তামবারু। ধুলোয় ঢাকা শেভ্রোলে নিয়ে তার পাশে থামল রানা। মাটিতে বসে বালির দাগ আর কাঁটাঝোপের ভাঙা শাখা পরীক্ষা করছে তামবারু। রানার পিছু পিছু শীলাও নামল গাড়ি থেকে।

পোড়া মাটিতে অসংখ্য সরু দাগ। হাঁটু গেড়ে বসে রানাও সেগুলো পরীক্ষা করল।

'ওরা ভাগ হয়ে গেছে,' বলল তামবারু। 'ন'জন গেছে ক্যানিয়নের দিকে, বাকি কয়েকজন মরুর দিকে।'

'কেন তারা ভাগ হবে?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে তামবারু বলল, 'হয়তো ঝগড়ার পরিণতি। ওদের মধ্যে যারা তরুণ, কাজটা ভাল হচ্ছে না ভেবে ভয় পেয়ে থাকতে পারে। কোয়ান্টা আর চিকুকে আমি চিনি, আমার প্রতি তাদের শ্রদ্ধা আছে। গত যুগে ফিরে গিয়ে কার্টিজ যে অন্যায় করেছে, একসময় তাদের বোঝার কথা। প্রতিমুহূর্তে যুদ্ধ, প্রতিমুহূর্তে পলায়ন, এটা কোন জীবন নয়। কার্টিজ খুন-খারাবি চালিয়ে গেলে, ওরা জানে, ওদেরকেও তার মাশুল দিতে হবে।'

তামবারুকে চুইংগামের একটা স্টিক দিল রানা। কিন্তু মাথা নাড়ল তামবারু। 'কার্টিজ কোন দিকে গেছে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'মরুতে। তার পনির রেখে যাওয়া পায়ের ছাপ আমি চিনতে পারছি।'

বাকি সবাই এসে পৌঁছুল, ঘোড়া থেকে নামল এক এক করে। বগলে ছড়ি নিয়ে এগিয়ে এল ডন হোমায়রা, হাত দিয়ে কোটের ধুলো ঝাড়ছে। 'আবার কি ঘটল?'

'দু'দলে ভাগ হয়ে গেছে ওরা,' বলল রানা। 'কার্টিজ ছ'জনকে নিয়ে মরুভূমির দিকে গেছে। বাকি সবাই গেছে ক্যানিয়নের দিকে। আল্লাই জানে কোথায় ওরা পৌঁছুতে চায়।'

'আমরা জানব কিভাবে টেরেসা কোন্ দলের সাথে আছে?'

'কার্টিজ বোকা নয়। টেরেসাকে নিজের সাথে রাখবে সে,' বলল তামবারু।

'এদিকে আগেও আমার আসা হয়েছে,' বলল ভিকো। 'অবশ্য অনেক দিন আগের কথা। পুরানো একটা প্যাক ট্রেইল পাহাড় টপকেছে। আজকাল কেউ আর ব্যবহার করে না। পাহাড়ের মধ্যে ছোট একটা গির্জা আছে, পাইন বনের মাঝখানে। ওটাকে সান্তা মারিয়া ডেল আগুয়া মাদ্রে বলা হয়। মানে হলো: সবুজ পানিতে আমাদের জলকন্যা। একটা ঝর্ণা আছে কিনা। চল্লিশ মাইলের মধ্যে এই একটাই উৎস, যেখানে এখনও পানি পাওয়া যেতে পারে।'

'উঁহুঁ,' বলে মাথা নাড়ল তামবারু। 'পাহাড় যেখানে মরুতে মিশেছে, এখান থেকে দশ বারো মাইল দূরে পানি পাবে তুমি। এক সময় ছোট একটা র‍্যাঞ্চ ছিল ওখানে। এখন শুধু ইঁটের ক'খানা দেয়াল আর কুয়োটা আছে।'

'তুমি তাহলে বলতে চাইছ ওদিকেই গেছে কার্টিজ?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল তামবারু, কিন্তু কথা বলে উঠল রেমারিক। 'ধারণাটায় যুক্তি আছে। বিদ্রোহীদেরকে কঠিন পথে যেতে বাধ্য করেছে কার্টিজ। আগুয়া মাদ্রেতে পৌঁছুনোর আগেই সব ক'টার জিভ বেরিয়ে পড়বে।'

সন্তুষ্ট দেখাল ডন হোমায়রাকে। 'এবার বাছাধন আমাদের ফাঁদে পা না দিয়ে যাবে কোথায়!'

'কিন্তু,' কণ্ঠে দ্বিধা নিয়ে মৃদু স্বরে বলল রানা, 'মনে কি হচ্ছে না যে আমাদেরকে ফাঁদ পাতার জন্যে প্ররোচিত করা হচ্ছে?'

'আপনি, সিনর, কার্টিজকে খুব বুদ্ধিমান বলে ধরে নিচ্ছেন,' ডন হোমায়রা অভিযোগ করল।

মাথা নাড়ল রেমারিক। 'আমি একমত। মশিয়ে রানা বলার পর এখন আমারও মনে হচ্ছে যে সিদ্ধান্তে আসার জন্যে যে-সব লক্ষণ আমাদের পাওয়া দরকার সব যেন অনায়াসে পেয়ে যাচ্ছি আমরা।' তামবারুর দিকে তাকাল সে। 'কার্টিজ জানে আমরা পিছু নিয়েছি। তাকে অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবার উপায় কি?'

তামবারুর দুর্লভ হাসি চাক্ষুষ করল ওরা। 'উপায় আছে বৈকি, কিন্তু আমরা অপেক্ষা করব। প্রথমে আমি ট্রেইল পরীক্ষা করতে চাই।' ঘোড়ায় চড়ে ছুটল সে।

পিছনের সীট থেকে পানির ক্যান্টিন বের করে শীলার হাতে ধরিয়ে দিল রানা। তারপর নিজে খেল। হাতের উল্টোপিঠ দিয়ে মুখ মোছার সময় লক্ষ করল, শীলা অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওর দিকে।

'মানে?' জিজ্ঞেস করল ও।

'হঠাৎ করে মনে হলো, তোমাকে আসলে আমি চিনি না।' বিষণ্ন একটু হাসল শীলা। 'হয়তো সবটাই আমার কল্পনা, অর্থাৎ ভুল। হার্মিস, সি.আই.এ., বি.সি.আই. আরও যে-সব গল্প শুনিয়েছ সবই হয়তো মিথ্যে। আসলে তুমি হয়তো একটা খুনী বা ডাকাত, পালিয়ে বেড়াচ্ছ। হতে পারে না?'

'খুব পারে,' রানা হাসছে না। 'কিন্তু যদি তাই হয়, ভালবাসার কি গতি হবে?'

অন্তরের পুলক আর আনন্দ ঝর্ণার মত মুখর হয়ে ছিটকে বেরুল, প্রাণ খুলে হেসে উঠল শীলা। 'একজন এসপিওনাজ এজেন্টের চেয়ে একজন দুর্ধর্ষ অপরাধীকে ভালবাসা কেন যেন মনে হয় অনেক বেশি রোমান্টিক। উত্তর পেলে? সম্ভবত এ-ধরনের ভালবাসায়, প্রেমিক যেহেতু অপরাধী, তার ওপর প্রেমিকার বেশ কর্তৃত্ব থাকে।'

'কিন্তু আমি যা বলেছি সব যদি সত্যি হয়?'

'সেক্ষেত্রে আমার যে যোগ্যতা আর স্ট্যান্ডার্ড, প্রেমিকপ্রবরটিকে মনে হবে নাগালের বাইরে। তাকে যদি ভালবাসি, নেট প্রফিট বিচ্ছেদ আর বিরহ, কান্না আর অনুতাপ।'

ভিকোর দিকে তাকাল রানা, দূরে দাঁড়িয়ে কথা বলছে রেমারিকের সাথে। রানার দৃষ্টি অনুসরণ করে সেদিকে তাকাল শীলাও। 'তোমার তাহলে,' বলল রানা, 'ভিকোকে ভালবাসা উচিত নয়?'

'ধ্যেৎ, বোকা নাকি!' হেসে উঠল শীলা। 'উচিত নয় বুঝতে পারলেও ঢলে পড়ে মন, তারই নাম ভালবাসা। তোমার বেলায় আমার ঠিক তাই-ই হয়েছে। ভাল কথা, আমি তো অনেক চিন্তা করেছি। তুমি কি ভাবলে?'

'আমাকে আরও খানিক সময় দাও,' অনুরোধ করল রানা।

'উত্তর এখনও পাওনি, নাকি উত্তর দিতে সংকোচ বোধ করছ বলে সময়

নিচ্ছ?'

'আমার স্থির বিশ্বাস,' বলল রানা, 'আমাদের ভালবাসা যদি খাঁটি হয়, কোন সন্দেহ নেই, এই সমস্যার সুন্দর একটা সমাধান হয়ে যাবে। এসো না, দু'জনেই আমরা ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করি? হয়তো ঈশ্বর···'

রানার ঘাড়ে হাত রাখল শীলা, কাছে টেনে ওর গলায়, তারপর ঠোঁটে চুমো খেল। তারপর যা বলল, শুনে গায়ের লোম দাঁড়িয়ে গেল রানার। 'তুমিই আমার ঈশ্বর, রানা। আমি জানি তোমার দ্বারা আমার ইচ্ছা অবশ্যই পূরণ হবে।'

আধ ঘণ্টা পর দেখা গেল ঘোড়া ছুটিয়ে ফিরে আসছে বৃদ্ধ তামবারু। ব্রেক করে গাড়ি থামাল রানা, পাশে এসে থামল ঘোড়সওয়ার।

'ওদের পেয়েছি,' বলল সে। 'আমাকে অনুসরণ করো। সাবধান!'

দূরে সরু একটা পাথরের শিরদাঁড়া মত দেখা গেল, বাঁধের মত, মরুভূমিতে গিয়ে মিশেছে। সেটার কাছাকাছি পৌঁছে ওদেরকে পথ দেখিয়ে একটা সরু নালার ভেতর নিয়ে এল তামবারু। তার ইঙ্গিতে এঞ্জিন বন্ধ করল রানা।

ঘোড়া থেকে নেমে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল তামবারু। শীলাকে পাশে নিয়ে পিছু নিল রানা। ঢালটা বেশ খাড়া, ওঠা খুব কষ্টকর, মাথার কাছে পৌঁছুনোর আগেই কাঁধে চাপ দিয়ে ওদেরকে বসিয়ে দিল তামবারু। 'খুব সাবধান।'

মরা একটা পাইন গাছের আড়ালে থাকল রানা, উঁকি দিয়ে দেখার চেষ্টা করল ঢালের মাথায় কি আছে। কয়েকশো গজ দূরে আরেকটা ঢাল, চল্লিশ ফুটের মত উঠে গিয়ে পাহাড়ের দিকে আবার দেবে গেছে।

তামবারু বলল, 'ইঁটের দেয়াল আর কুয়োটা অপরদিকে, একটা ছোট খাদের ভেতর।'

'কি করে বুঝব ওখানে আছে ওরা?'

'অপরদিকে প্রথমে একটা নালা পড়বে, কাঁটাঝোপের ভেতর একজন পাহারায় আছে। সরাসরি হামলা করা নেহাত বোকামি হবে।'

শীলা বলল, 'প্রথমেই হামলার কথা না ভাবলে হয় না? আলাপ করে দেখা যায় না টেরেসার বদলে কি চায় কার্টিজ?'

এক সেকেন্ড পর উত্তর দিল তামবারু, 'ওদের দিকে হেঁটে যেতে পারি আমি। চিৎকার করে পাহারাদারকে বলতে পারি আড়াল থেকে বেরিয়ে এসো, আমি তামবারু, তোমাদের সাথে আপোস করতে চাই।'

'কি ঘটবে?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'কার্টিজ আমাকে খুন করবে, নয়তো আপোস করবে।'

দ্রুত মাথা নাড়ল শীলা। 'এ-ধরনের ঝুঁকি নেয়া যায় না।'

'তাছাড়া, যদি আপোসে সে রাজিও হয়, এমন কিছু চাইতে পারে যা

আমরা তাকে দিতে পারব না।'

'যেমন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'হোমায়রার জীবন!' দীর্ঘশ্বাস ফেলল তামবারু। 'সবাই এসে পৌঁছুক, তারপর দেখা যাক কার কি মত।'

রানার পাশে শীলা, শেভ্রোলের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, বেশ খানিকটা দূরে থাকতেই দেখতে পেল ওরা আসছে। আশপাশে একঘেয়েমি দূর করার মত কোন দৃশ্য চোখে পড়ল না। তিন হাত দূরে সবুজ একটা গিরগিটি ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল, লাফ দিয়ে ঢুকে পড়ল জোড়া পাথরের মাঝখানে। ঢাল বেয়ে উঠে আসছে দলটা।

একটা বোল্ডারের সামনে দাঁড়াল ডন হোমায়রা; ছড়ির ওপর ভর দিয়ে। বাকি সবাই রানা আর তামবারুকে ঘিরে অর্ধবৃত্ত রচনা করল। সংক্ষেপে পরিস্থিতি ব্যাখ্যা করল তামবারু।

'তারমানে বিস্ময়ের ধাক্কা দেব তার কোন উপায় নেই,' সব শোনার পর মন্তব্য করল রেমারিক।

তামবারু বলল, 'প্ল্যানটা হওয়া উচিত, ওরা আমাদের কাছে আসবে। এটাই একমাত্র···'

'তা কি করে সম্ভব?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা।

'আসুন, আমি দেখাচ্ছি।'

তামবারুকে অনুসরণ করে মরুভূমির দিকে নেমে এল ওরা। পাথুরে শিরদাঁড়ার মাঝখানটাকে ভেদ করে এগিয়ে গেছে একটা শুকনো নালা। বেশি হলে শিরদাঁড়াটা আর একশো গজের মত এগিয়েছে।

'আমাদের ঘোড়া নিয়ে দু'জনকে মরুভূমি ধরে এগোতে হবে, যতক্ষণ না তারা কার্টিজের চোখে পড়ে।'

'কার্টিজ ওদের ধাওয়া করবে?' প্রশ্ন করল রেমারিক।

মাথা ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'দলের আর সবাই রিজ-এর পিছনে লুকিয়ে থাকব। কার্টিজ যখন আমাদের দু'জন ঘোড়সওয়ারকে ধাওয়া করবে···বাকিটা পানির মত সহজ।'

'দু'জন ঘোড়সওয়ার কেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'একজন লোক সন্দেহজনক, কিন্তু দু'জনকে দেখলে ওরা ভাবতে পারে ওদের মত আমরাও ভাগ হয়ে গেছি।'

'কিন্তু আমার মেয়ে?' ডন হোমায়রা গম্ভীর।

'প্রায় নিঃসন্দেহে বলা যায় একজন পাহারাদারের কাছে তাকে রেখে যাবে কার্টিজ। সবাই যখন তার দলের ওপর এখানে চড়াও হবে, আমি পায়ে হেঁটে পিছন দিক থেকে ওদের আস্তানায় হানা দেব।'

মাটিতে ছড়ি ঠুকে সন্তোষ প্রকাশ করল ডন হোমায়রা। 'চমৎকার প্ল্যান।'

'শুধু ঠিক করা বাকি থাকল টোপ হিসেবে কাদের পাঠানো হবে,' মন্তব্য

করল ভিকো। 'কাজটা মোটেও লোভনীয় বা ঈর্ষাযোগ্য নয়।'

রানা বলল, 'টোপটা বেশ মোটাতাজা দেখাবে আমি যদি টপ গুটিয়ে শেভ্রোলে চালাই, যেন দুনিয়ার কাউকেই আমি পরোয়া করি না।'

কয়েক মুহূর্তের নীরবতা, তারপর তামবারু বলল, 'আমি একমত, কিন্তু তারপরও আপনার সাথে একজনকে থাকতে হবে। কাউকে একা দেখলে টোপ বলে সন্দেহ করবে কার্টিজ।'

'ও একা নয়,' বলল শীলা।

প্রতিবাদ জানাল রেমারিক, 'কেউ যদি যায় তো আমি।'

'ভুল করছ, রেমারিক,' বলল শীলা। 'আমাদেরকে আগেও যদি দেখে থাকে ওরা...'

'আমি জানি দেখেছে,' বলল তামবারু।

'তাহলে এখনও রানার সাথে আমাকে দেখলে সেটাকে স্বাভাবিক বলে ভাববে ওরা।'

তামবারু বলল, 'কথাটায় যুক্তি আছে। তাহলে তাই ঠিক হলো। পনেরো মিনিট সময় দাও আমাকে, তারপর রওনা হয়ে যাও তোমরা।'

ঘুরল সে, এবড়োখেবড়ো পাথুরে জমির ওপর দিয়ে ছুটে বোল্ডারগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গেল দ্রুত। ওরা সবাই প্রস্তুতি নিতে শুরু করল।

থম্পসনটা চেক করল রানা। কোল্টের ক্লিপ খুলে চেক করল। সাবমেশিনগানটা রাখল পায়ের কাছে গাড়ির মেঝেতে, শীলার রাইফেলের পাশে। ঝুঁকে ওর কপালে চুমো খেল শীলা। 'ফর লাক।'

কোল্টটা শোল্ডার হোলস্টারে ঢুকিয়ে রাখল রানা। টপ সরাবার পর চুমো খেল শীলাকে। 'ফর সাকসেস।' স্টার্ট দিয়ে গাড়ি ছেড়ে দিল ও।

একটা বোল্ডারের আড়াল থেকে উঁকি দিয়ে রয়েছে রেমারিক, তার উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা। ডন হোমায়রা আর ভিকো তার ঠিক উল্টোদিকের একটা বোল্ডারের পিছনে রয়েছে।

মরুভূমির দূর প্রান্ত নেমে আসা আকাশের সাথে মিশে একাকার হয়ে গেছে। শিরদাঁড়ার শেষ মাথা ঘুরে চওড়া প্রান্তরে বেরিয়ে এল শেভ্রোলে, বিধ্বস্ত র‍্যাঞ্চ আর ওদের মাঝখানে উঁচু একটা ঢাল মাথাচাড়া দিয়ে আছে। অন্যমনস্ক ভঙ্গিতে সেদিকে একবার তাকাল রানা, কিন্তু নিস্তব্ধতায় চিড় ধরাবার মত কোন শব্দ শোনা গেল না।

'আমার কিন্তু ভয় করছে,' বিড়বিড় করে বলল শীলা। 'যদি এমন হয় রেমারিকরা ওদেরকে থামাতে পারল না?'

'আমার করছে না, একজন আউটল-রও করত না। একজন অপরাধী আর একজন স্পাই, দু'জনের পেশাগত বৈশিষ্ট্য প্রায় একইরকম। পার্থক্য শুধু স্পাই, ঝুঁকিটা নেয় দশজনের স্বার্থে।'

'তুমি বলতে চাইছ তোমাকে ভালবেসে আমি রোমান্টিকতা থেকে বঞ্চিত হইনি?'

ঠিক তখুনি ঘোড়ার ডাক শুনল ওরা। ঘাড় ফিরিয়ে পেছনে তাকাতেই ঘোড়ার পিঠে ছয়জন অ্যাপাচীকে দেখতে পেল শীলা। পাহাড়ের মাথা থেকে তীরবেগে নেমে আসছে ওদের দিকে, হঠাৎ তাদের রণহুঙ্কারে কেঁপে উঠল স্থির বাতাস।

ব্রেক করল রানা, নিমেষে একটা ধুলোর মেঘ তৈরি হলো, মেঘটা গ্রাস করল শেভ্রোলেকে। গাড়ি ঘুরিয়ে নিল ও। ফিরতি পথে ছুটল ফুলস্পীডে, নাক বরাবর অ্যাপাচীগুলোর দিকে।

অ্যাপাচীদের ঘোড়াগুলোর পায়ের নিচে শুকনো ধুলো যেন টগবগ করে ফুটছে, হঠাৎ তারা দেখল তাদের শিকার ঘন ধুলোর ভেতর অদৃশ্য হয়েছে। পরমহূর্তে ঘাবড়ে দিয়ে, ধুলোর ভেতর থেকে বেরিয়ে এল গাড়িটা, ছুটে আসছে ওদেরই দিকে। সন্ত্রস্ত ঘোড়ার লাগাম টানল তারা, কিন্তু গাড়িটার থামার কোন লক্ষণ নেই। অগত্যা বাধ্য হয়ে ঘোড়া ঘুরিয়ে নিল তারা, কিন্তু সামনে দেখতে পেল ভিকো, রেমারিক আর ডন হোমায়রাকে, সরাসরি তাদের দিকে একের পর এক গুলি করে যাচ্ছে।

রাস্তার ধারে গাড়ি থামাল রানা। এদিক থেকে প্রথম গুলিটা শীলা করল। একজন অ্যাপাচীকে জিন থেকে ফেলে দিল সে, আরোহীকে হারিয়ে ঘোড়াটা একই জায়গায় ঘুরতে লাগল। সামান্য দূরত্ব, থম্পসন ব্যবহার করতে ভয় পেল রানা। অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করল শেভ্রোলেটাকে। আবার ছেড়ে দিয়ে স্পীড তুলল ও, সরাসরি অ্যাপাচীদের দিকে চালাল। একজন অ্যাপাচী ঘোড়া নিয়ে ঘুরল, গাড়িটাকে ছুটে আসতে দেখে পথ থেকে সরে যাবার চেষ্টা করল সে। পেছনের দু'পায়ে ভর দিয়ে খাড়া হলো তার ঘোড়া, জিন থেকে খসে পড়ছে সে, পিঠ দিয়ে ঢুকে বুক ফুঁড়ে বেরিয়ে গেল ভিকোর বুলেট।

মাত্র পনেরো সেকেন্ডের মধ্যে সব শেষ। রানাদের কেউ আহত হয়নি। ব্যাকুল আগ্রহ নিয়ে লাশগুলো পরীক্ষা করল ডন হোমায়রা। তাদের মধ্যে কার্টিজ নেই।

তেরো

কুয়ার চারপাশে কোথাও টেরেসাকে খুঁজে পাওয়া গেল না। রাগে ফুলে উঠল ডন হোমায়রা। সন্দেহ নেই তামবারু কোথাও ভুল করেছে। বোকার মত আরেক দলের পিছু নিয়েছিল ওরা।

রাস্তার ধারে গাড়ি রেখে শীলা আর রানা উঠে এল ঢালের মাথায়, খাদের ভেতর নেমে কুয়ার পাশে দাঁড়াল ওরা। আগুন জ্বেলে কফির জন্যে পানি গরম করছে তামবারু, মুখ তুলে তাকাল। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেঙে পড়া ইঁটের পাঁচিলগুলোর দিকে এগোল রানা।

চারদিক আশ্চর্য শান্ত, কোথাও কোন শব্দ নেই, অসহ্য গরমে জ্বালা করছে শরীর। হঠাৎ খানিকটা লু হাওয়া এলোমেলো করে দিল রানার চুল, শিউরে মত উঠল ও। মেয়েটা কি মারা গেছে? এত পরিশ্রম সবই কি বৃথা গেল? মুহূর্তের জন্যে নিজের ছেলেবেলা ভেসে উঠল চোখের সামনে, রঙিন স্বপ্নে বিভোর নিরীহ সরল আনন্দমুখর একটা অস্তিত্ব। শিশুদের ফেরেশতা বলা হয় এই জন্যে, যে তারা পবিত্র। কার্টিজ যত বড় পাষণ্ডই হোক, সে-ও তো সন্তানদের পিতা ও ভুক্তভোগী, অসহায় টেরেসার কোন দোষ নেই, এ-কথা জানার পরও কি তাকে খুন করবে সে?

ওর দিকে হেঁটে এল শীলা, কর্ডোভান হ্যাটটা গলার সাথে ঝুলছে। পাশে দাঁড়িয়ে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল রানাকে, ব্যথার ওপর কোমল প্রলেপ। তার বিষণ্ণ কণ্ঠস্বর যেন অনেক দূর থেকে ভেসে এল, 'ভাঙা ঘরের মত দুঃখজনক আর বোধহয় কিছু নেই।'

'আশা আর স্বপ্ন,' বলল রানা, 'সব শেষ।'

ঘুরে মরুভূমির দিকে তাকাল রানা, কাঁধে কাঁধ ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল ওরা। দু'জনেই কি যেন বলতে চায়, কিন্তু কেউ কোন শব্দ করল না। নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'চলো, কফি খাই।'

ফিরে এসে দেখল আগুনটাকে ঘিরে বসেছে সবাই। কি নিয়ে যেন রেমারিকের সাথে তর্ক হচ্ছে ডন হোমায়রার।

'কি ব্যাপার?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'সব দোষ নাকি তামবারুর!' মুখ হাঁড়ি করে বলল রেমারিক। 'এর কোন মানে হয়!'

'কথা ছিল তামবারু আমাদেরকে কার্টিজের কাছে নিয়ে যাবে, তাই না?' জিজ্ঞেস করল ডন হোমায়রা। 'তা কি সে নিয়ে যেতে পেরেছে?'

একটা কাপে কফি ঢেলে শীলার দিকে বাড়িয়ে দিল রানা, তাকাল তামবারুর দিকে।

ক্ষীণ একটু হাসল বৃদ্ধ। 'আমরা কার্টিজের ঘোড়াকেই অনুসরণ করেছি, কিন্তু পিঠে অন্য লোক ছিল। এর অর্থ হলো, কার্টিজ খেলছে। সে জানে, আমি তোমাদের পরামর্শ দিচ্ছি। জানে, শেষ পর্যন্ত তার সাথে আমার দেখা হবেই। সে চাইছে তার শর্ত অনুসারে তার নির্বাচিত জায়গায় দেখাটা হোক। অথচ মাঝখান থেকে আমার ছ'জন ভাই মারা গেল।'

মৃদুকণ্ঠে শীলাকে বলল রানা, 'আমাদের দল, ওদের দল—এভাবে চিন্তা করি আমরা। একটু আগেও ভাবছিলাম, আমরা জিতেছি। কিন্তু কোন অ্যাপাচী মারা গেলে তামবারুর জন্যে ব্যাপারটা উল্টো।'

রানার হাত ধরে মৃদু চাপ দিল শীলা। কিন্তু ডন হোমায়রা এসব কথা শুনতে একদম রাজি নয়। ঝট্ করে দাঁড়াল সে, রক্তচক্ষু মেলে তাকিয়ে আছে তামবারুর দিকে, গলা চড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, 'আমার মেয়ে কোথায় তুমি জানো!'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে অভিযোগটা ঝেড়ে ফেলল তামবারু। 'কার্টিজ সম্ভবত মরু পেরিয়ে শয়তানের শিরদাঁড়ায় চলে যাবে। আমাদের নাম দেয়া একটা পাহাড়। ওটার চূড়ার কাছে প্রাচীন এক শহরের ধ্বংসাবশেষ আছে। উত্তরের বরফ ঢাকা দেশ থেকে আমার পূর্বপুরুষরা এই মহাদেশে আসার আগেও লোকজন বাস করত ওখানে। আগেকার দিনে অ্যাপাচীদের একটা শক্ত ঘাঁটি ছিল ওটা।'

ওপর-নিচে মাথা দোলাল ভিকো। 'জায়গাটার কথা আমিও শুনেছি। পুয়েবলো বা অ্যাজটেক। তারা ওটার নাম দিয়েছিল মৃত্যুপুরী।'

'কিন্তু ওখানে পৌঁছুতে হলে পর্বতশ্রেণীর পুরানো প্যাক ট্রেইলে থাকতে হবে কার্টিজকে।' বলল তামবারু। 'মরুভূমির আগে আগুয়া ভাদ্রের কুয়া পানির একমাত্র উৎস। আজ রাতে যদি ট্রেইলে তাঁবু ফেলে সে, ওখানে পৌঁছুবে কাল দুপুরে।'

'সেক্ষেত্রে এখানে আমরা বসে আছি কি করতে?' ধমক দিল ডন হোমায়রা।

নিজের কাপে আরও কফি ঢালল রেমারিক। 'এখন তাকে ধরতে দু'দিন লাগবে আমাদের।'

'আমরা যদি পাহাড় টপকাই,' ওদের সামনে আকাশ ছুঁয়ে থাকা পাহাড় চূড়ার দিকে ইঙ্গিত করল তামবারু, 'তাহলে অত সময় লাগবে না। ওপারেই আগুয়া ভাদ্রে। সম্ভবত বিশ মাইলের মত।'

চোখ কুঁচকে তামবারুর দিকে তাকাল রানা। 'সম্ভব?'

'যুবা বয়সে একবার পেরিয়েছিলাম, অশ্বারোহী সৈনিকদের তাড়া খেয়ে।'

'সে তো অনেক যুগ আগের কথা। সময় গড়িয়েছে। ট্রেইল?'

আবার পাহাড় চূড়ার দিকে তাকাল তামবারু। 'চূড়ার কাছে একটা জায়গা আছে, রাতটা আমরা ওখানে কাটাতে পারি। না, ট্রেইল বদলায় না। সম্ভাবনা আছে কার্টিজের আগেই আমরা আগুয়া ভাদ্রেতে পৌঁছে যাব।'

ভিকোর দিকে ফিরল রানা। 'তুমি কি বলো?'

সায় দিল ভিকো। 'আগুয়া ভাদ্রের কুয়াটা গির্জার ভেতর। ওখানে পৌঁছে প্রথমেই কার্টিজের দল পানি খেতে চাইবে।'

ডন হোমায়রা প্ল্যান করল, 'কার্টিজকে আমরা বলব, পানি সে পেতে পারে, বিনিময়ে টেরেসাকে ফেরত দিতে হবে।'

'গেলে এখুনি রওনা হওয়া দরকার,' তাগাদা দিল তামবারু। 'সূর্য ডুবতে আর চার ঘণ্টা।'

অপ্রতিভ হেসে রানা অনেকটা আপনমনেই বলল, 'বুঝতে পারছি শেভ্রোলেটাকে রেখে যেতে হবে।'

'এদিকে দেখুন,' বলে একটা কাঠি কুড়িয়ে নিয়ে বালির ওপর আঁক কাটল তামবারু। 'কার্টিজ পশ্চিম দিক থেকে আসছে। আমরা সরাসরি যাচ্ছি, সোজা তার পথের ওপর পৌঁছুব, ভাগ্য যদি সহায়তা করে। গাড়িটা যাবে মরুভূমি ধরে উত্তর দিকে, পাহাড়ের গোড়া ঘুরে, দীর্ঘ ঘুর পথে। কম করেও একশো মাইল,

তবে ঠাণ্ডা রাতে।' কাঁধ ঝাঁকাল সে। 'গাড়িটা কি বাতাসের চেয়ে দ্রুত ছোটে না?'

'কিন্তু যদি খাঁ খাঁ মরুভূমিতে ওটা বিগড়ে যায়?' জিজ্ঞেস করল শীলা। 'রোদে ওখানে একজন লোকের খুলি ফাটিয়ে দিতে পারে।'

'পাহাড় টপকাতে গিয়ে ঘোড়ার পা ভাঙে না? আমি যেভাবে বলছি, তাতে করে কার্টিজের আগে আগুয়া ভাদ্রেতে পৌঁছুনোর দুটো সুযোগ পাব আমরা।' রানার দিকে তাকাল তামবারু।

'তাহলে তাই হোক,' বলল রানা। 'আমি আর শীলা গাড়িতে যাচ্ছি, আমাদের সাথে আর কেউ?'

'দয়া করে আমাকে যদি সাথে নেন, সিনর,' বলল ভিকো। 'আপনি এলাকটা চেনেন না, আমি চিনি।'

'শীলা? তুমি কিছু বলছ না যে? ভিকোর ঘোড়া নিয়ে তুমি কি ওদের সাথে থাকতে চাও?'

কাকার দিকে একবার তাকাল শীলা। ছোট্ট করে জবাব দিল, 'না।'

'ঠিক আছে, তাহলে চলো রওনা দিই।'

টপ তুলে শেভ্রোলের ভেতর ছায়ার ব্যবস্থা করা হলো। খুব সাবধানে পিছনের সীটে উঠে বসল ভিকো, উত্তেজনায় হাতের আঙুল মটকাচ্ছে। গলা বের করে রেমারিককে বলল, 'আমার ঘোড়াটাকে সাথে রেখো।' শীলা আর রানা সামনের সীটে আগেই বসেছে।

স্টার্ট দিয়ে রেমারিকের উদ্দেশে হাত নাড়ল রানা, 'আগুয়া ভাদ্রেতে আবার দেখা হচ্ছে।' বিশাল মরুর দিকে ছুটল গাড়ি।

শান্ত, নির্লিপ্ত চেহারা; ওদেরকে নিয়ে পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল তামবারু। প্রায় এক ঘণ্টা পর একটা রিজ পেরোল ওরা, সামনে নরম শ্লেট পাথর আর মাটি মেশানো সরু কার্নিস। সবার পেছনে রয়েছে ডন হোমায়রা, পৌঁছেই জিজ্ঞেস করল, 'থামা হলো কেন?'

সবাইকে অপেক্ষা করতে বলে পায়ে হেঁটে এগোল তামবারু, কার্নিস ধরে অদৃশ্য হয়ে গেল সে। খানিক পর ফিরে এসে বলল, 'যে-যার ঘোড়ার চোখ বেঁধে নাও। চাদর বা কম্বল ছেঁড়ো।'

কার্নিস ধরে এগোবার সময় সামনে থাকল তামবারু, মাঝখানে যথেষ্ট ফাঁক রেখে ওরা তার পিছনে। কার্নিসটা যখন বাঁক নিতে যাচ্ছে, রেমারিকের দম বন্ধ হয়ে এল। ট্রেইল এখানে চার কি সাড়ে চার ফুট চওড়া। ডান দিকে কিছু নেই, শুধু বাতাস আর বহু নিচে উপত্যকার পাথুরে মেঝে। উল্টোদিকে পাহাড়ের খাড়া গা।

পাহাড়ের গা বেঁকে গেছে, তার সাথে ক্রমশ খাড়া হতে থাকা কার্নিসটাও। তামবারুর পেছনে রয়েছে রেমারিক, যতটা সম্ভব পাঁচিল ঘেঁষে থাকার চেষ্টা করছে সে।

চোখ ভরা আতঙ্ক আর অবিশ্বাস নিয়ে রেমারিক দেখল সামনের কার্নিস আরও সরু হয়ে যাচ্ছে। ঘোড়া দাঁড়াবার পর, একটা পাহাড়ী ছাগলও পাশ কাটাতে পারবে কিনা সন্দেহ। চোখ বাঁধা না থাকলে সন্দেহ নেই ভয়েই কিনারা থেকে লাফ দিয়ে পড়ত ঘোড়াগুলো। কিন্তু চোখ বাঁধা থাকায় কার্নিসের বাইরে পা পড়তে বাধা কোথায়? কিন্তু না, ঘোড়াগুলো একটা পা-ও ভুলে কোথাও ফেলল না। এক সময় চোখ বুজল রেমারিক। নিজের অবধারিত মৃত্যুর দিকে এভাবে তাকিয়ে থাকার মানসিক শক্তি নেই তার। তারপর চোখ মেলে দেখল ছোট একটা মালভূমিতে বেরিয়ে এসেছে ওরা। সামনে একটা ঢাল, তেমন খাড়া নয়, মাঝখানে ঘোড়া থামিয়ে ওদের জন্যে অপেক্ষা করছে তামবারু, তার চারপাশে পাইন গাছের ছড়াছড়ি।

ঢালের মাথাতেও প্রচুর পাইন দেখা গেল। সবশেষে পৌঁছুল ডন হোমায়রা। মুখের ঘাম মুছে ফোঁস ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলল সে। 'মরণকালেও মনে থাকবে,' বলে তামবারুর দিকে ফিরল। 'এখানে বিশ্রাম নিতে পারা যায়?'

মাথা নেড়ে বৃদ্ধ বলল, 'সামনে সহজ পথ, ঘোড়া ছোটাতে পারব। চূড়া পেরোবার পর খানিকটা জঙ্গল পাব, রাত কাটানোর ভাল জায়গা আছে।' তার পিছু পিছু আবার রওনা হলো ওরা।

মরুভূমির রঙ লালচে-বেগুনি, কোথাও কোথাও গাঢ় খয়েরি, ক্রমশ রঙ বদলে কালো হয়ে গেছে কিনারাগুলোয়। সন্ধ্যার শেষ আলো চূড়াগুলোয় গোলাপী আগুন জ্বেলে দিয়েছে।

এত ওপরে পরিবেশ ঠাণ্ডা, পাইনের গন্ধ ভরা বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে সারা শরীরে প্রশান্তি ছড়িয়ে দেয়, কিন্তু এরই মধ্যে চড়াই ঠেলে ওঠা কষ্টসাধ্য ও অসম্ভব বলে মনে হতে লাগল।

শেষ রিজটা মাথাচাড়া দিয়ে গাঢ় খিলান আকৃতির আকাশের সাথে মিশেছে, আকৃতিটার এক প্রান্তে জ্বলজ্বল করছে নিঃসঙ্গ একটা তারা। রিজ-এর মাথায় উঠে এল ওরা, খানিকটা নিচে পাইন বনের ভেতর সামান্য ফাঁকা জায়গা। হাত তুলল তামবারু, ঘোড়া থেকে নামল ওরা।

ক্লান্তির চরম সীমায় পৌঁছে গেছে রেমারিক। অনেকদিন হলো এত কঠিন পরিশ্রম করেনি সে। কাঁধে ব্যাগ ফেলে পা বাড়াল সে। ক্লান্তি নেই তামবারুর, এক জায়গায় বসে তিনটে বোল্ডারের মাঝখানে আগুন জ্বালছে।

আগুনের চারপাশে বসল ওরা। কারও মুখে কথা নেই। ডন হোমায়রাকে বিধ্বস্ত দেখাচ্ছে, কনুইয়ে ভর দিয়ে কাত হলো সে, ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে লাল শিখার দিকে।

মরুভূমি ধরে প্রথম কয়েক মাইল খুব সহজেই পেরিয়ে এল রানা। সমতল পাথুরে প্রান্তর, কোথাও কোথাও বালির বিস্তৃতি, এক পর্যায়ে ঘণ্টায় ষাট মাইল পর্যন্ত স্পীড তুলল রানা। শিশুসুলভ বাঁধনহারা হাসিতে মুখর হয়ে উঠল ভিকো,

পিছনের সীট থেকে বারবার টোকা দিল কাঁধে। 'সিনর রড, এ তো দেখছি ঘোড়ায় চড়ার চেয়েও মজার ব্যাপার!'

স্পীড কমাতে হলো সমতল খয়েরি প্রান্তরে পৌঁছে, পাথরের মেঝে এখানে ভাঙাচোরা, খানিক পরপর ছোট বড় ফাটল। এক সময় মেঝের ওপর থাকা সম্ভব হলো না, বড় একটা ফাটলের ঢাল বেয়ে নেমে এল গাড়ি।

গোলকধাঁধার ভেতর দিয়ে সাবধানে গাড়ি চালাল রানা। এগুলো আসলে বহুকাল আগে শুকিয়ে যাওয়া নালা, একটার সাথে আরেকটা মিশে আছে। নালাগুলোর ভেতর স্পীড তোলা গেল না। প্রায়ই বাঁক নেয়ার পর দেখা গেল সামনে খাড়া দেয়াল, এগোবার পথ নেই, কাজেই গাড়ি ঘুরিয়ে নিয়ে ফিরে আসতে হলো আগের নালায়, এগোবার পথ পাবার জন্যে আরেকটায় ঢুকতে হলো। এদিকে দ্রুত ফুরিয়ে আসছে দিনের আলো।

তবে সন্ধ্যার খানিক আগেই সাদা ধুলোয় ঢাকা প্রান্তরে উঠে এল শেভ্রোলে।

মিহি ধুলো, বাতাসে গতি না থাকায় ঝুলে আছে কুয়াশার মত। এক ঝাঁক ক্যাকটাসের পাশে গাড়ি থামাল রানা, শুকনো কিছু ডালপালা এক জায়গায় জড়ো করে আগুন জ্বালল ভিকো, শীলা কফি খেতে চেয়েছে। শেভ্রোলের ট্যাঙ্কে গ্যাস ভরল রানা, সারাক্ষণ ওর গা ঘেঁষে থাকল শীলা। রেডিয়েটর পরীক্ষা করে গুঙিয়ে উঠল রানা। 'এটাও দেখছি মরুভূমির স্বভাব পেয়েছে।' পানির ক্যান বের করল ও। 'ভেবেছিলাম ক্যান্টিন খালি হয়ে গেলে এই পানিটুকু খাওয়া যাবে।' কাঁধ ঝাঁকিয়ে ক্যানের সবটুকু পানি রেডিয়েটরে ঢেলে দিল।

গাড়ির বনেটের ওপর বসল ওরা, রানার দু'পাশে ভিকো আর শীলা, হাতে কফির কাপ। চারদিক ছাপিয়ে সন্ধ্যা নামছে। 'এখানে কি করছি আমরা?' ভিকো জিজ্ঞেস করল।

'গাড়িটাকে একটু বিশ্রাম দিচ্ছি।'

'ঘোড়ার মত এটারও তাহলে···' হেসে উঠল ভিকো।

শেভ্রোলের গায়ে মৃদু চাপড় দিল রানা। 'বন্ধু যদি হতাশ করে, কাল আমাদের জীবনে সূর্য উঠবে কিনা আমি জানি না।'

'মৃত্যু, সিনর রড, সে-ও তো কারও কারও কাছে পরম বন্ধুর মত। সবার জীবনেই আসে, কিন্তু খুব কম লোকই খুশি মনে তাকে অভ্যর্থনা জানায়। আমার কাছে কিন্তু মৃত্যুকে অন্ধকার বলে মনে হয় না। দুটো জগতের মাঝখানে একটা দরজা আছে, সেটারই নাম মৃত্যু।'

'মনে হচ্ছে দ্বিতীয় জগৎটা সম্পর্কে তোমার খুব আগ্রহ,' হেসে উঠে বলল রানা।

'আমার বয়স কম হলেও বর্তমান জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মে গেছে, বুঝলেন। আরেক জগতে গিয়ে দেখতে পারলে হত সেখানে কি রাখা আছে আমার জন্যে। তারমানে এই নয় যে কাপুরুষের মত পালাতে চাইছি। যদি

যাই, অন্তত দু'একজন মনে রাখবে এমন একটা কিছু করে যেতে চাই। আর একটা কথা, আমি ঋণী থাকতে পছন্দ করি না, মি. মাসুদ রানা।'

ধীরে ধীরে ঘাড় ফেরাল রানা। শান্তভাবে বলল, 'শীলা জানে, কিন্তু তুমি জানলে কিভাবে?'

'ট্রেনে আপনাকে আমি চিনতে পারি,' মৃদু হেসে বলল ভিকো। 'দক্ষিণে যে শহর থেকে এসেছি, ওখানে আপনার ফটো নিয়ে এক লোক এসেছিল, শুধু বিদেশী ট্যুরিস্টদের দেখাচ্ছিল ফটোটা, কিন্তু আমার চোখে পড়ে যায়। ফটোয় অবশ্য আপনার এই গোঁফ ছিল না। দেখেই চিনতে পারিনি, চিনলাম যখন আপনি একা আমার সাথে কথা বললেন—সুযোগ দিলেন পালানোর।'

'কাউকে বলেছ?'

'আপনার প্রতি আমি ঋণী, সিনর। তাছাড়া, ধারণা করি আমাদের পেশাও এক।'

রানার হাতে মৃদু চাপ দিল শীলা। ওকে ডাকাত বা ওই ধরনের কিছু ভেবে ভিকো যদি তৃপ্তিবোধ করে তো ক্ষতি কি, ভাবল রানা।

গাছের শুকনো পাতা জড়ো করে বড় একটা বিছানা তৈরি করল ভিকো, লম্বা হয়ে চোখ বুজল। খানিক পর পাশ ফিরল সে, রানার পাশে শীলার শোয়ার জন্যে জায়গা করে দিল। রাত বেশ গাঢ় হয়েছে। পাখি, পোকামাকড়, বা বাতাস কোন শব্দ করছে না। খানিক পর বসল রানা, উঠতে যাবে, ওর হাত চেপে ধরল ভিকো।

'কোথায় যাচ্ছেন, সিনর?'

'পাহারায় একজনের থাকা দরকার।'

'আমি থাকছি,' বলে বিছানা ছেড়ে উঠে গেল ভিকো। হেঁটে আড়ালে চলে গেল সে।

মাঝরাতের দিকে হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল রানার, ওর কাঁধে কার যেন হাত পড়েছে। এক নিমেষে সম্পূর্ণ সজাগ হলো, লাফ দিতে যাবে, হাতটা আগেই পৌঁছে গেছে রিভলভারের দিকে। এমন সময় চিনতে পারল হাতটা।

'ঘুমের মধ্যেও তুমি খুব অস্থির থাকো,' ফিসিফস করে বলল শীলা। 'শুধু বলতে চেয়েছিলাম, তোমাকে আমি ভালবাসি।'

চিৎ হলো রানা। অপ্রত্যাশিত তারার মেলা বসেছে আকাশ জুড়ে, প্রতিটি নক্ষত্র এত কাছে বলে মনে হলো, যেন হাত বাড়ালেই ছোঁয়া যাবে।

খুব ভোরে রওনা হলো ওরা। রওনা হবার আগে শুকনো বিস্কিট আর ফলের সাথে কফি খেয়েছে। খুব বেশি বেলা হয়নি, রোদ অসহ্য লাগায় টপ দিয়ে মাথা ঢেকেছে ওরা। পিছনের সীটে বসে একটা ল্যাসোর রশি নাড়াচাড়া করছে ভিকো। তার ঠোঁটের কোণে ক্ষীণ হাসি লেগে রয়েছে, ভোরের দিকে রানাকে

ল্যাসো সংক্রান্ত কয়েকটা কৌশল শিখিয়েছে সে।

বিনা নোটিশে বিস্ফোরণের বিকট শব্দ হলো। হঠাৎ যেন উন্মাদ হয়ে উঠল শেভ্রোলে, বাগ মানাতে হিমশিম খেয়ে গেল রানা। সামনের একটা চাকা, বাঁ দিকেরটা, ফেটে গেছে।

নিস্তব্ধতার মধ্যে কয়েক মুহূর্ত বসে থাকল ওরা। তারপর রানা জিজ্ঞেস করল, 'কারও কোথাও লেগেছে?'

'মনে হলো এইমাত্র হৃৎপিণ্ডটা উগরে দিলাম,' বলল ভিকো। 'এ-ধরনের কথার খুব চল আছে এদিকে—না, লাগেনি।'

'আমার লেগেছে কারণ তোমার লেগেছে,' বলল শীলা।

'আমি ঠিক আছি, কোথাও লাগেনি,' প্রতিবাদ করল রানা।

'আমি বলতে চেয়েছি মনে।'

'চলো তাহলে দেখা যাক বন্ধু ডোবাল কিনা।'

টায়ারটা বার্স্ট করেছে। কিন্তু আসল সমস্যা পিছনের অ্যাকসেল একটা বড় পাথরের ভেতর দেবে গেছে।

'জেসাস!' কপালে হাত চাপড়াল ভিকো। 'আমাদের ঘোড়া পটল তুলেছে।'

'এখুনি বলা যাচ্ছে না,' বলল রানা, মাটিতে কনুই আর হাঁটু গেড়ে গাড়ির তলাটা দেখছে ও। মুখ তুলল, বলল, 'জ্যাক দিয়ে উঁচু করতে হবে, তারপর ধাক্কা দিলে গড়িয়ে বেরিয়ে আসবে পাথর ছেড়ে।'

এত সহজ একটা সমাধান আছে জেনে পরম স্বস্তিতে হেসে উঠল শীলা। 'বুঝলে, রানা, আমিও তোমার গাড়িটার প্রেমে পড়ে যাচ্ছি।'

মুচকি একটু হাসল শুধু রানা, কোন মন্তব্য করা থেকে বিরত থাকল। জ্যাকটা বের করে অ্যাকসেলের এক ধারে, যেদিকটা মুক্ত, কায়দা করে লাগাল। পাম্প করতে শুরু করল ভিকো। ধীরে ধীরে উঁচু হলো শেভ্রোলে।

'হয়েছে,' বলল রানা। 'এসো।'

তিনজনের সবটুকু শক্তি লাগল। প্রথমে মনে হলো পণ্ডশ্রম হচ্ছে, প্ল্যানটা কোন কাজে আসবে না। কিন্তু তারপরই সামনের দিকে কাত হলো জ্যাক, গড়িয়ে বেরিয়ে এল গাড়ি।

সাথে স্পেয়ার আছে, টায়ার বদল করতে কয়েক মিনিট লাগল। 'ওঠো সবাই,' তাগাদা দিল রানা। 'দেরি হয়ে যাবে।'

রানা গাড়ি ছাড়ার পর পেছন থেকে ভিকো বলল, 'একটা কথা, সিনর। ডন হোমায়রাকে অনেকদিন হলো চিনি আমি। এই অভিযান সফল হলেও, আমাদের তাতে যতই কিনা অবদান থাকুক, অবশ্যই সে আমাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে পাঠানোর জন্যে পুলিসের হাতে তুলে দেবে। একবার তো বাঁচিয়েছেন, এবার আপনার ভূমিকা কি হবে?'

'তার আগে বলো, ডন হোমায়রা আমাকে নিয়ে কি করবে।'

'আমার কথা যদি শোনেন, তার দিকে ভুলেও পেছন ফিরবেন না।'

খানিক পর রানা বলল, 'সুযোগ তো অনেক পেয়েছ, তুমি কেটে পড়োনি কেন?'

'একটা বাচ্চাকে নিয়ে সমস্যা, সিনর। কারণ আমি একটা পুরুষমানুষ। ঠিক যে-কারণে আপনি হোমায়রাকে সাহায্য করছেন, আমিও ঠিক সেই কারণেই আপনার সাথে আছি।'

'বেশ ভাল,' বলল রানা। 'কিন্তু এভাবে পালিয়ে পালিয়ে কতদিন, ভিকো? একদিন তো ধরা পড়তেই হবে, তাই না?'

'জীবনে আমার একটাই স্বপ্ন, সিনর,' বলল ভিকো। 'হোমায়রার সোনা ভর্তি ট্রাঙ্ক ট্রেন থেকে লুট করা। বছরে দু'বার ট্রেনে করে মেক্সিকো সিটির ব্যাঙ্কে সোনা পাঠায় সে···'

'মেক্সিকো সিটিতে কাকার প্রাসাদ আছে,' বলল শীলা। 'লোকমুখে শুনি চল্লিশ-পঞ্চাশটা মেয়ে আছে সেখানে।'

অবাক হলো রানা। 'প্রাসাদ, টাকা সব থাকা সত্ত্বেও লোকটা এই নরকে পড়ে থাকে কেন?'

'নেশা,' বলল শীলা। 'মেক্সিকো সিটিতে থাকলে এখানকার লোকজনের ওপর অত্যাচার চালাবে কে? আমার পিছনেই বা লাগবে কে! স্যাডিস্টিক ক্যারেক্টর, রানা। নিজে এত কষ্ট করে শুধু নিরীহ লোকগুলোর ওপর নির্যাতন চালানোর সুযোগ পাবে বলে। মেক্সিকো সিটিতে তার এই নোংরা সাধ মিটবে না। বছরে দু'বার ওখানে যায় বটে, কিন্তু ক'দিন থেকেই আবার ফিরে আসে।'

'তা ভিকো, ডন হোমায়রার সোনা লুট করলে, তারপর?'

'আমি ভাল হয়ে যাব, সিনর। জীবনে আর অপরাধ করব না। বহু দূরের কোন শহরে চলে যাব···'

'ট্রাঙ্ক ভর্তি সোনা নিয়ে কি করবে?'

'অর্ধেকটা খরচ করব তাজমহল তৈরিতে, সিনর। আমার স্ত্রীর সমাধিতে।'

খানিক পর রানা জিজ্ঞেস করল, 'তা এই মহৎ কাজে দেরি করছ কেন?'

'ট্রেনে সোনা পাহারা দেয় হোমায়রার পোষা কুকুররা, সংখ্যায় তারা একশো,' বলল ভিকো। 'কাজেই আমার দলে অন্তত পঞ্চাশজন থাকা দরকার। এত লোক একসাথে জোগাড় করতে পারছি না। আবার জোগাড় যদি বা হয়, তেমন দক্ষ নয় তারা।'

'মনে হচ্ছে আমার সাহায্য তোমার কাজে লাগতে পারে।'

অবিশ্বাসে বোবা হয়ে গেল আলবার্তো ভিকো। 'সিনর!' অবশেষে বলল সে। 'আপনি···আমাকে···সত্যি?'

'কিন্তু তার আগে টেরেসাকে আমরা উদ্ধার করব।'

'একশো বার!'

'ভাল একটা কাজ পেলাম হাতে,' দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল শীলা। 'দু'দু'জন

ক্রিমিনালকে বুঝিয়ে শুনিয়ে সৎপথে আনতে হবে। ঈশ্বর, আমাকে তুমি সাহায্য করো!'

চোদ্দ

শেভ্রোলের পাশে দাঁড়িয়ে ভিকোর জন্যে অপেক্ষা করছে রানা, হাতে ধরা থম্পসনটা গুলি করার জন্যে তৈরি অবস্থায়। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দ হলো, ওপর দিকের ঝোপ ভেদ করে ঢালের গায়ে বেরিয়ে এল ভিকো, তর তর করে নেমে এল নিচে। পাথর গড়িয়ে পড়ার শব্দে ঘুম ভেঙে গেল শীলার।

'কেউ নেই ওখানে,' ঘোষণা করল ভিকো। 'সবার আগে পৌঁচেছি আমরা, সিনর।'

'বাহ্!' গম্ভীর হলো রানা। 'এখন যদি কার্টিজ তার দল নিয়ে এসে পড়ে? আমরা মাত্র দু'জন।'

'তিনজন,' বলল শীলা।

'তা ঠিক, কিন্তু একমাত্র কুয়াটা গির্জার ভেতর,' বলল ভিকো। 'মরুর দিকে যাবার আগে পানি কার্টিজকে নিতেই হবে। আমরা যদি গির্জার ভেতর থাকি, আর সে যদি বাইরে থাকে···' কাঁধ ঝাঁকিয়ে থেমে গেল সে।

'বেশ, বুঝলাম। গাড়িটা?'

চারদিকের পাইন ঢাকা ঢালে চোখ বোলাল ভিকো। 'গাড়িটাকে আমরা এখানে রেখে পায়ে হেঁটে যাব।'

'কিন্তু অ্যাপাচীরা যদি দেখতে পায়? ভেঙে টুকরো করবে, নয়তো আগুন ধরিয়ে দেবে। উঁহুঁ, ঝুঁকিটা নিতে পারি না। গাড়িটা আমার দরকার।'

কয়েক পা এগিয়ে গেছে শীলা, একটা বাঁকের মুখে দাঁড়িয়ে পড়ল সে, ঘাড় ফিরিয়ে ডাকল রানাকে, 'এই যে, গাড়িপ্রেমিক! এসে দেখে যাও, জলদি।'

রানার পিছু পিছু বাঁক পর্যন্ত হেঁটে এল ভিকো। বিরাট আকারের পাথরের মাঝখানে গভীর অন্ধকার দেখা গেল, প্রকৃতি যেন ওদের সমস্যার কথা ভেবে তিন দিক ঢাকা একটা গুহা বানিয়ে রেখেছে। 'মুখটা দেখছ? কেমন ঢালু হয়ে নেমে গেছে নিচের দিকে? তোমারটার মত আরও একটা গাড়ি ভেতরে ঢুকে যাবে, অথচ বাইরে থেকে কিছুই টের পাবে না কেউ। তবে গ্যাসোলিনের গন্ধ পেয়ে যদি ধরে ফেলে, সেজন্যে আমাকে দায়ী করা যাবে না।'

ভিকো আর রানা, দু'জনেই একমত হলো, গাড়ি লুকানোর জন্যে গুহাটা আদর্শ। শীলাকে চুমো খেল রানা। 'ধন্যবাদ।'

শেভ্রোলেকে গুহার ভেতর নামিয়ে নিয়ে গেল রানা। তারপর তিনজন মিলে পাথর, পাতা, ডাল যে যা পেল সব জড়ো করল মুখের সামনে। একসময় প্রবেশ পথটা অদৃশ্য হলো।

কাজ সেরে রওনা হলো ওরা। ভিকো সামনে থাকল, রানা আর শীলা হাত ধরাধরি করে পিছনে। ঘাড় ফিরিয়ে ওদের দিকে একবার তাকাল ভিকো, বলল, 'আমরা যখন বেড়াতে বেরুতাম, আমি আর আমার স্ত্রী, ঠিক আপনাদের মত হাত ধরাধরি করে হাঁটতাম। আপনাদের কিন্তু দারুণ মানিয়েছে।'

'সামনে তাকাও,' নির্দেশ দিল রানা। 'উন্মাদ একটা দলের সামনে পড়তে চাই না।'

কয়েকটা ঢাল টপকে, কাঁটাঝোপ আর পাইন বন ঘুরে, অবশেষে একটা পাথুরে পাঁচিলের কিনারায় পৌঁছুল ওরা। শুয়ে পড়ে উঁকি দিতেই গির্জাটা দেখতে পেল রানা।

চৌকো একটা পাথুরে কাঠামো, খোলা দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছে, ছোট একটা মালভূমির ঠিক কিনারায় শক্তভাবে মাটির ভেতর গাঁথা। মালভূমিটা সম্ভবত পঁচিশ গজ চওড়া, হালকাভাবে ছড়ানো পাইন গাছ আর ঘন কাঁটাঝোপ দিয়ে ঘেরা।

গির্জাটা গ্র্যানিট পাথরের তৈরি, মাটি থেকে বিশ ফুট ওপর ছাদটাও পাথরের সমতল টুকরো দিয়ে বানানো। ওক কাঠের অত্যন্ত ভারী দরজা, গায়ে লোহার পাত ফাঁক ফাঁক করে জড়ানো। দরজার দু'দিকে ছোট আকারের দুটো জানালা। ছাদের ঠিক নিচে, কার্নিসের তলায় এ-ধরনের আরও জানালা রয়েছে সার সার।

দরজা খুলে ভেতরে পা রাখল ভিকো, পিছু পিছু ঢুকল রানা। কাঠের একটা ক্রুসসহ বেদিটা ছোট, একটা চেইন থেকে ঝুলছে কালো লণ্ঠন, পিছনের দেয়াল ঘেঁষে লম্বা একটা বেঞ্চ।

শান্ত, নিস্তব্ধ, ঠাণ্ডা পরিবেশ, ওপরের জানালাগুলো দিয়ে সকালের রোদ ঢুকছে ভেতরে। মাথা থেকে হ্যাট নামিয়ে বুকে ক্রস চিহ্ন আঁকল ভিকো, বেদির দিকে এগোল।

মেঝের মাঝখানে কুয়াটা, কিনারায় সবুজ পাথর।

ধীরে ধীরে ঘুরছে রানা, প্রতিটি জিনিস খুঁটিয়ে দেখছে। দরজার পিছনে বিকটদর্শন একটা বার রয়েছে, লোহার তৈরি সুইং পিন-এর ওপর। নিচের দিককার সব ক'টা জানালায় কাঠের কবাট, ভেতর থেকে বন্ধ করা যায়।

'জায়গাটা যেন হামলা ঠেকানোর উদ্দেশ্যেই বানানো হয়েছে,' মন্তব্য করল ও।

'এক সময় রাখালদের আপৎকালীন ঠাঁই হিসেবে ব্যবহার হত,' বলল ভিকো। 'আশেপাশে আর কোথাও নয়, শুধু এখানে পানি পাওয়া গেছে, একটা বিস্ময়কর ব্যাপার। সেজন্যেই গির্জাটা তৈরি করা হয় এখানে, প্রায় আড়াইশো বছর আগে।'

উল্টোদিকের একটা জানালা খুলে বাইরে তাকাল রানা। চোখ জুড়ানো দৃশ্য। শেলফের একেবারে শেষ সীমায় দাঁড়িয়ে আছে গির্জাটা, মরুভূমির ওপর দিয়ে দৃষ্টি চলে যায় শয়তানের শিরদাঁড়া পর্যন্ত। শয়তানের শিরদাঁড়া আর

গির্জার মাঝখানে উপত্যকা, প্রায় হাজার ফুট নিচে।

বাতাস এত পরিষ্কার যে রানার মনে হলো হাত বাড়ালে শয়তানের শিরদাঁড়া ছুঁতে পারবে ও। কথাটা শুনে হাসল শীলা, ভিকো বলল, 'হাতটা লম্বা হতে হবে, সিনর। কম করেও পনেরো মাইল দূরে ওটা। শোনেননি, মরুর বাতাসে জাদু আছে।'

অপেক্ষা করতে করতে ঝিমিয়ে পড়ল ওরা। গির্জার ঠাণ্ডা শান্ত পরিবেশে ঘুম চলে এল চোখে। ভিকো বেঞ্চের ওপর একা লম্বা হয়েছে, রানা আর শীলা মেঝেতে—শীলা শুয়ে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে বসে আছে রানা। ভিকোর নাক ডাকছে, তারপর শীলাও ঘুমের মধ্যে তলিয়ে গেল। চোখ বুজে ঝিমুচ্ছে রানা।

কতক্ষণ এভাবে কেটে গেছে কেউ বলতে পারবে না, হঠাৎ বাতাসের একটা দীর্ঘশ্বাস কানে ঢুকতে শিরদাঁড়া খাড়া হয়ে গেল রানার। তারপর পায়ের আওয়াজ শুনল। প্রথম একটা, তারপর আরেকটা। থম্পসনটা কোলের ওপর থেকে তুলল ও, নিঃশব্দে দাঁড়াল। লাথি মেরে গির্জার দরজা খুলে দেখল সামনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে তামবারু, রাইফেলটা খোলা দরজার দিকে তাক করা।

পিছনে ঘোড়া নিয়ে গির্জার ভেতর ঢুকল তামবারু আর রেমারিক। ইতোমধ্যে শীলা আর ভিকোর ঘুম ভেঙেছে। সব ক'টা ঘোড়াকে গির্জার এক কোণে একসাথে বাঁধা হলো, ডালপালা দিয়ে তৈরি ঝাঁটা হাতে গির্জা থেকে পিছু হটতে শুরু করল বৃদ্ধ অ্যাপাচী, বালি থেকে সমস্ত চিহ্ন মুছে ফেলল সে।

ভেতর থেকে দরজায় বার লাগিয়ে ওদের দিকে ফিরল তামবারু। 'ওরা আসার পর, ঘোড়া থেকে না নামা পর্যন্ত কেউ তোমরা নড়বে না। তোমরা ওদের দিকে অস্ত্র তাক করবে, অ্যাপাচী ভাষায় ওদের সাথে যোগাযোগ করব আমি। তারপর কার্টিজের সাথে কথা বলার জন্যে বেরিয়ে যাব, তোমরা আমাকে কাভার দেবে।'

'পাগল নাকি!' জোড়া মুঠো নেড়ে অসন্তোষ প্রকাশ করল ডন হোমায়রা। 'প্রথম সুযোগেই যে-ক'টাকে পারা যায় গুলি করে ফেলে দেব আমরা। তারপর কার্টিজের সাথে দর কষব।'

'টেরেসা মারা যায় যাক, বলতে চাইছেন?' রেগে উঠে জিজ্ঞেস করল তামবারু।

'আমি টেরেসাকে গুলি করব বলেছি?' ছড়ি তুলে মারমুখো হলো ডন হোমায়রা।

'গুলি করে যাদেরকে ফেলতে চাইছেন তাদের হাতেই মেয়েটা থাকবে, দুর্ঘটনা ঘটতে পারে না? কিংবা ওদের মধ্যে কেউ যদি বেঁচে যায়, পাহাড়ের কিনারা থেকে বাচ্চাটাকে নিচে ফেলে দিতে পারে সে।'

শীলার দিকে ফিরে ডন হোমায়রা বলল, 'নিজে অ্যাপাচী কিনা, ওদেরকে

তো বাঁচাতে চাইবেই।'

মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিকে তাকাল শীলা।

তামবারু শান্তস্বরে বলল, 'শুনুন, ডন হোমায়রা। আমি এমন একটা বাচ্চাকে উদ্ধার করতে এসেছি, যে কিনা আপনার পাপের মাসুল দিচ্ছে। স্বগোত্রের লোকদের বোকার মত খুন করতে আসিনি আমি। আমার উদ্দেশ্য অযথা রক্তপাত এড়ানো। আপনি উন্মাদ লোক, কাজেই আপনার নিষ্ঠুরতা থেকে অ্যাপাচীদের অবশ্যই রক্ষা করার চেষ্টা করব আমি। উন্মাদ হয়ে গেছে কার্টিজও, কাজেই তার নিষ্ঠুরতা থেকে রক্ষা করব টেরেসাকে। কার্টিজ কেন উন্মাদ হলো সে প্রশ্ন আপাতত আমি তুলছি না।'

একদিনেই ডন হোমায়রার বয়স দশ বছর বেড়ে গেছে। তার বাঁ গালের একটা শিরা থেকে থেকে লাফাচ্ছে। হাতের ছড়ি ফেলে দিয়ে রাইফেলটা ধরল সে। লাফ দেয়ার জন্যে তৈরি হলো রানা।

একে একে সবার দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। ওপর-নিচে মাথা ঝাঁকাল সে। 'হ্যাঁ, মস্ত একটা ভুল করে ফেলেছি আমি। আমার এক কথায় পাঁচশো লোক চলে আসত, কিন্তু বোকার মত তাদের আমি আনিনি।'

'তারা এলে আমরা আসতাম না,' জবাব দিল তামবারু।

শীলার দিকে তাকাল ডন হোমায়রা। 'তুই কি বলিস? তোর কি ধারণা?'

শান্তসুরে শীলা বলল, 'জীবনে এই প্রথম, কাকা, আমার মতামত জানতে চাইলে তুমি। আমার মনে হয়, আমরা তিনজন একমত—তামবারুকে দায়িত্ব দেয়া উচিত, সে যা ভাল বোঝে তাই করুক।' সমর্থনের আশায় রানা আর ভিকোর দিকে তাকাল সে. নিঃশব্দে মাথা ঝাঁকাল ওরা। 'তামবারু কি বলেছে মনে নেই? সফল হলে বলা হয় প্ল্যানটা ভাল ছিল। ওর প্ল্যান যদি ব্যর্থ হয় রাইফেল তো আমাদের হাতে থাকছেই, তাই না?'

ঝোঁকটা দমন করা রীতিমত কষ্টকর হয়ে পড়ল, চমৎকার ভাষণ দেয়ার জন্যে আরেকটু হলে হাততালি দিতে যাচ্ছিল রানা। অকস্মাৎ ছুটন্ত ঘোড়ার আওয়াজ পেল ওরা।

এক মুহূর্ত পর ব্লাফ-এর বাঁক ঘুরে বেরিয়ে এল ঘোড়সওয়ার ফাঁকা জায়গায়, তার প্রায় ঠিক পিছনেই কার্টিজ।

ঘোড়ার পিঠে বসে আছে সে তেজোদীপ্ত বীরপুরুষের দুর্বিনীত ভঙ্গিতে, ভঙ্গিটার মধ্যে অনায়াসসাধ্য সৌষ্ঠব ফুটে আছে, লাল শার্ট আর মাথার পট্টিতে অত্যন্ত বিপজ্জনক লাগছে তাকে। তাকে দেখামাত্র হিংস্র পশুর মত দুর্বোধ্য একটা আওয়াজ ছাড়ল ডন হোমায়রা, কাউকে কিছু বুঝতে না দিয়ে ঝট্ করে রাইফেল তুলল।

'না!' চেঁচিয়ে উঠল রানা, কিন্তু শীলাকে ঠেলে সরিয়ে তার কাছে পৌঁছুনোর আগেই গুলি হলো।

কাঁপা হাতের গুলি, লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো, লাগল গিয়ে পনির ঘাড়ে। ছিটকে সামনের ধুলোয় পড়ল কার্টিজ। দ্রুতগতিতে গড়ান খেল দু'বার, অসম্ভব

ক্ষিপ্রতার সাথে পায়ের ওপর দাঁড়াল, তারপর ডাইভ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেল ঝোপের ভেতর, ডন হোমায়রার দ্বিতীয় গুলিটাও ছুঁতে পারল না তাকে।

তার সঙ্গী তখনও চেষ্টা করছে ঘোড়াটাকে ঘুরিয়ে নিয়ে ঝোপের দিকে এগোবার, একসাথে গুলি করল ওরা তিনজন—রানা, রেমারিক আর ভিকো। জিন থেকে পড়ে গেল লোকটা, ট্রেইল ধরে এক ছুটে অদৃশ্য হলো তার ঘোড়া।

ঝোপের দিকে একের পর এক গুলি করে চলেছে ডন হোমায়রা, তার হাত থেকে রাইফেলটা কেড়ে নিল ভিকো। 'বুঝতে পারছেন না আর কোন লাভ নেই?'

রক্তচক্ষু মেলে ভিকোর দিকে তাকিয়ে থাকল ডন হোমায়রা, নিষ্প্রভ চেহারা, খুনের নেশায় আচ্ছন্ন দৃষ্টি। পরমুহূর্তে আটটা রাইফেল একসাথে গর্জে উঠল ঝোপের পিছন থেকে। জানালার কবাট ভেদ করে ঝাঁকে ঝাঁকে বুলেট ঢুকল, উল্টোদিকের দেয়াল থেকে খসিয়ে দিল প্লাস্টার। ধাক্কা দিয়ে ডন হোমায়রাকে মেঝেতে ফেলে দিল রেমারিক, হামাগুড়ি দিয়ে দুটো খোলা জানালার নিচে পৌঁছুল রানা আর ভিকো। জানালার প্রতিটি কবাটে মাত্র একটা করে ছোট ফুটো, অবশ্য বন্ধ করার পরও আলোর অভাব হলো না, কারণ ওপরের জানালাগুলো খোলা রয়েছে। বাইরে দেয়ালে আরও বুলেট আঘাত করল, বিধ্বস্ত হলো একটা জানালার কবাট। তারপর আর কোন শব্দ নেই।

একটা ফুটোয় চোখ রেখে সাবধানে বাইরে তাকাল রানা। ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে নিহত অ্যাপাচী আর কার্টিজের ঘোড়া এখনও পড়ে রয়েছে। কিছুই নড়ছে না।

ফুটো থেকে চোখ সরিয়ে নেবে রানা, পাশের জানালা থেকে রেমারিককে বলতে শুনল, 'কি ওটা?'

গাছের একটা ডাল ঝোপ থেকে লম্বা হয়ে বেরিয়ে এসেছে, মাথায় সাদা কাপড় জড়ানো। ভিকো বলল, 'ওরা আলোচনায় আসতে চায়।'

'দেখা যাক,' বলল রানা। 'ফাঁদও হতে পারে।' তামবারুর দিকে ফিরল ও। 'আপনার কি মনে হয়?'

কাঁধ ঝাঁকিয়ে বৃদ্ধ বলল, 'জানার একটাই উপায় আছে।'

দরজা খুলে বাইরে বেরুল সে। দু'হাতে ধরে মাথার ওপর রাইফেলটা তুলল, তারপর সেটা দেয়ালের গায়ে ঠেস দিয়ে রাখল। খালি হাতে এগোল ফাঁকা জায়গাটার দিকে। ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কার্টিজ।

এক পা সামনে বাড়ল ডন হোমায়রা, ঝট্ করে তার দিকে রাইফেল তাক করল ভিকো। 'খবরদার বলছি! আপনি এক চুল নড়বেন না!'

মুহূর্তের জন্যে মনে হলো ভিকোর দিকে লাফ দেবে ডন হোমায়রা, তারপর হঠাৎ কি যেন একটা নিভে গেল তার চোখে। ঘুরল সে, ঝুলে পড়ল কাঁধ জোড়া।

নিজেদের অ্যাপাচী ভাষায় কথা বলছে কার্টিজ আর তামবারু, প্রতিটি শব্দ

পরিষ্কার ভেসে আসছে গির্জার ভেতর। খানিক পর মাথা ঝাঁকিয়ে ঘুরল তামবারু, ফিরে এল ওদের কাছে। নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকল কার্টিজ, চিৎকার করে কি যেন বলছে সে নিজের লোকদের।

'কি কথা হলো?' ব্যাকুল চেহারা নিয়ে সামনে এগোল শীলা, বৃদ্ধের হাত দুটো চেপে ধরল।

'কার্টিজ আমার সাথে কোন আলোচনায় বা চুক্তিতে আসবে না। সে বলছে আমি তোমাদের দলে যোগ দিয়ে গোটা অ্যাপাচী জাতির সাথে বেঈমানী করেছি।'

'কি চায় সে?' জানতে চাইল রানা।

'আপনাকে,' বলল তামবারু। 'সে বলছে, তার বিশ্বাস, সাদা গাড়ির মালিকই আমাদের লীডার।'

'না,' তীক্ষ্ণকণ্ঠে আপত্তি জানাল শীলা। 'কার্টিজকে আমি বিশ্বাস করি না। উঁহুঁ, রানাকে আমি কোন অবস্থাতেই যেতে দেব না।' তামবারুর হাত ছেড়ে রানার পাশে চলে এল সে, ওর একটা কাঁধ খামচে ধরল।

তার উদ্বেগের কারণ সবার কাছেই পরিষ্কার। ক্ষীণ একটু হেসে সাব-মেশিনগানটা মেঝেতে নামিয়ে রাখল রানা, দু'হাতে শীলার বাহু ধরল। 'ঠাণ্ডা মাথায় ভাবো, লক্ষ্মীটি। বেঁচে থাকতে হলে ঝুঁকি তো আমাদের সবাইকে নিতে হয়।'

ডন হোমায়রা বলল, 'কথা বলার জন্যে যে-ই যাক, আলোচনা হবে আমার নির্দেশে। শর্তগুলো আমি দেব।'

রানাকে কাছে টানল শীলা, ওর বুকে মুখ ঘষল, তারপর ছেড়ে দিয়ে পিছিয়ে গেল এক পা। তার ঠোঁট কাঁপছে, কিছুই বলতে পারল না।

ঘুরে শান্তভাবে ডন হোমায়রার দিকে তাকাল রানা। 'শর্ত দেবেন, না? সে পরিস্থিতি আপনি রেখেছেন?'

গরম রোদে বেরিয়ে এল রানা, দৃঢ়পায়ে ফাঁকা জায়গাটার দিকে এগোল। কোমরে হাত রেখে ওর জন্যে অপেক্ষা করছে অ্যাপাচী সর্দার।

কয়েক ফুট দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা, অনুভব করল ঘাড়ের পেছনে সড়সড় করছে চুল। প্রথম কথা বলল কার্টিজ, ইংরেজীতে, 'তারমানে, আপনি পাহাড় টপকে এলেন। এতদিন অসম্ভব বলেই জেনে এসেছি।'

'কি চাও তুমি?' নরম সুরে জিজ্ঞেস করল রানা।

কার্টিজ বলল, 'হোমায়রার কাছে একটা মেসেজ নিয়ে যান। তাকে বলুন, নিজেকে আমার হাতে তুলে দিক, বাচ্চাটাকে আমি আপনাদের হাতে তুলে দেব। ব্যস, আমাদের শত্রুতা মিটে যাবে, হোমায়রা বাদে আপনারা সবাই নিরাপদে ফিরে যাবেন।'

'কি করে বুঝব টেরেসা এখনও বেঁচে আছে?'

'নিজের চোখেই দেখুন।'

ঝোপের দিকে এগোল কার্টিজ, তার পিছু নিল রানা। গির্জার ভেতর

থেকে তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠ শোনা গেল, ককিয়ে উঠল শীলা। ঝোপের আড়াল থেকে, ঠিক যেন মাটি ফুঁড়ে খাড়া হলো দু'জন অ্যাপাচী, ওদেরকে পথ দেখিয়ে আরও ভেতর দিকে নিয়ে এল তারা। সামনে ছোট্ট একটা ফাঁকা জায়গা, চারদিকে পাইন গাছের সারি। পদ্মাসনে একজন অ্যাপাচী বসে আছে মাটিতে, আর কাউকে রানা দেখল না। পাশেই কম্বলের ওপর বসে রয়েছে টেরেসা, তোবড়ানো পুতুলটা নিয়ে খেলছে।

মনমরা চেহারা, গোলমুখ শিশুর চোখ দুটো অস্বাভাবিক বড়, তার পাশে হাঁটু গেড়ে বসল রানা। 'হ্যালো, টেরেসা, চিনতে পারছ আমাকে?'

বাচ্চাটার ভেলভেট স্যুটে ধুলো-বালি লেগে আছে, ছিঁড়ে গেছে এক জায়গায়। চোখ থেকে চুল সরিয়ে রানাকে বলল সে, 'মায়ের কাছে যাব।'

'হ্যাঁ, তোমাকে আমি নিয়ে যেতে এসেছি।' ছোট্ট কাঁধে হাত বুলিয়ে সিধে হলো রানা, তাকাল কার্টিজের দিকে। 'তোমাদের পানির কি অবস্থা?'

'যথেষ্ট আছে।'

মাথা নাড়ল রানা 'শেষ কুয়া থেকে কম করেও পঞ্চাশ মাইল পেরিয়ে এসেছ, আশা করেছিলে এখানে পৌঁছুতে পারলে যথেষ্ট পাবে।'

'হোমায়রাকে বলুন, তাকে আমি আধঘণ্টা সময় দিয়েছি,' বলল কার্টিজ। 'তারপর আর কোন আলোচনা হবে না। তাকে আমি প্রয়োজনের চেয়ে অনেক বেশি দিন বাঁচিয়ে রেখেছি।'

'তোমার ব্যথা আমি বুঝি, কার্টিজ,' নরম সুরে বলল রানা। 'প্রতিশোধ নিতে চাইছ, সেজন্যে তোমার ওপর আমি অসন্তুষ্টও নই। কিন্তু ঝগড়াটা তোমার সাথে হোমায়রার। তোমার ছেলের সাথে টেরেসার কোন ঝগড়া ছিল না। ঠিক?'

কার্টিজের মুখ যেন নির্মম পাথর, সেখানে কোন রকম ভাব নেই।

'প্রতিশোধ তুমি নিতে চাও নিয়ো, আমি অন্তত তাতে বাদ সাধব না,' আবার বলল রানা। 'কিন্তু তার আগে টেরেসাকে নিয়ে র‍্যাঞ্চে ফিরতে দাও হোমায়রাকে।'

'আপনি যান।'

'কার্টিজ, প্লীজ···'

'আপনি যান।' সরাসরি রানার দিকে তাকিয়ে থাকলেও, কার্টিজের দৃষ্টি রানাকে ভেদ করে স্থির হয়ে আছে।

পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে ঘুরে দাঁড়াল রানা, ফিরে আসছে। দু'পাশে ঝোপ, ঠেলে পথ করে নিল ও, অনুভব করল আশপাশ থেকে তীক্ষ্ণ নজর রাখা হচ্ছে ওর ওপর। গির্জায় ঢুকল ও, ভেতর থেকে বন্ধ করে দিল দরজা।

ছড়ি হাতে ছুটে এল ডন হোমায়রা। 'কি চায় ও?'

'আপনাকে!' বোমাটা তার মুখের ওপর ফাটাল রানা। 'আধঘণ্টার মধ্যে নিজেকে আপনি তার হাতে তুলে দিলে টেরেসাকে ফেরত দেবে, আমাদের সবাইকে নিরাপদে ফিরতে দেবে শহরে।'

'টেরেসাকে দেখেছ তুমি, রানা?' রানার সামনে দাঁড়াল শীলা। 'কেমন আছে সে?'

'কাপড়চোপড় ময়লা, তাছাড়া ভালই আছে।' ডন হোমায়রার দিকে ফিরল রানা। 'কি হলো? কি করবেন?'

মড়ার মত ফ্যাকাসে হয়ে গেছে ডন হোমায়রার চেহারা, সারা মুখে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। শব্দের খোঁজে ঘন ঘন ঢোক গিলল সে, তারপর অস্ফুটে জানতে চাইল, 'আমি কি একটা ছাগল নাকি যে ধরে নিয়ে গিয়ে বলি দেবে? আমাকে ওরা কেন চাইছে বুঝতে পারছ না? কথা ছিল টাকার বিনিময়ে তোমরা আমার হাতে ফিরিয়ে দেবে টেরেসাকে।'

'কথা তো আরও অনেক কিছু ছিল,' বলল রানা। 'আপনি তো সব ভুলে বসে আছেন। আমার নির্দেশ ছাড়া আপনি গুলি করলেন কেন? যে সুবিধেটা আমরা পেতে পারতাম, গুলি করায় সেটা আমরা হারিয়েছি।'

'কেন, এখনও তো আমরা সুবিধেজনক পজিশনে রয়েছি। কুয়াটার কথা ভুলে যেয়ো না। ওটা আমাদের দখলে। ওদের নিশ্চয়ই পানি দরকার।'

'আরও দু'তিন দিন পানি ছাড়া থাকতে পারবে ওরা,' মন্তব্য করল ভিকো।

তামবারুর দিকে তাকাল রানা। 'আপনি বলুন। ডন হোমায়রাকে আমরা যদি কার্টিজের হাতে তুলে দিই, কি ঘটবে? সে কি তার কথা রাখবে? বাচ্চাটাকে নিয়ে নিরাপদে ফিরতে দেবে আমাদেরকে?'

'কিন্তু আমার নিরাপত্তার কি হবে?' চিৎকার করে জানতে চাইল ডন হোমায়রা। 'তুলে দেব বললেই হলো? আমি গেলে তো!'

'ওর কথা বাদ দিন,' তামবারুকে বলল রানা। 'আপনি আপনার ধারণা দিন।'

'ঠিক বলতে পারছি না,' বলল তামবারু। 'আঘাতটা লেগেছে কার্টিজের সবচেয়ে কোমল জায়গায়। হারাবার তার আর কিছুই নেই। সে যদি কথা দিয়েও কথা না রাখে, আমি আশ্চর্য হব না। অ্যাপাচী হিসেবে কার্টিজের মর্যাদাজ্ঞান এমনিতেই কম, তার ওপর এই মুহূর্তে তাকে উন্মাদ বললেই চলে।'

'আর পানি সম্পর্কে আপনার কি ধারণা?'

'আমার ধারণা পানি ওদের নেই। কার্টিজের সাথে কথা বলতে গেলাম যখন, ওর ঘোড়ার অবস্থা আমি দেখেছি।'

অন্যমনস্কভাবে মাথা ঝাঁকাল রানা। ভুরুর মাঝখানে ছোট্ট একটা ভাঁজ। তারপর আবার মুখ তুলে তামবারুর দিকে তাকাল। 'তার প্রস্তাব আমরা যদি ফিরিয়ে দিই, আপনার কি ধারণা বাচ্চাটাকে সে খুন করবে?'

'কোন কারণ ছাড়া খুনই যদি করতে চাইবে, এতক্ষণ ওকে বাঁচিয়ে রাখত না। যাই ঘটুক না কেন, টেরেসাকে কার্টিজ নিজের সাথেই রাখবে বলে আমার বিশ্বাস।'

তার কথাগুলো নিয়ে ভাবছে সবাই, নিস্তব্ধতা নেমে এল। প্রথম মুখ খুলল ভিকো, 'কথাগুলো বলতে ব্যথায় আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, কিন্তু না বলেও

পারছি না—এখন যদি দয়া করে মহামান্য ডন হোসে হোমায়রা তার জীবনের মহত্তম ত্যাগ স্বীকার করে বসেন, তাহলেও কার্টিজকে শুধু এক মুহূর্তের জন্যে শান্ত করা যাবে। পরমুহূর্তে আবার রণমূর্তি ধারণ করবে সে।'

'পানির ব্যাপারটা আরেকবার পরীক্ষা করে দেখব আমি,' বলল রানা। একটা ক্যান্টিন তুলে নিয়ে কুয়ার সামনে চলে এল ও, সেটা ভরে বেরিয়ে এল গির্জা থেকে। ফাঁকা জায়গায় চলে এসেছে, ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কার্টিজ।

কয়েক ফুট দূরে থাকতে দাঁড়িয়ে পড়ল রানা। 'তামবারু বলছে, তোমার কোন মর্যাদাজ্ঞান নেই।'

কার্টিজের চেহারা নির্লিপ্ত, রাগের চিহ্নমাত্র ফুটল না। 'তাহলে তাই। এখন যা ঘটবে তার জন্যে আপনারা দায়ী থাকবেন।'

ক্যান্টিনটা বাড়িয়ে ধরল রানা। 'বাচ্চার জন্যে।'

'মর্যাদাজ্ঞান নেই এমন লোককে বিশ্বাস করছেন?' জিজ্ঞেস করল কার্টিজ। 'কি করে বুঝলেন পানিটুকু আমি খাব না?'

'এটা তোমার একটা পরীক্ষা বলতে পারো। তুমি কাপুরুষ কিনা প্রমাণ হয়ে যাবে।'

'তাহলে আমার সাথে আসুন,' আদেশের সুরে বলল কার্টিজ।

আবার পথ দেখিয়ে ঝোপের ভেতর দিয়ে ফাঁকা জায়গাটায় নিয়ে আসা হলো রানাকে, যেখানে কম্বলের ওপর বসে খেলা করছে টেরেসা। এত তাড়াতাড়ি আবার রানাকে দেখতে পেয়ে খুশি হয়ে উঠল মেয়েটা। ঝুঁকে তাকে পানি খাওয়াল অ্যাপাচী সর্দার। টেরেসা পানি খাওয়ার পরও ক্যান্টিনে অর্ধেকের বেশি পানি থেকে গেল।

'বাকিটুকু তুমি খেতে পারো,' মৃদুকণ্ঠে বলল রানা।

ক্যান্টিন উপুড় করে সব পানি ফেলে দিল কার্টিজ। 'আমি পানি খাব,' বলল সে, 'টেরেসার বদলে হোমায়রাকে পাবার পর।'

'আমার একটা অনুরোধ ছিল,' সাবধানে বলল রানা।

একটা হাত তুলে রানাকে বাধা দিল কার্টিজ। তার চেহারা থমথম করছে। 'প্লীজ।'

'অনুরোধটা রাখবে কিনা তোমার ব্যাপার, আগে শোনো তো···'

হাতটা নামায়নি কার্টিজ। 'প্লীজ।'

'আমার কথা তুমি শুনবেই না?'

ক্যান্টিনটা রানাকে ফেরত দিল কার্টিজ। 'আপনি যান। আর পনেরো মিনিট সময় আছে। দু'জনের বেশি গির্জা থেকে বেরুবেন না। খালি হাতে আসবেন।'

গির্জায় ফিরে এল রানা। কি ঘটেছে শোনার জন্যে সবাই ওকে ঘিরে দাঁড়াল। হঠাৎ চুপ করে গেল ও, কারণ আর সবার মত ওর কানেও শব্দটা এসেছে। ভোঁতা ড্রাম পেটানোর গুরুগুরু আওয়াজ। ভয়ে শিরশির করে উঠল শরীর।

ধমক দিল সে। 'এখুনি নয়।'

টেরেসার হাত ছেড়ে দিয়ে ফাঁকা জায়গাটার মাঝখানে চলে এল সে। 'অবশেষে, হোমায়রা!' বলল কার্টিজ। তারপর ভিকোর দিকে তাকাল। 'ওকে আমার হাতে ছেড়ে দাও।'

ডন হোমায়রাকে এই মুহূর্তে যেমন দেখাচ্ছে, দুনিয়ার ইতিহাসে এত ভীত ও করুণ আর বোধহয় কোন মানুষকে দেখা যায়নি।

কার্টিজ বলল, 'হোমায়রা, ফাদার পামকিনকে যখন গুলি করলে তখনই মারা গেছ তুমি। তুমি মারা গেছ যখন খনির ভেতর বাইশজন অ্যাপাচী মারা গেল। মারা গেছ যখন আমার ছেলে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করল। আজ আমি শুধু তোমার মৃত্যুর আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করছি।'

'তোমার শেষ হয়েছে?' তীক্ষ্ণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল রানা।

রানার দিকে ফিরে মাথা ঝাঁকাল কার্টিজ।

'বাচ্চাটাকে সামনে আনতে বলো,' নির্দেশ দিল রানা।

তরুণ অ্যাপাচীকে ইঙ্গিত করল কার্টিজ, কম্বলসহ টেরেসাকে মাটি থেকে তুলে নিয়ে এগিয়ে এল সে। টেরেসা দু'হাত বাড়িয়ে দিয়েছে ডন হোমায়রার দিকে, তাকে কোলে নিয়ে কার্টিজের পাশে দাঁড়াল অ্যাপাচী।

'এখন,' বলল কার্টিজ, 'পবিত্র একটা প্রাণের বিনিময়ে এক পাপীকে নেব আমরা।'

'নেওয়াচ্ছি!' বলেই অসম্ভব ক্ষিপ্রবেগে তরুণ অ্যাপাচীর দিকে লাফ দিল ডন হোমায়রা, তার হাত থেকে ছিনিয়ে নেয়ার চেষ্টা করল টেরেসাকে।

হাত থেকে বন্দী ছুটে যাওয়ায় মুহূর্তের জন্যে হতভম্ব হয়ে পড়ল ভিকো, পরমুহূর্তে দু'হাত বাড়িয়ে তাকে ধরার চেষ্টা করল সে।

বিদ্যুৎ খেলে গেল কার্টিজের শরীরে, ভোজবাজির মত কাপড়ের ভেতর থেকে লম্বা ব্যারেল স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন বেরিয়ে এল, তার চোখ যেন বদ্ধ কোন উন্মাদের, লক্ষ্যস্থির করল হোমায়রার দিকে, বারবার ট্রিগার টানছে। মোচড় খাচ্ছে টেরেসা, চোখ বুজে চিৎকার করছে, ডন হোমায়রার হাত থেকে পড়ে গেল সে। ডন হোমায়রা হাঁটু ভেঙে পড়ে যাচ্ছে, স্মিথ অ্যান্ড ওয়েসন ভিকোর দিকে তাক করল কার্টিজ।

'না!' হুঙ্কার ছেড়ে কার্টিজকে লক্ষ্য করে ডাইভ দিল রানা। কিন্তু সরে গেল কার্টিজ, তবে প্রাণে বেঁচে গেল ভিকো, কার্টিজের অস্ত্র অন্য দিকে ঘুরে গেছে।

কার্টিজকে না পেয়ে মাটিতে বুক দিয়ে পড়ল রানা, মুখ তুলতেই দেখল চার হাত দূর থেকে ওর মাথা লক্ষ্য করে অস্ত্র তুলেছে অ্যাপাচী সর্দার। গুলির শব্দ হলো।

দমকা বাতাসের মত হাসির একটা শব্দ হলো। তীব্র বাতাস পাওয়া ঘুড়ির মত উড়ে এল ভিকো কার্টিজ আর রানার মাঝখানে। 'আমি গেলাম, সিনর!' গুলির শব্দে চাপা পড়ে গেল তার হাসি আর কথা। হৃৎপিণ্ডে সদ্য তৈরি ফুটো

আছেন?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'রাগ জিনিসটা হৃদয়ে মরচে ধরায়। রাগ শত্রুকে ধ্বংস করে না, যে রাগে তাকেই ধ্বংস করে। আমি যদি আপনার দেশে যেতাম, সেখানকার লোকজন সম্পর্কে আপনার মতামত মেনে নিতাম। কিন্তু এখানে, আপনাকে আমার ধারণার ওপর আস্থা রাখতে হবে। আমি ভাল খবর এনেছি।'

তার হাতে একটা ক্যান্টিন ধরিয়ে দিল রানা। ছিপি খুলে ঢক ঢক করে পানি খেল তামবারু। 'খবরটা হলো,' বলল সে, 'সঙ্গীরা কার্টিজকে ত্যাগ করেছে। সর্দার কথা রাখেনি, ফলে অ্যাপাচীদের শ্রদ্ধা হারিয়েছে সে।'

'কোন্ দিকে গেছে ওরা?' জানতে চাইল রানা।

'বাতাস কোন্ দিকে গেছে? যত খুশি অশ্বারোহী পুলিস আসুক, কেউ কখনও তাদেরকে খুঁজে পাবে না। তা না পাক টেরেসাকে নিয়ে কার্টিজ এখন একা। মরুভূমির এমন একটা দিকে যাচ্ছে সে, হারমোজা থেকে বহুদূরে বিশাল পাথরের দুর্গম একটা জগৎ সেটা। টেরেসাকে সাথে রাখার এখন একটাই কারণ, বাচ্চাটাকে রক্ষাকবচ হিসেবে কাজে লাগানো। টেরেসা এখন কার্টিজের ঢাল। কোথায় যাচ্ছেন আপনি?'

কোল্টটা চেক করে হোলস্টারে রেখে দিল রানা, থম্পসনটা শোল্ডার স্ট্র্যাপের সাথে কাঁধে তুলল। 'আমার দোষে টেরেসাকে ফেরত পাইনি। তাকে ফিরিয়ে আনা এখন আমার দায়িত্ব।' হন হন করে মালভূমির কিনারা লক্ষ্য করে এগোল ও।

'ফিরে আসুন।' পিছন থেকে চিৎকার করে বলল তামবারু। 'এদিকের কিছুই আপনি চেনেন না, স্রেফ মারা পড়বেন। দ্বিতীয়বার ভুল করলে প্রথম ভুলের সংশোধন হয় না।'

কিন্তু কোন লাভ হলো না। বিদেশী যুবক ঢাল বেয়ে এত দ্রুত নেমে গেল, তামবারুর কোন কথা শুনতে পেয়েছে বলে মনে হলো না।

গির্জার ভেতর, শীলার পাশে ধীরে ধীরে হাঁটু গেড়ে বসল তামবারু, কাঁধে হাত রেখে ধাক্কা দিল আস্তে করে। শীলার বন্ধ চোখের পাতা কেঁপে উঠল, তারপর ধীরে ধীরে খুলে গেল। জাগরণের প্রথম মুহূর্তেই বুঝতে পারল সে, খারাপ কিছু ঘটেছে।

'কি ব্যাপার, তামবারু?' ঝট্ করে উঠে বসল শীলা, সম্পূর্ণ সজাগ।

'সে মরুতে গেছে।'

শীলার চোখ বড় হলো। 'একা?'

ম্লান হাসল তামবারু। 'সে এবং তার জেদ। এমন বোকামি আগেও বহু লোক করেছে।'

এক ঝটকায় সটান দাঁড়িয়ে পড়ল শীলা। 'আমি যাব।'

'হ্যাঁ, আমরা সবাই যাব। সাথে অতিরিক্ত ঘোড়া নেব, ঘোড়া বদল করলে দ্রুত হবে গতি।' রেমারিকের দিকে তাকাল তামবারু। 'ওকে জাগাই?'

শীলা ব্যস্ত। চুল বাঁধল দ্রুত, কোমরে বেল্ট পরল।

'আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলাম,' মৃদু কণ্ঠে বলল তামবারু। 'শুনল না।'

'কি বলছেন?' ধড়মড় করে উঠে বসল রেমারিক। 'কাকে বাধা দেয়ার চেষ্টা করেছিলেন?'

'কার্টিজের পিছু নিয়ে একা মরুভূমিতে নেমে গেছে রানা।'

রেমারিক দাঁড়াল। 'সর্বনাশ! ওরা ওকে পিঁপড়ের বাসার ওপর শোয়াবে। পিঁপড়ে দিয়ে একটু একটু করে খাওয়াবে।'

'ওরা কারা? তরুণ অ্যাপাচীরা কার্টিজকে ত্যাগ করেছে, কারণ কার্টিজ তার কথা রাখেনি। সে এখন একা।'

'আর টেরেসা?' তামবারুর সামনে এসে দাঁড়াল রেমারিক। 'জেসাস, এখনও আমরা দেরি করছি কেন!'

পাগলের মত দু'হাতে ঝোপ আর ডালপালা সরিয়ে গুহার মুখটা পরিষ্কার করল রানা। একবার রওনা হতে পারলে, জানে ও, কার্টিজকে ঠিকই ধরতে পারবে। কিন্তু গুহামুখ পরিষ্কার করে গাড়ি বের করতেই বিশ মিনিট পেরিয়ে গেল। পিছন দিকে চালিয়ে তুলে আনতে হলো শেভ্রোলেকে, অসাবধান হলে কিনারা থেকে নিচে পড়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। মরুতে নেমে আসার পর স্পীড তুলল রানা।

তীব্র আগুনে-রোদে জ্বলছে মরু। গরম বাতাস যেন পুড়িয়ে দেবে গায়ের চামড়া। পাথর আর বালি থেকে ভাপ উঠছে, ঝোপঝাড়গুলো কাঁপছে তার ভেতর। কার্টিজ এখন কতদূর আন্দাজ করার চেষ্টা করল রানা। এখনও যদি সে না জানে তার পিছু নেয়া হয়েছে, কিছুক্ষণের মধ্যেই টের পেয়ে যাবে। শেভ্রোলের এঞ্জিনের আওয়াজ পাহাড়ে পাহাড়ে ধাক্কা খেয়ে প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসছে ওর কাছে।

কার্টিজ যে তামবারুকে ঘৃণা করে তাতে কোন সন্দেহ নেই। কার্টিজের মতই বৃদ্ধ লোকটা সাহস, শক্তি আর বুদ্ধি রাখে। তামবারুও নিষ্ঠুর হতে পারে, তা ঠিক, কিন্তু তা শুধু এই অর্থে যে জীবন রক্ষার্থে নিষ্ঠুর হওয়া প্রকৃতিরই বিধান। স্বজাতির হয়ে শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যুদ্ধ করেছে সে, হেরে যেতে দেখেছে। তারপরও নিজের সম্মানজ্ঞান হারায়নি, যেমন হারিয়ে বসেছে কার্টিজ। দু'জনের মধ্যে কত অমিল। তামবারুকে দেখে শ্রদ্ধা জাগে মনে। আর কার্টিজকে দেখে?

ওর সাথে বেঈমানী করেছে কার্টিজ। ওর মাথা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়েছে। ও বেঁচে আছে স্রেফ ভিকোর আত্মত্যাগের বিনিময়ে। দমকা বাতাসের মত দু'জনের মাঝখানে ভিকো যদি না এসে পড়ত, খুলি ফুটো হয়ে যেত ওর। ভিকোর প্রতি কৃতজ্ঞতায় রানার অন্তর ছেয়ে গেল। আর বিস্মিত হলো কার্টিজের ওপর ওর রাগ হচ্ছে না উপলব্ধি করে।

পুত্রশোকে মানুষ যদি অন্ধ, উন্মাদ হয়ে যায়; খুব একটা দোষ দেয়া যায় কি?

রোদ হয়ে উঠল শত্রু। তবু টপটা তুলে শেভ্রোলের মাথা ঢাকল না। অগভীর একটা খাদে নেমে এল ও, অপরদিকে উঠে পানি খাবার জন্যে থামল। ছিপি খুলে ক্যান্টিনটা উপুড় করল মাথার উপর, মাথা আর মুখ ভিজিয়ে বুকে গড়াল পানি।

ক্যান্টিন রেখে দিয়ে চারদিকে তাকাল রানা। কোথাও কোন শব্দ নেই। উত্তপ্ত মরু প্রান্তরে জমাট বেঁধে আছে ভারী নিস্তব্ধতা। মুহূর্তের জন্যে মরুভূমির একটা অংশ বলে মনে হলো নিজেকে। হুইলে হাত রেখে স্থির বসে থাকল ও, নিঃশ্বাস ফেলছে কি ফেলছে না। তারপর শব্দটা কানে ঢুকল। অস্পষ্ট, ক্ষীণ। দুটো পাথরের মাঝখানে দেখা গেল গিরগিটিটাকে। সেই আগেরটার মতই সবুজ। সাথে শীলা থাকলে সে হয়তো এটার অশুভ কোন অর্থ করত।

রানা জানল না, জানার কথাও নয়, ওর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রয়েছে হুয়ান কার্টিজ। শেভ্রোলের কাছ থেকে মাত্র ছয়শো গজ দূরে সে, প্রতিপক্ষের চেয়ে প্রায় দেড়শো ফুট উঁচুতে।

পাথরের একটা উঁচু বেড় মরুভূমির কিনারা চিহ্নিত করছে, সেই বেড়ের মাথায় বোল্ডারের আড়ালে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে কার্টিজ। ঘোড়াটাকে বিশ্রাম দেয়ার জন্যে এখানে থেমেছিল সে। রানাকে দেখার পর দ্বিধায় পড়ে গেছে। প্ল্যানটা এখন তাকে বদলাতে হবে।

বিদেশী লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ কার্টিজ। সব কথাই তার কানে এসেছে, খনির ভেতর হ্যামার যখন তার ছেলেকে চাবুক মারছিল, এই লোকই হ্যামারকে বাধা দেয়। গুহা-ধসের পর, ভেতরে আটকে পড়া অ্যাপাচীদের উদ্ধারের জন্যে ডিনামাইটও ব্যবহার করতে চেয়েছিল সে। না, লোকটাকে সজ্ঞানে গুলি করার কোন ইচ্ছে তার ছিল না। খুন সে ভিকোকেই শুধু করত। কারণ হোমায়রাকে মেরে টেরেসাকে নিয়ে পালিয়ে আসার পথে একমাত্র বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল ভিকো। কিন্তু বিদেশী লোকটা ভিকোকে বাঁচাবার জন্যে ডাইভ দিল। রাগে কাণ্ডজ্ঞান হারিয়ে ফেলে সে, তারই মাথা লক্ষ্য করে গুলি করে বসে। লোকটার ভাগ্য বলতে হবে, মরতে হলো সেই ভিকোকেই।

কিন্তু ভাবাবেগে ভেসে যাওয়ার সময় এটা নয়। এখনকার সমস্যা প্রাণ রক্ষা করা। লোকটার প্রতি কৃতজ্ঞ হলেও, পিছন থেকে অবশ্যই তাকে খসাতে হবে। একমাত্র উপায় তাকে খুন করা। জেদি মানুষ, মেরে না ফেললে পিছু ছাড়বে না। বিষণ্ন একটু হাসল কার্টিজ। মেঝেতে শুয়ে থাকা বাচ্চাটার দিকে তাকাল একবার। টেরেসা ঘুমাচ্ছে।

লোকটাকে খুন করার পর বাচ্চাটাকে বাঁচিয়ে রাখার আর কোন দরকার হবে না। ওকে সাথে রাখা মানে বোঝা বাড়ানো। যখন বুঝবে আর কেউ তার পিছু নেয়নি, পাহাড়ের কিনারা থেকে ফেলে দিলেই হবে।

কিন্তু তারপরও কয়েকটা প্রশ্ন খচ খচ করে বিধছে তার মনে। কোন্ জাতের মানুষ লোকটা? কোন্ ধাতুতে গড়া? ওর কি ভয়-ডর বলে কিছু নেই? কিসের আশায় পেছনে লেগে আছে? টেরেসা ওর কেউ হয় না, সে-ও হোমায়রার ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছিল। তাহলে? টেরেসাকে ফেরত পাবার জন্যে ওর কেন এত গরজ?

রাইফেলটা পাথরে ঠেকিয়ে স্থির করল কার্টিজ। অব্যর্থ লক্ষ্যভেদের জন্যে দূরত্বটা বেশি হয়ে যাচ্ছে, তবু গুলি করলে একটা কিছু লাভ হবে। গাড়িতে বুলেট লাগলে সামনে চলে আসবে জেদি লোকটা। তখন তার দু'চোখের মাঝখানে বুলেট ঢোকাতে কোন অসুবিধে হবে না।

সাবধানে ট্রিগার টানল সে।

শেভ্রোলের নাকে বুলেট লাগতেই সীটের ওপর লাফিয়ে উঠল রানা, পরমুহূর্তে মাথা নিচু করল। দ্বিতীয় বুলেটটা লাগল বনেটে। মাথা না তুলেই স্টার্ট দিল ও, দ্রুতগতি টার্গেটে পরিণত হলো শেভ্রোলে। তবে আর কোন গুলি হলো না।

চেহারায় সন্তুষ্টির ভাব নিয়ে কার্টিজ দেখল ওর দিকে দ্রুত এগিয়ে আসছে গাড়িটা, ট্রিগারে আঙুল পেঁচিয়ে তৈরি হয়ে থাকল সে। হঠাৎ করে তার দৃষ্টিসীমা থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল গাড়িটা। ভুরু কুঁচকে উঠল তার, তারপর ঘাড় ফিরিয়ে দেখল বাচ্চাটা এখনও ঘুমাচ্ছে, ঘোড়াটাও বাঁধা রয়েছে নাগালের মধ্যে, তাড়াতাড়ি নতুন একটা পজিশনে সরে গেল সে। দুটো বড় পাথরের মাঝখানে শুয়ে পড়ল, খানিক পরই আবার দেখতে পেল গাড়িটাকে। তবে আগের মত ছুটছে না, দাঁড়িয়ে রয়েছে, যদিও এঞ্জিনের আওয়াজ পরিষ্কার শুনতে পেল সে।

কিন্তু শুধু গাড়ি, কোন আরোহী নেই।

লাল একটা ঝলক চোখে ধরা দিয়েই মিলিয়ে গেল, আর তাই দেখেই কার্টিজের নতুন পজিশন জেনে নিল রানা। গাড়ি থামিয়ে এঞ্জিন বন্ধ না করেই, থম্পসন নিয়ে নেমে পড়ল ও। ইতোমধ্যে আন্দাজ করে নিয়েছে কার্টিজের খানিকটা ওপর পৌঁছুতে হলে চড়াই বেয়ে দুশো ফুটের মত উঠতে হবে ওকে, তাহলেই শিকারী পরিণত হবে শিকারে।

শীলা, রেমারিক আর তামবারু পাহাড় থেকে নামতে রানার চেয়ে কম সময় নিল, কারণ বৃদ্ধ অ্যাপাচীর অভ্যস্ত চোখে ট্রেইলের অস্তিত্ব ধরা পড়ল সহজেই। সমতল প্রান্তরে নেমে আসার পর তীরবেগে ঘোড়া ছোটাল তারা, খানিক পর ভারমুক্ত ঘোড়াগুলোর পিঠে চড়ে বসল।

দাঁড়িয়ে থাকা শেভ্রোলেটা শীলার চোখে ধরা পড়ল। হাত তুলে গতি মন্থর করার ইঙ্গিত দিল তামবারু, তারপর দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই। গুলির শব্দ হলো

ঠিক তখুনি। দূর থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারল ওরা, গাড়িতে লেগেছে।

শীলা বুঝতে পারল না রানা আহত হয়েছে কিনা, কিন্তু গুলির শব্দ শোনার পর তার যে অনুভূতি হলো, নিজের কাছে দিবালোকের মত পরিষ্কার হয়ে গেল এই দুর্ধর্ষ চরিত্রের অকুতোভয় লোকটাকে প্রচণ্ডভাবে ভালবাসে সে।

রানার মত তামবারুও সিদ্ধান্ত নিল কার্টিজকে কোণঠাসা করতে হলে তার ওপরে কোথাও পৌঁছুতে হবে। ঘোড়া বেঁধে ঢাল বেয়ে উঠতে শুরু করল ওরা। খানিক পরই ঝুলে থাকা সমতল একটা পাথরে পৌঁছুল দলটা, তামবারুর ইঙ্গিতে পাথরের সাথে লেপ্টে শুয়ে থাকল শীলা আর রেমারিক। বুকে হেঁটে সামনে এগোল তামবারু, তারপর ওদেরকেও ক্রল করে সামনে বাড়ার ইঙ্গিত দিল।

হাত তুলে দেখল সে। কার্টিজের ঘোড়াটাকে দেখতে পেল ওরা। ছোট্ট আর একটা জিনিস দেখতে পেল, এইমাত্র জাগছে। ছ্যাঁৎ করে উঠল শীলার বুক। 'টেরেসা!'

'সাবধান!' অস্ফুটে বলল তামবারু, ওদের সরাসরি নিচের পাথরগুলোর দিকে হাত লম্বা করল। একজন স্নাইপারের আদর্শ পজিশন নিয়ে অপেক্ষা করছে কার্টিজ। কিন্তু আশপাশে কোথাও রানাকে দেখা গেল না।

'তুমি আর রেমারিক বাচ্চাটাকে তুলে নেবে। তোমরা প্রায় পৌঁছে গেছ দেখলে কার্টিজকে সামলাব আমি।'

দম ফিরে পেয়ে জায়গা বদল করল রানা, যেখান থেকে কার্টিজকে দেখা যাবে। দেখতে পেল ঠিকই, কিন্তু সাথে রাইফেল না থাকায় হাত কামড়াতে ইচ্ছে করল ওর। থম্পসন দিয়ে কাজ সারতে হলে রেঞ্জ আরও কমিয়ে আনতে হবে। দ্বিতীয় সুযোগ নাও পাওয়া যেতে পারে, প্রথমবার গুলি করেই আহত করতে হবে কার্টিজকে।

যতটা সম্ভব নিঃশব্দে নিচে নামতে শুরু করল রানা। হঠাৎ ডান দিক থেকে কিসের যেন আওয়াজ ভেসে এল। তাকাতেই দেখল কার্টিজের ঘোড়া মাটিতে পা ঠুকছে। শীলাকেও পরিষ্কার দেখতে পেল ও, রেমারিকের আগে আগে দৌড়াচ্ছে। এক মুহূর্ত পর ঝুঁকল শীলা, রাইফেল ছেড়ে দিয়ে দু'হাতে তুলে নিল টেরেসাকে।

দৃশ্যটা কার্টিজও দেখতে পেল। একমাত্র সম্বল চুরি হতে দেখলে কাঙাল যেমন হাউমাউ করে ওঠে, কার্টিজও তেমনি দুর্বোধ্য চিৎকার করে উঠল। তার সামনে পাথরের আড়াল থেকে দাঁড়াল রানা, যেন নিরেট একটা প্রাচীর খাড়া হলো, হাতের থম্পসনটা তপ্ত সীসা উদ্গিরণের জন্যে প্রস্তুত। কিন্তু রানাকে দেখেও থামল না কার্টিজ, ঘুরে গিয়েই ছুটল শীলা আর রেমারিকের দিকে। রানা দেখল পাথরে ভাঁজ করা হাঁটু গেড়ে নিচু হলো রেমারিক এঁকেবেঁকে ধেয়ে আসা টার্গেটের দিকে ভালভাবে লক্ষ্যস্থির করার জন্যে। মাত্র একবার গুলি করল সে, একটা বোল্ডারের ছাল তুলে বেরিয়ে গেল বুলেট। ভাব দেখে মনে

হলো দ্বিতীয়বারও ট্রিগার টেনেছে, কিন্তু কোন গুলি হলো না।

কার্টিজ ছুটছে, তার পেছনে রানাও ছুটছে, কিন্তু মাঝখানে এখনও দূরত্ব কম নয়, আর কার্টিজের সামনে একই সরল রেখায় টেরেসাকে নিয়ে শীলা থাকায় গুলি করতে সাহস পেল না রানা।

হাঁটু গেড়ে থাকা রেমারিক কেন যে গুলি করছে না বুঝতে পারল না রানা। ছোট বড় পাথর টপকে তীরবেগে ছুটছে ও, অসাবধান হলেই আছাড় খাবে। রেমারিক তার রাইফেলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে আছে, সম্ভবত গুলি না বেরুবার কারণটা ধরতে পারছে না। ইতোমধ্যে তার কাছে পৌঁছে গেল কার্টিজ, এক লাথিতে তার হাত থেকে ফেলে দিল রাইফেল। চোখের কোণ দিয়ে রানা দেখতে পেল, টেরেসাকে মাটিতে নামিয়ে রেখে রাইফেল তুলছে শীলা।

শীলা যে ভুল করছে বুঝতে পারলেও রানার কিছু করার নেই। উচিত ছিল টেরেসাকে নিয়ে উল্টোদিকে দৌড়ানো।

কার্টিজের জন্যে সিদ্ধান্তে আসা সহজ হয়ে গেল। রেমারিককে লাথি মারার জন্যে পা তুলেছিল সে, লাথি না মেরে ছুটল বাচ্চাটার দিকে। মনে মনে প্রমাদ গুনল রানা। একবার যদি টেরেসাকে তুলে নিতে পারে কার্টিজ, থম্পসনটা কোন কাজেই আসবে না।

শরীরের সবটুকু শক্তি এক করে ছুটল রানা। শেষ মুহূর্তে ছুঁড়ে ফেলে দিল হাতের অস্ত্র, ঝুঁকি নিয়ে ডাইভ দিল একটা বোল্ডারের কিনারা থেকে, ডান পা দিয়ে আঘাত করল কার্টিজের হাঁটুর পিছনে, আছড়ে ফেলল শক্ত পাথরের বুকে।

বিস্ময় আর হতাশার ধাক্কাটা প্রচণ্ড ঘুসির মত লাগল, তখনও কার্টিজের সাথে গড়াচ্ছে রানা। এক হাতের ভাঁজে টেরেসাকে বুকের সাথে জড়িয়ে রেখেছে অ্যাপাচী সর্দার। বাচ্চাটাকে কখন যে সে তুলে নিয়েছে টেরই পায়নি রানা।

কার্টিজের একটা হাত রানার গলায় ইস্পাতের মত চেপে বসল। ওর কণ্ঠনালীতে দেবে যাচ্ছে আঙুলগুলো। দু'জনের কেউই এখন গড়াচ্ছে না, রানার বুকের ওপর চেপে বসেছে কার্টিজ। তার মুখ আর সূর্য, দুটোই ঝাপসা হয়ে আসছে রানার চোখে। সূর্যটাকে আড়াল করে আরেকটা মুখ ঝুঁকে পড়ল, তামবারুকে চিনতে পারল রানা। তারপর দেখল, ভাঁজ করা হাত দিয়ে কার্টিজের গলা পেঁচিয়ে ধরেছে সে। 'জাহান্নামে ঠাঁই হোক তোমার,' বলল সে, তার অপর হাতে ঝিক্ করে উঠল ছুরির ফলা।

ছুরি চালাল তামবারু, ঠিক সেই মুহূর্তে কার্টিজকে মানুষ নয় অসুর বলে মনে হলো রানার। বিদ্যুৎ খেলে গেল তার শরীরে, একটা গড়ান দিল সে। ঘ্যাঁচ করে পাঁজরের পাশে ছুরি খেল রানা। হাঁটুর আঘাতে রানাকে সরিয়ে এক লাফে খাড়া হলো যেন একটা দানব। ব্যথায় গুঙিয়ে উঠল রানা, ক্ষতটা এক হাতে চেপে ধরল। ছুরিটা ফিরিয়ে নিয়ে বোকার মত ফলার দিকে তাকিয়ে

আছে তামবারু, হতভম্ব হয়ে গেছে সে।

কোন কিছুই পরোয়া করল না কার্টিজ। বিপদের ভয় তুচ্ছ করে, এলোমেলো পা ফেলে, চোখ থেকে ঠিকরে বেরুচ্ছে উল্লাস আর আগুন, হোঁচট খেতে খেতে পিছু হটছে, যেন খেয়াল নেই বা গ্রাহ্যের মধ্যে আনছে না তার ঠিক পিছনেই পাহাড়ের কিনারা, খাড়া গা ঝপ্ করে নেমে গেছে দেড়শো ফুট।

ঠিক কিনারায় পৌঁছে থামল কার্টিজ, এক হাতে টেরেসা, অপর হাত বাতাসে লম্বা করে দিয়ে তাল সামলাচ্ছে যাতে পিছন দিকে পড়ে না যায়। টলতে টলতে দাঁড়াল রানা, ক্ষতস্থানে সেঁটে থাকা আঙুলগুলোর ফাঁক গলে রক্ত গড়াচ্ছে। অপর হাতটাও খালি। অকেজো রাইফেল ফেলে দিয়ে সিধে হয়েছে রেমারিকও, রানার দশ গজ পিছনে রয়েছে সে। একা শুধু শীলা সশস্ত্র। রানার বাঁ দিকে, খানিকটা পিছনে রয়েছে সে। রাইফেলটা দু'হাতে ধরে আছে, মাজ্‌ল্ নিচের দিকে।

রানার ঠিক পাশে তামবারু, ছুরি ধরা হাতসহ স্থির একটা পাথুরে মূর্তি।

এক পা সামনে বাড়ল রানা।

'ফেলে দেব, আর যদি এক পা-ও সামনে এগোও ফেলে দেব মেয়েটাকে!' টলমল করে উঠল কার্টিজের পা, বিস্ফারিত চোখে দানবীয় উল্লাস।

ব্যথায় কুঁচকে আছে রানার মুখ, সামনের দিকে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে আছে, পুরোপুরি সিধে হতে পারছে না। 'না, কার্টিজ,' থেমে থেমে বলল ও। 'টেরেসাকে তুমি ফেলবে না। আমি আসছি, কার্টিজ, ওকে তুমি আমার হাতে তুলে দেবে!' নিজের কানেই কথাগুলো অবিশ্বাস্য, প্রলাপের মত শোনাল। আরও এক পা সামনে বাড়ল রানা।

'ফেলব না?' উন্মাদের মত গলা ছেড়ে হেসে উঠল কার্টিজ। 'দেখো ফেলি কিনা। কি ভেবেছ আমাকে, মৃত্যুকে ভয় করি? না হে, বিদেশী বন্ধু, না! জানি বাচ্চাটাকে ফেলে দিলে তোমরা আমাকে নিয়ে কি করবে। ভেবেছ সে সুযোগ দেব তোমাদেরকে? শোনো হে, শুধু টেরেসাকে ফেলব না, ওর সাথে আমিও লাফ দেব!' আবার তার অট্টহাসি শুরু হলো।

'এখন পর্যন্ত যা কিছু করেছ তুমি, তোমার জায়গায় আমি হলে, আমিও ঠিক তাই করতাম,' কার্টিজ থামতে বলল রানা। 'হোমায়রাকে মেরেছ, সেজন্যে আমরা কেউ তোমাকে দোষ দিচ্ছি না। বলা যায়, পবিত্র একটা দায়িত্ব পালন করেছ। লোকটা বেঁচে থাকার অধিকার অনেক আগেই হারিয়েছিল।' আরও এক পা এগোল রানা। 'আমাকে গুলি করেছিলে তুমি, জানি সেটা রাগের মাথায়, সজ্ঞানে নয়—কারণ যার প্রতি কৃতজ্ঞ হওয়া উচিত তাকে কোন অ্যাপাচী গুলি করবে না। নাকি তুমি জানো না আমি তোমার ছেলেটাকে হ্যামারের হাত থেকে বাঁচাবার চেষ্টা করেছিলাম?'

আবার এক পা বাড়ল রানা। দু'জনের মাঝখানে এখনও আট গজের মত

দূরত্ব।

ঠিক এই সময় ছোট্ট হাত তুলে কার্টিজের খোঁচা খোঁচা দাড়িতে হাত বুলাল টেরেসা, খিলখিল করে হেসে উঠল। ঝট্ করে চোখ নামিয়ে তার দিকে তাকাল কার্টিজ।

'প্রতিশোধ তো পুরুষমানুষই নেয়, তুমিও নিয়েছ,' আবার বলল রানা। 'কিন্তু বাচ্চা একটা মেয়েকে যদি বাঁচতে না দাও, নিজের কাছেই তুমি ছোট হয়ে যাবে। বলছ, তুমিও লাফ দেবে। কিন্তু আত্মা? শুধু শুধু কোন কারণ নেই তবু আত্মাটাকে চিরকালের জন্যে অশান্তির আগুনে ফেলবে কেন?'

কার্টিজের চেহারা একটুও বদলায়নি, আগের মতই দর দর করে ঘামছে সে, চোখ দুটো বিস্ফারিত,কিনারায় দাঁড়িয়ে টলমল করছে, ঘৃণা আর আগুন ঠিকরে বেরুচ্ছে দু'চোখ থেকে। কিন্তু তার মনের ভেতর কি ঘটে যাচ্ছে বাইরে থেকে দেখে বোঝার কোন উপায় নেই। 'তোমার এত দরদ কেন? টেরেসা তোমার কেউ নয়, তার জন্যে তুমি কেন ঝুঁকি নিচ্ছ? বুঝতে পারছ না, নাগালের মধ্যে পেলে তোমাকে নিয়ে নিচে লাফ দেব আমি?'

পিছন থেকে রানার শার্ট চেপে ধরল শীলা। 'থামো, রানা! তোমাকে আমি আর এক পা-ও···' কখন যেন ওর ঠিক পিছনে এসে দাঁড়িয়েছে শীলা।

ঝাঁকি দিয়ে শার্টটা ছাড়িয়ে নিল রানা, শীলার দিকে ফিরেও তাকাল না। ধীরে ধীরে এগোল ও। 'আমাকে নিয়ে লাফ দেবে? তার সুযোগ তুমি পাবে?' কার্টিজকে জিজ্ঞেস করল ও, ছুরি খাবার পর এই প্রথম নিষ্ঠুর এক চিলতে হাসি ফুটল ওর ঠোঁটে। 'বোকা নাকি তুমি? ভেবেছ টেরেসাই আমার একমাত্র উদ্বেগ? বুঝতে পারছ না, কেন ঝুঁকি নিচ্ছি? তুমি সত্যি একটা আহাম্মক, কার্টিজ। তা না হলে এতক্ষণে ঠিক বুঝতে পারতে আসলে আমি টেরেসাকে একা নয়, তোমাকেও বাঁচানোর চেষ্টা করছি।'

'আমাকে?'

'কারণ তোমার মধ্যে আমি নিজের চেহারা দেখতে পেয়েছি। একটা জিনিস লক্ষ করেছ? তুমি যেমন নিজের ব্যাপারে জেদি, আমিও তেমনি আমার ব্যাপারে? এখানেই আশ্চর্য একটা মিল রয়েছে আমাদের মধ্যে। তাছাড়া, তোমার প্রতি যে আমার সহানুভূতি আছে তা কি নতুন করে প্রমাণ করতে হবে? পুত্রশোকে কাতর পিতা তুমি, কিভাবে তোমাকে আমি মরতে দিই, বলো?'

'আমার ছেলের মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী! তাকে আমি চড় মেরেছিলাম, তাই সে আমার ওপর রাগ করে খনিতে কাজ করতে গিয়েছিল।' এটাই কার্টিজের শেষ কথা, কথা শেষ করেই পাহাড়ের কিনারা থেকে লাফ দিল সে।

ছুটল রানা, কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে, কার্টিজের ছুঁড়ে দেয়া টেরেসাকে ঠিকই লুফে নিতে পারল, কিন্তু কিনারায় পৌঁছে কার্টিজকে পেল না। মাথাটা ঘুরে উঠল ওর, বুঝতে পারল ওর হাত থেকে টেরেসাকে ছিনিয়ে নিল শীলা, লাফ দিয়ে এগিয়ে এসে ওকে ধরে ফেলল রেমারিক আর তামবারু।

সূর্যটা দপ্ করে নিভে গেল, তারপর আর কিছু মনে নেই রানার।

পনেরো

ডাক্তার তথা নার্সের ভূমিকায় দারুণ উতরে গেল শীলা। তবে আট ঘণ্টা বিরতিহীন ঘোড়া ছুটিয়ে কাছের একটা শহর থেকে ওষুধপত্র সব কিনে আনতে হয়েছে তামবারুকে। হপ্তা পেরোবার আগেই সুস্থ হয়ে উঠল রানা মাথা চুলকে বৃদ্ধ তামবারু মন্তব্য করল, 'কেউ বললে বিশ্বাস করবে আমার ছুরিটা ভোঁতা হয়ে গেছে? অথচ নির্ঘাত জানি কার্টিজের শরীরে বিঁধলে আরও ধারাল হয়ে উঠত।'

শীলার বেডরুমেই ঠাঁই নিয়েছে রানা। ওর সাথে শীলাও প্রায় সারারাত থাকে, তবে শোয় না কখনও, বিছানার ধারে বসে থাকে। ঘুম পেলে পাশের ঘরে চলে যায়। রানা সুস্থ হবার পর অনুমতি পাওয়া গেল, এখন থেকে দু'জন এক বিছানাতেই শুতে পারবে। 'ভয় নেই,' গভীর রাতে রানার বুকের ওপর চড়াও হলো শীলা, 'এক জিনিস দ্বিতীয়বার চাইবে না।'

টেরেসাকে শীলা আপন সন্তানের মতই গ্রহণ করেছে। দিনের বেলা টেরেসা, রাতের বেলা রানা, এই তার এখনকার রুটিন। হোটেল দেখাশোনা করছে একা রেমারিক।

'কি বললে বুঝলাম না,' বলল রানা, শীলার মাথাটা দু'হাতে ধরে বুকের ওপর থেকে তুলল খানিক। 'এক জিনিস দু'বার চাইব না মানে?'

'টেরেসার কথা বলছি। নতুন জন্ম হয়েছে ওর। সবটুকু কৃতিত্ব তোমার, আমি ওর মা।' একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলল শীলা। 'তুমি ঠিকই বলেছিলে, রানা। ঈশ্বরই সমস্যার সমাধান করে দিয়েছেন। কিন্তু আমি তোমার প্রতি কৃতজ্ঞ। টেরেসার মধ্যে তোমাকে খুঁজে পাব আমি।'

ডন হোমায়রার নিকটতম আত্মীয় হিসাবে, তার সম্পত্তির একমাত্র উত্তরাধিকারিণী হলো শীলা, এবং অধিকার বলে রানার পাওনা সব টাকা মিটিয়ে দিল। তামবারু আর রেমারিকের নেতৃত্বে খনিতে ডিনামাইট ফাটানো হয়েছিল, জীবিত কাউকে পাওয়া যায়নি। যারা মারা গেছে তাদের আত্মীয়স্বজনকে প্রতিশ্রুত টাকা নিজের হাতে বিলি করেছে রানা। ট্যালবটের পাওনা টাকা দান করা হলো রেমারিককে, তাকে যাতে চিরকাল দুর্গম একটা এলাকায় হোটেল ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতে না হয়। তামবারুকেও বড় একটা অঙ্ক সাধা হলো, কিন্তু সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করল বৃদ্ধ। দ্বিতীয় হপ্তা শেষ হবার আগেই বাতাসে করুণ সুর ছড়িয়ে পড়ল, সিদ্ধান্ত হয়েছে ফিরে যাবে রানা।

আগের দিন গভীর রাত পর্যন্ত জেগে থাকল ওরা। প্রেম করল, আলো জ্বেলে তাকিয়ে থাকল পরস্পরের দিকে, কথা হলো খুব কম। মাঝ রাতের

দিকে রানাকে ঘুম পাড়িয়ে দিল শীলা, ভোর পর্যন্ত ওর মাথার কাছে বসে থাকল সে।

পরদিন সকালে রওনা হলো রানা। সাথে শীলাও যাচ্ছে। শীলাকে একা ফিরতে হবে, তাই সীমান্ত পর্যন্ত তামবারুও সাথে থাকছে। ওদিকের পথ-ঘাট ভালভাবে চেনে সে, পাসপোর্ট ছাড়া সীমান্ত পেরোতে হলে তার পথ-নির্দেশ কাজে লাগবে রানার।

রানা শেভ্রোলে নিয়ে রওনা হলো, পিছনে ঘোড়ার পিঠে থাকল শীলা আর তামবারু। অবশ্য খানিক পর ঘোড়া থেকে নেমে গাড়িতে এসে উঠল শীলা, তার ঘোড়াটা তামবারুর জিম্মায় দিয়ে।

গাড়িতে পাশাপাশি বসল ওরা, দু'জনেই নীরব ব্যথায় মূক ও কাতর।

প্রথমে নিস্তব্ধতা ভাঙল রানা, 'শুধু যদি তোমার সাথে আমার ঢাকায় দেখা হত!'

'ঢাকায় দেখা হলে আমাকে তুমি লক্ষই করতে না,' মৃদুকণ্ঠে বলল শীলা।

'তোমাকে আমি অন্য কোন গ্রহে দেখলেও চিনতে পারতাম,' দৃঢ় কণ্ঠে বলল রানা।

'কি হলো, ভুলে গেছ?' হঠাৎ জিজ্ঞেস করল শীলা। 'তুমি না বলেছিলে আমাকে একটা উপহার দেবে?'

মুচকি হাসল রানা। 'দেব যখন বলেছি, ভুলব কেন! পাবে।'

সীমান্তে পৌঁছুল ওরা। ক্যাকটাস আর কাঁটাঝোপে ঢাকা নির্জন একটা এলাকা। গাড়ি থামিয়ে নামল রানা, দু'হাত বাড়িয়ে বুকে তুলে নিল শীলাকে।

'এই, কি করছ!'

'প্লীজ, কাম উইথ মি,' অনুরোধ করল রানা।

'তোমাকে ভালবাসি, রানা,' বলল শীলা। 'কিন্তু আমি এমন একটা লোকের সাথে যেতে পারি না যাকে আদর আর ভালবাসা দেয়ার জন্যে কাছে পাব না আমি। তোমার যে পেশা বা দায়িত্ব, তাতে করে আমার এখানে থাকাও যা, তোমার সাথে থাকাও তাই।'

'শেভ্রোলেটায় নতুন মেক্সিকান প্লেট লাগিয়ে নেবে। সব বলা আছে রেমারিককে, সে-ই সব ব্যবস্থা করে দেবে,' শীলাকে নামিয়ে দিয়ে বলল রানা। 'আমার ইচ্ছে, লাল রঙ করে নিয়ো। ব্যস, তাহলে আর কেউ বিরক্ত করবে না।'

'কি বলছ!' আকাশ থেকে পড়ল শীলা। 'গাড়িটা তুমি আমাকে···?'

'প্রিয় বন্ধুকে প্রিয় জিনিসটা উপহার দিয়ে যাচ্ছি, তুমি আপত্তি কোরো না।'

'কিন্তু তুমি যাবে কিভাবে?' প্রবলবেগে মাথা নাড়ল শীলা। 'অসম্ভব···!'

'তোমাকে এত শখের জিনিস উপহার দিচ্ছি, তুমি তোমার ঘোড়াটা আমাকে প্রেজেন্ট করবে না?' জিজ্ঞেস করল রানা।

'আমার ঘোড়া···গড, সব তুমি ঠিক করে রেখেছ!'

'প্লীজ, শীলা।'

দুটো ঘোড়া নিয়ে হাজির হলো তামবারু, খানিকটা পিছিয়ে পড়েছিল বুড়ো। হাসছে সে। শীলার হাত ধরে ঘোড়ার পিঠে চড়ল রানা। ঝুঁকে চুমো খেল তার হাতে। 'কথা দিলাম, আবার আসব···'

'তোমার মেয়ের চোখে সে খবর আগাম পেয়ে যাব আমি,' শান্ত গলায় বলল শীলা।

ঘোড়া ছোটাল রানা, পিছন ফিরে একবারও তাকাল না।

কোথায় যাচ্ছে নিজেরও সঠিক জানা নেই রানার। গা ঢাকা দিয়ে থাকার মেয়াদ এখনও শেষ হয়নি ওর। সীমান্ত পেরিয়ে এলেও দুর্গম এলাকা থেকে বেরুতে এখনও সময় লাগবে।

* * *